উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮২,৫০০.৮২ (+৩২৮.৭২)
নিফটি : ২৫,২৮৫.৩৫ (+১০৩.৫৫)

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

নোবেল হাতছাড়া ট্রাম্পের
এবছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। এক আত্মগোপনকারী নেত্রীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প প্রশাসন। ৭

কাবুলে দূতাবাস চালু হচ্ছে
আফগানিস্তানের সঙ্গে পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিতে তৈরি ভারত। তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এস জয়শংকর জানিয়েছেন, সেখানে দূতাবাস চালু হবে। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩৩°	৩২°	৩০°
সর্বনিম্ন	২১°	২৩°	২৩°	১৯°

কমিশনে নালিশ মুখ্যমন্ত্রীর
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩

২৪ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 11 October 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 141

সাদা চোখে সাদা কথায়

ধ্বংসলীলার ক্ষতের সঙ্গে হিংসার ঘা দগদগে

গৌতম সরকার

তোর্ষা নদীর উথাল পাতাল কার বা চলে নাও...।

আজন্ম তোর্ষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সহবাস। সেই তোর্ষা ফের কী সর্বনাশই না করে দিল ডুয়ার্সের। দু'কূলের বাড়ি-আবাদ, জঙ্গলের গাছ ভাসিয়ে টেনে নিয়ে ফেলে দিল বাংলাদেশে। এ যেন শুধু সহবাস, বিয়ে তো দূর, প্রেমেও মতি নেই। শুধু তোর্ষা নয়, তিস্তা, কালজানি, ফুলহর নিয়ে কত গান, কত গাথা। সব নিষ্ফল ঠেকে জলধারাগুলি শ্রীমতী ভয়ংকরী হয়ে উঠলে।

তার ওপর প্রকৃতির মারের সঙ্গে রাজনীতির থুড়ি ক্ষমতার চক্রের (পাওয়ার সিন্ডিকেট) কার্যকলাপ বড় অসহ্য ঠেকে উত্তরবঙ্গের! ত্রাণ, উদ্ধার কিংবা বিধ্বস্ত এলাকার পুনর্গঠন, পুনর্বাসন স্বাভাবিক নিয়মে করার দায়িত্ব প্রশাসনের। কিন্তু মাথার ওপর মাতব্বরি করলে সেই কাজ করার সাধ্য কী প্রশাসনের থাকে! তাছাড়া প্রশাসনের ঘাড়ে ক'টা মাথা বা শিরদাঁড়া আছে যে, নিজের মতো কাজ করবে!

সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে নতুন ট্রেন্ড নেতাদের রিল বানানোর ব্যস্ততা। কেউ নদীর সেতুতে দাঁড়িয়ে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। কেউ হাঁটুজলে সাঙ্গোপাঙ্গর সঙ্গে হাঁটার ভিডিও তোলাচ্ছেন। কেউ বিধ্বস্ত গ্রামে গিয়ে সরকার, শাসকদলের মুণ্ডুপাত করছেন। যে নদী উত্তরবঙ্গে প্রেমের জয়গান গায়, তার ধারে দাঁড়িয়ে কেউ আবার বিপক্ষকে মেরে হাত রক্তাক্ত করলেন। প্রতিপক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করে শুধু হিংসার বার্তা ছড়ালেন।

অথচ ভাবুন, ভালোবাসার প্রতীক তিস্তা। তিস্তা নদীর চিকন বালা রে... সুর-কথার আকুতিতে কত আপন উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের। তিস্তা-রঙ্গিতের রোমান্টিক প্রেম আখ্যান যে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি। ভাগ্যিস যত জলস্রোতই আসুক, বাংলাদেশে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। নাহলে তিস্তাপাড় আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কালজানি-ডিমার মিলনস্থলও ভালোবাসার ছবি আঁকে। কানে বাজে 'কালজানি নদী রে, ডিমা নদী তার সাথে যায়...'।

সেই কালজানি মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে ওঠে। মহানন্দা-বালাসনের সঙ্গমস্থল নিরন্তর কবিতার জন্ম দেয়। অথচ দুটি নদীরই গর্ভ চিরে বালি-পাথর তুলে কী যথেচ্ছাচারই না চলছে। শাসকদলের প্রশ্রয়ে মহানন্দা, বালাসনের ধার দখল করে বসতি গড়ে উঠেছে। দুই নদীর পাড়ের পরিণতি দেখতে দেখতে মনে তো হবেই, 'কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি...।'

মূর্তি বা হলংয়ে প্রকৃতি ও জলধারার দুরন্ত সহবাসকে মানুষ বিরক্ত করে বলেই তো ছোট ছোট স্রোতস্বিনীগুলির এমন পাগলপারা রূপ দেখি। এরপর দশের পাতায়

জীবন, কেএলও'র নামে জয়ধ্বনি

প্রতিক্রিয়া এড়াল প্রশাসন, পুলিশ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১০ অক্টোবর : পুলিশ ও প্রশাসনের নাকের ডগায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও)-এর নামে জয়ধ্বনি শুনল উত্তরবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের খাতায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড' কেএলও প্রধান জীবন সিংহের ছবি হাতে মিছিল হল প্রকাশ্যে। শুক্রবার মালদা থেকে কোচবিহার- এই চিত্র দেখা গিয়েছে। যদিও কর্মসূচিটি হয়েছে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি) সহ ৩৪টি সংগঠনের ডাকে।

মালবাজারে পৃথক রাজ্যের দাবিদারদের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিডিও অফিসে শুক্রবার ডেপুটেশন দেয় ওই সংগঠনগুলি। ডেপুটেশন ও তার আগে মিছিলে সর্বত্র পুলিশের সামনে স্লোগান ওঠে, 'কেএলও লং লিভ, জীবন সিংহ জিন্দাবাদ।' ২০০২ থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন, জঙ্গি সংগঠন ও জঙ্গি নেতা জীবন সিংহের সমর্থনে মিছিল হলেও প্রশাসন নীরব থাকায় প্রশ্ন উঠেছে, ভোট সামনে বলে কি কামতাপুরি সমর্থকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হল না?

পুলিশ ও প্রশাসন এব্যাপারে কোনও ব্যাখ্যা দিতে চায়নি। উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বড় কর্মসূচিটি হয়েছে কোচবিহার জেলার দিনহাটায়। কিন্তু এজন্য প্রতিক্রিয়া চেয়ে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে ফোন ও মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়েও সাড়া মেলেনি। দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র এবিষয়ে কিছু বলতে পারবেন না বলে জানান।

দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও গঙ্গা ছেত্রীর কথায়, 'কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল আমার কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছিল। ডেপুটেশনে কেএলও-র সমর্থন আছে কি না, বলতে পারব না।' উত্তরবঙ্গের সব বিডিও অফিসে পাঁচ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে কাউন্সিলের নামে। দাবিগুলি হল, কামতাপুর রাজ্যের পুনর্গঠন, কামতাপুরি-রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তি, কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি, জীবন সিংহ সহ কেএলও নেতাদের সঙ্গে ভারত সরকারের দ্রুত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি।

দিনহাটা, জলপাইগুড়ির মালবাজার, মালদার গাজোল, আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম, মাদারিহাট ও আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লক, শিলিগুড়ির খড়িবাড়ি, মাটিগাড়া ইত্যাদি জায়গায় ডেপুটেশনের আগে মিছিলে ছিল জীবন সিংহের ছবি, কেএলও লেখা প্ল্যাকার্ড। মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছিল, 'কেএলও লং লিভ, জীবন সিংহ জিন্দাবাদ।' দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুরেও বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি অনন্ত বর্মন মালবাজারে স্পষ্ট করে দেন, তাঁদের মধ্যে কেএলও রয়েছে। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন কেন, জিজ্ঞাসা করায় অনন্ত জানান, জীবন সিংহ সহ অন্যান্য কেএলও নেতারা ভারত সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় আছেন। তিনি বলেন, 'ভারত সরকারকে বলে কেএলও-কে নিষিদ্ধ করিয়েছে রাজ্য সরকার। তাহলে রাজ্য সরকারই ভারত সরকারকে বলুক, জীবন সিংহদের তাদের হাতে তুলে দিতে।'

মালবাজার ছাড়াও জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ও ময়নাগুড়ি ব্লকে ওই কর্মসূচি ছিল। একমাত্র ময়নাগুড়িতে কেএলও'র প্রসঙ্গ শোনা যায়নি। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের তরফে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ বাড়াতে শুক্রবার একইসঙ্গে অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের অভিযোগ, কেএলও প্রধান জীবন সিংহকে শান্তি চুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মায়ানমার থেকে ভারতে নিয়ে এসে কেন্দ্র কিছুই করেনি।

কাউন্সিলের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি সোমারু অধিকারী বলেন, 'জীবন সিংহকে ডেকে আনার পর প্রায় ৩ বছর পার হতে চলল, অথচ শান্তি চুক্তি নিয়ে আমরা অন্ধকারে আছি। এটা রাজবংশী সমাজের পক্ষে চরম অপমানের।' মাটিগাড়া বিডিও অফিসে দাঁড়িয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিমল রায় হুঁশিয়ারি দেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত জীবন সিংহের সঙ্গে শান্তি চুক্তি না করলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হব।'

স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি পঞ্জিত সিংহ বলেন, 'পাঁচ দফা দাবির পাশাপাশি কেএলও সদস্যদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়েছে।' সংগঠনের মাদারিহাট ব্লক সভাপতি সুরেশ রায়ের ভাষায়, 'প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস অনুযায়ী শান্তি বৈঠক অবিলম্বে না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে, যার দায় রাজবংশী জনগণ নেবেন না।' এরপর দশের পাতায়

দুর্যোগের পরে বাজার আগুন

হুহু করে দাম বাড়ছে সবজির

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১০ অক্টোবর : প্লাবনে ভেসে গিয়েছে জমির ফসল। যে কারণে স্থানীয় বাজারগুলোতে কমছে সবজির আমদানি। জেলার বাজারগুলোতে চাহিদার তুলনায় জোগান কমতেই সবজি কিনতে কার্যত হাতে ছ্যাঁকা লাগছে ক্রেতাদের। জেলার সমস্ত খুচরো বাজারে অধিকাংশ সবজির দাম কেজি প্রতি ৬০ টাকার বেশি। অন্যান্য বছর যেখানে লক্ষ্মীপুজোর পর থেকে সবজির

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি
মালদা
কোচবিহার

বাজার দর	৩ অক্টোবর	১০ অক্টোবর
আলু	১৫ টাকা	২০ টাকা
বেগুন	৬০ টাকা	৮০ টাকা
বাঁধাকপি	৪০ টাকা	৬০ টাকা
ফুলকপি	৬০ টাকা	৮০ টাকা
লংকা	৭০ টাকা	৮০ টাকা

দাম কমতে শুরু করে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্লাবনে ফসলের ক্ষতি হওয়ায় সবজির দাম কবে স্বাভাবিক হবে তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না পাইকারি এবং খুচরো সবজি বিক্রেতারা। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'ময়নাগুড়ি ব্লকে জলঢাকার চর সবজি চাষের আদর্শ জায়গা। ওখানেই প্রায় ১০০ হেক্টর জমির সবজি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জল কমার পর কৃষকদের আবার নতুন করে জমি তৈরি করে সেখানে বীজ ছড়াতে হবে। ফলে কবে আবার সবজি উঠবে এখনই বলা সম্ভব নয়।' এই পরিস্থিতিতে শীতের মরশুমের সবজির দাম আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খগেন্দ্র।

জলপাইগুড়ি শহরে সবজির মূল জোগান ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, হলদিবাড়ি এবং সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তার চর এলাকা থেকে আসে। ৪ অক্টোবর রাতের ভয়াবহ প্লাবনে মূলত জেলার এই সমস্ত কৃষি এলাকায় চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কেবলমাত্র জলপাইগুড়ি শহর নয়, এই সমস্ত কৃষি বলয় থেকে ডুয়ার্সের মাল, ধূপগুড়ি এবং ময়নাগুড়ির বাজারেও সবজি গিয়ে থাকে। ফলে বন্যার কারণে সবজির দাম বেড়ে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে জেলার প্রতিটি বাজারেই। শুক্রবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে গিয়ে দেখা গেল, ফুলকপি ৮০ টাকা কেজি। পুজোর সময় যেখানে ফুলকপি ৫০-৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্লাবনের পরেই একলাফে দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে বলে দাবি বিক্রেতাদের। এদিন দিনবাজারে বোয়ালমারি নন্দনপুর এলাকার বাসিন্দা সবজি বিক্রেতা স্বপন সূত্রধর বলেন, 'এই সময় ফুলকপি কেজি প্রতি ৪০ টাকার কম হত। কারণ স্থানীয় সবজি চলে আসত। কিন্তু এবার সব ভেসে যাওয়ার কারণে বাইরে থেকে আসা সবজির ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। ফলে দামও অনেকটাই বেশি। আমাদের অনুমান, যেহেতু বাইরে থেকে সবজি আসছে তাই দাম আরও বাড়তে পারে।'

এদিন ময়নাগুড়ি বাজারে সবজির দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে এলাকার বাসিন্দা সঞ্চিত কর্মকার বলেন, 'লক্ষ্মীপুজোর আগে শেষ বাজার করেছিলাম। এদিন বাজারে এসে দেখছি, প্রায় প্রতিটি সবজি কেজি প্রতি দাম প্রায় ২০ থেকে ৩০ টাকা বেড়ে গিয়েছে। প্রতিবছর লক্ষ্মীপুজোর পর থেকে সবজির দাম কমতে শুরু করে। আজ বাজারে এসে জানতে পারলাম প্লাবনের কারণে সবজির যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে তাতে দাম বেড়ে গিয়েছে।' একই অভিযোগ ধূপগুড়ির বাসিন্দা তরুণ সরকারের। তিনি বলেন, 'ধূপগুড়িতে যেহেতু প্রচুর সবজির আমদানি হয় সেকারণে জেলার অন্য জায়গার তুলনায় এখানে দাম কিছুটা হলেও কম থাকে। কিন্তু এখানেও দেখছি গত এক সপ্তাহে দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।'

হাতি, শুয়োরের হামলায় জখম ১১

শুভাশিস বসাক ও আব্দুল লতিফ

ধূপগুড়ি ও গয়েরকাটা, ১০ অক্টোবর : রবিবারের অতিবৃষ্টির ফলে ডুয়ার্সের একাধিক জঙ্গলের ভিতর এখনও কিছু অংশে জল জমে রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর জঙ্গল থেকেও বন্যপ্রাণীরা বেরিয়ে আসছে লোকালয়ে। শুক্রবার ধূপগুড়ি ব্লকের একাধিক জায়গায় একটি বুনো শুয়োরের হামলায় অন্তত নয়জন জখম হয়েছেন। আহতদের ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

এদিনই মোরাঘাটের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গয়েরকাটা চা বাগানে হামলা চালায় একটি দাঁতাল। তার আক্রমণে দুজন জখম হন।

ঝাড়আলতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনটারি, পূর্ব ডাউকিমারি ও ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় এদিন হামলা চালায় বুনো শুয়োরটি। মোরাঘাট রেঞ্জ ও বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। এরপর দশের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা একলা চলোয় বিশ্বাসী

এডিশন স্পেশাল

খগেনকে ওয়াই ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা

দুইয়ের পাতায়

ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা, হুঁশ নেই যাত্রীদেরও

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : সতর্কতার সঙ্গে যাতে গাড়ি চালানো হয়, সেজন্য রাজ্য সরকারের সতর্কতাবাণী রয়েছে। নির্দিষ্ট কর্মসূচিও রয়েছে। কিন্তু তাকে থোড়াই কেয়ার! কোনও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই নির্ধারিত সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি যাত্রী নিয়ে একেকটি গাড়ি তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে। গাড়ির ছাদে বসে কেউ ঘুমোচ্ছেন। কেউবা অন্যের গায়ে হেলান দিয়ে গল্পে মেতেছেন। অনেকে আবার মোবাইল ফোন দেখতে ব্যস্ত, কেউ বা মগ্ন রিলস তৈরিতে। গাড়ির ভেতরে এবং ছাদে জায়গা না পেয়ে অনেকেই পাদানিতেই ঠাঁই নিয়েছেন। লোহার রড ধরে ঝুলছেন। জলপাইগুড়ি শহরের বৌবাজার এলাকা থেকে মণ্ডলঘাট বা বেরুবাড়ির রুটে যাত্রীবাহী গাড়িগুলি এভাবেই দিনের পর দিন ধরে ছুটে চলেছে।

পাল্লা দিয়ে বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে। সবকিছু চোখের সামনে ঘটে চললেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ। জলপাইগুড়ির ডিএসপি (ট্রাফিক) অরিন্দম পালচৌধুরীর অবশ্য বক্তব্য, 'যে কোনও বেআইনি কাজের বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যাত্রী সহ চালকদের এভাবে যাতায়াত বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এই রুটগুলিতে যাত্রীবাহী যে গাড়িগুলি চলাচল করে, সেগুলিতে সাধারণত ১০-১২ জন যাত্রী নেওয়া হয়। অথচ আজকাল এই গাড়িগুলি খুব কম করে হলেও ১৭-১৮ জন যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে। প্রশাসনের তরফে ম্যাজিক গাড়িগুলিতে কোনও নজরদারি নেই। বৌবাজার এলাকায় ট্রাফিক পয়েন্ট থাকলেও সেটি প্রায় সময়ই তালাবন্ধ থাকে। বেশ কয়েকমাস আগে ট্রাফিকের তরফে জরিমানা ও অন্যান্য পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাই বিনা বাধায় চালকরা এরপর দশের পাতায়

ধ্বস্ত বামনডাঙ্গা, এখনও ট্রমায় খুদেরা

এই সেই মডেল ভিলেজ, যা কার্যত শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ অক্টোবর : গত রবিবারের সেই অভিশপ্ত ভোরের পর কেটে গিয়েছে ছয়টি দিন। ঘটনার অভিঘাত ওদের এতটাই নাড়া দিয়েছে যে, এখনও ট্রমা থেকে বের হতে পারেনি বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল গ্রামের শিশু থেকে কিশোর-কিশোরীরা। কেউ থেকে থেকে শিউরে উঠছে, কেউ আবার নিজের মনেই বিড়বিড় করে চলেছে। এমনও শিশু রয়েছে যারা আর কথাই বলতে চাইছে না। অন্তত ২৫ জন নাবালকের মানসিক অবস্থা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরও। নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'বামনডাঙ্গা চা বাগানের শিশুদের জন্য জেলা থেকে মনোবিদ আসছেন। প্রত্যেককে কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। এদিন টন্ডুবস্তিতে কাউন্সেলিং করা হয়।'

মডেল গ্রামেই থাকে বছর ১৭-র রাখি ওরাওঁ। সেদিন যখন রাশি রাশি জল ওদের গ্রামকে গিলতে বসেছে তখন একমাত্র কন্যাকে হাতে চেপে ধরে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন মা শকুন্তলা। গলা ছুঁইছুঁই জল ডিঙিয়ে কিছুটা দূরে যাওয়ার পর ভাসতে থাকা অন্য একজনের ধাক্কায় রাখির হাত ছেড়ে যায় মায়ের থেকে। নিমেষের মধ্যে শকুন্তলা ভেসে যান অন্যদিকে। ভাসতে শুরু করে রাখিও। শকুন্তলার দেহ উদ্ধার হয় ঘটনার পরদিন। নিজে বাঁচলেও সেই থেকে এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে ডায়না লাইনে মামাবাড়িতে আশ্রয় নেওয়া রাখি।

সেদিনের কথা জিজ্ঞেস করতেই হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে। জানায়, মায়ের কাছছাড়া হয়ে ভাসার সময় একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে ধাক্কা লাগার পর আর অন্য কিছু মনে নেই তার। লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু নামে বাগানের এক শিক্ষক বলেন, 'প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে বিছ লাইন লাগোয়া একটি বাঁশঝাড়ে রাখি আটকে ছিল। জল কমার পর ওর আর্তনাদ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা গিয়ে রাখিকে উদ্ধার করে আনে।'

সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাহিন লোহার তো এখনও কুঁকড়ে রয়েছে। সেদিন সে, তার মা, বাবা, বোন সহ বাড়ির প্রত্যেকেই বারান্দার গ্রিলে উঠে ঝুলে ছিল। ফলে জল বাড়তে থাকলেও কোনওরকমে রক্ষা পেয়ে যায়। এরপর দশের পাতায়

আগ্রাসনে কোণঠাসা নদীতে 'হাংগ্রি টাইডস'

প্রকৃতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, বারবার তার সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ। গাছ কেটে ফেলা, নদীর ধারে অবৈধ নির্মাণ, চর ধরে বসতি গড়ে তোলা, অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর উত্তোলন- এভাবেই প্রকৃতির ওপর বারবার আঘাত হেনেছি আমরা। আর আজ প্রকৃতি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। তৃতীয় পর্ব

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১০ অক্টোবর : একাধিক সরকারি খতিয়ান বলছে ৪ অক্টোবর রাতে নাগরাকাটা ব্লক, পাশের বানারহাট এবং ওপরে ভুটানে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছিল যথাক্রমে ৩৫০, ২০০ এবং ১৮০ মিলিমিটারের বেশি। একলপ্তে সেই বিপুল জল নেমে আসাতেই এই ভয়ানক প্রাণঘাতী বিপর্যয়। 'এত বৃষ্টি না হলে এই অবস্থা হত না', এমন যুক্তি যাঁরা খাড়া করছেন তাঁরা আসলে দীর্ঘদিন ধরে সবার চোখের সামনে জমে ওঠা সমস্যাকে এড়াতে চাইছেন বলেই ধারণা গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের। এক লাইনে অতিবৃষ্টিকে দায়ী করলেও বাস্তবে 'হাংগ্রি টাইডস'-এ বানভাসি হওয়ার দায়টা আগ্রাসী মানুষের ঘাড়েই।

যাঁরা গত এক দেড় বছরে ঝালং-বিন্দু বেড়াতে গিয়েছেন তাঁরা চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছেন জলঢাকার ওপর মানুষের আগ্রাসন কতটা। কুমাই হোক বা তার ওপরে-নীচে, নদীর প্রায় বুকে রেস্তোরাঁ, এমনকি হোটেল বানিয়ে ফেলেছেন একশ্রেণির কারবারিরা।

নদী নিয়ে যাঁরা কমবেশি ঘাটাঘাটি করেন তাঁরা একে নিছক বৃষ্টিপাতের কারণে জলস্ফীতি বা বন্যা বলে মানতে নারাজ। ক্রমাগত মানুষের লোভের শিকার জলঢাকার মতো বড় নদী প্রত্যাঘাত করাতেই এই হাল বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। সুযোগ পেলে নদীর পাড়ে চা বাগানের এলাকা বাড়িয়ে দেওয়া, নদী ঘেঁষে হোটেল রিসর্ট রেস্তোরাঁ তৈরি বা চরের ওপর ইচ্ছামতো চাষাবাদের ঠেলায় জলঢাকা, মূর্তি, নেওড়ার মতো নদীগুলোর অবস্থা এমনিতেই নাজেহাল ছিল। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো জুটেছে দুই ধার বরাবর বালি-পাথর-বোল্ডার তুলে চুরির হিড়িক। ডুয়ার্সের আর পাঁচটা নদীর মতোই জলঢাকার বুক থেকে চুরি প্রসঙ্গে চামুর্চির এক কারবারি স্বীকার করেন, এমনিতে ডায়না বোল্ডারের জন্যে সফট টার্গেট হলেও নাগরাকাটা ব্লকে অনেক এলাকায় জলঢাকার বোল্ডার ও পাথর চোরাগোপ্তায় তোলা হয়। ট্রলিতে করে তা বানারহাট বা চালসা হয়ে অন্যত্র যায়। বালির কারবার হয় মূলত নীচের দিকে, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি এবং পাশের জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকে।

জল নামতেই চর দখল করে চাষাবাদ। ময়নাগুড়ি ব্লকে বেতগাড়ার ছবি।

নাগরাকাটা ব্লক থেকে ওপরের দিকে উজানে যেমন ট্রলি করে বোল্ডার চুরি ওপেন সিক্রেট তেমনই নীচের দিকে ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি ব্লকের ভাটা অংশে জলঢাকার পাড় ঘেঁষে একের পর জনবসতি গড়ে উঠেছে গত দুই-আড়াই দশকে। তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে চাষাবাদ এরপর দশের পাতায়

খগেনকে ওয়াই ক্যাটিগোরি নিরাপত্তা বরাদ্দ

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : নাগরাকাটায় হামলার মুখে পড়তেই নিরাপত্তা বাড়ানো হল মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর। এখন থেকে সাংসদকে 'ওয়াই ক্যাটিগোরি'র নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা সিআইএসএফের কাছে পৌঁছে যায়। সেইমতো এদিনই হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছেন আরও চারজন জওয়ান। এখন থেকে খগেন যেখানেই যাবেন, সেখানেই মোট ছ'জন আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানের নিরাপত্তা বলয় তাঁর সঙ্গে থাকবে। এর আগে মাত্র দুজন সিআইএসএফ জওয়ান সাংসদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন।

সোমবার বন্যাবিধ্বস্ত নাগরাকাটার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। খগেনের মুখে আঘাত লাগে। এরপরই তড়িঘড়ি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে শিলিগুড়িতে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। সাংসদের বাঁ চোখের নীচের হাড় ভেঙেছে বলে মেডিকেল রিপোর্টে জানানো হয়েছে। আপাতত ছ'সপ্তাহ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

এদিকে, সাংসদের ওপর হামলার পর রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সাংসদের ওপর হামলা নিয়ে তৃণমূলের দাবি ছিল, গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের মারধর করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই মারধরের ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এরই মধ্যে বাড়ানো হল সাংসদের নিরাপত্তা।

পাঁচদিন পর উদ্ধার গন্ডার

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার ভোরে প্রতিদিনের মতো পুজোর ফুল তুলতে বেরিয়েছিলেন বছর ষাটের বৃদ্ধা বিভা কর। কিছুদূর যেতেই চক্ষু চড়কগাছ! কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগে গন্ডারের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। দৃশ্য দেখে চিৎকার শুরু করেন অন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীরা। উত্তরবঙ্গে বন্যা-পরিস্থিতির পাঁচদিন পর শুক্রবার ভোরে এমনই দৃশ্য দেখা গেল কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি বাজার সংলগ্ন সুভাষপল্লি এলাকায়।

লোকালয়ে এভাবে গন্ডারের দেখা মেলায় গোটা এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়ায়। বুনোর আক্রমণে গুরুতর জখম হন এলাকার দুজন বৃদ্ধ। একজনের নাম দিলীপ দাস এবং অন্যজন বিভা। দুজনকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় কোচবিহারের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। মাইকিংয়ের মাধ্যমে সতর্ক করে গোটা এলাকার লোকজনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোয় কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক টিম। পৌঁছোয় জলদাপাড়া বন বিভাগের বিশেষ ট্রাঙ্কুলাইজার টিম।

পুণ্ডিবাড়িতে লোকালয় থেকে উদ্ধার গন্ডার। -সংবাদচিত্র

স্থানীয় বাসিন্দা অসিত মজুমদার, বিপ্লব সরকার, রমেন সরকার প্রমুখের কথায়, 'অন্য দিনের মতো আমরা সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ এই এলাকায় এসে গন্ডারটি দেখতে পাই। কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। আগে কোনওদিন এই এলাকায় গন্ডার আসেনি। আমরা যথেষ্ট আতঙ্কিত।' এরপর গন্ডারটির দেখা মেলে স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়ির পেছনের জলাশয়ে। চারদিক ঘিরে ফেলেন বনকর্মীরা। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে গন্ডারটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করতে সক্ষম হন বনকর্মীরা।

রবিবার ভয়াবহ বন্যায় পুণ্ডিবাড়ি সাজেরপাড় এলাকার তোর্ষা নদীতে একটি গন্ডার ভেসে আসার খবর মেলে। এরপর থেকে বন দপ্তর ওই গন্ডারের খোঁজ শুরু করে। পরে সেই গন্ডারের দেখা মেলে মেলে ঘোকসাডাঙ্গা থানার শালমারা, ধলাগুড়ি, ফেস্যাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায়। গন্ডারের খোঁজে বন দপ্তর গত পাঁচদিন ধরে চারটি কুনকি হাতি এবং ড্রোনের মাধ্যমে তল্লাশি চালায়। এমনকি গত সন্ধ্যায় আবার পুণ্ডিবাড়ি বাঁশদহ নথিবাড়ি এলাকায় গন্ডারের দেখা মেলে।

এই বিষয়ে কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও বলেন, 'গত কয়েকদিন আমরা গন্ডারের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আজ গন্ডারটি একেবারে লোকালয়ে চলে আসে। ফলে আমরা ট্রাঙ্কুলাইজার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। গন্ডারটিকে উদ্ধার করে চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

লোকালয়ে আতঙ্ক

- লোকালয়ে এভাবে গন্ডারের দেখা মেলায় গোটা এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়ায়
- বুনোর আক্রমণে গুরুতর জখম হন এলাকার দুজন বৃদ্ধ
- ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোয় কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও-র নেতৃত্বে একটি দল
- অবশেষে গন্ডারটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করতে সক্ষম হন বনকর্মীরা
- গন্ডারটিকে উদ্ধার করে চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

e-Tender Notice

Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/BDO/NIT-009/2025-26 Last date of online bid submission 22/10/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

কর্মখালি

ঝংকার মোড়ের জন্য গার্ড লাগবে (বয়স : ২০-৪০), দিনের ডিউটি, বেতন - ১০,০০০/-, স্পট জয়েনিং। M - 9933119446. (C/118624)

RECRUITMENT

Kabiguru Rabindranath College of Education, vill & Po- Gosairhat Bandar, P.S- Sitalkuchi, Dist- Coochbehar, Pin- 736172 Applications are invited from the suitable candidates within 10 days for the following post for Principal (01) in B.Ed section. Qualification As per NCTE norms 2014, Salary - As per State Govt./UGC guideline. Interested candidates may send their application with C.V to e-mail- krceght88@gmail.com. Contact : 9851401724/ 7384532442. (B/S)

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **N.I.T. No No 25/DEV/PHD/APAS/GHP/2025-26, Dated : 09/10/2025 and Last date for Submission of Bids - 18.10.2025 upto 6.00 pm** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer, Phansidewa Development Block

NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting E-Tender vide E-NIT No. DH&FW/13 of 2025-26 in connection with the procurement of Lab Materials for TB programme. The last date of submission of Bid is 30/10/2025 upto 05.00 P.M. For further details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chief Medical officer of Health Darjeeling

রোহিঙ্গা পাকড়াও

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১০ অক্টোবর : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অনুসরণ করে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন মুর্শিদাবাদে বসে থাকা রোহিঙ্গা। ঘটনাটি লালবাগ মহাকুমার আশারিয়া দহ এলাকার। সূত্র মারফত খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তিন রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম আবদুল হাসিম, তাঁর স্ত্রী রোজিনা বেগম ও ছেলে বিলাল মিয়াঁ। ধৃতরা ভারত-বাংলাদেশ সীমানা টপকে প্রবেশ করেছিল। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। যদিও তাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ছক কষছিলেন। তার আগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে তাঁরা জানান, তাঁরা আদপে মায়ানমারের বাসিন্দা। ওই রোহিঙ্গারা প্রথমে বাংলাদেশ হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, 'পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কীভাবে তাঁরা মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন?' শুক্রবারের শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev. Block
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER

E-Tender are invited vide Memo no. 3274, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/36/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3275, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/37/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3276, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/38/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3277, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/39/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3278, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/40/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3279, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/41/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3280, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/42/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3287, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/43/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3288, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/44/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3289, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/45/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3290, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/46/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3291, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/47/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3292, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/48/25-26, Dated: 09/10/2025 & Memo no. 3293, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/49/25-26, Dated: 09/10/2025 Last date of bid submission is 03-11-2025 Intending tenderer may contact this office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Development Block

বিপন্নদের চিকিৎসা বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে

বন্যপ্রাণীর ক্ষতির সমীক্ষা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : তিস্তা, তোর্ষা সহ উত্তরের বিভিন্ন নদীতে জলস্তর নামতেই পলির নীচ থেকে মৃতদেহ বের হতে শুরু করেছে। গন্ডার, বাইসন, হরিণ সহ একাধিক প্রাণীর দেহ উদ্ধার হয়েছে ইতিমধ্যে। বন দপ্তরের নির্দেশে কর্তারা সমীক্ষায় নেমেছেন। একাধিক স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠনকে শামিল করা হয়েছে সেই কাজে।

বিশেষ করে তোর্ষা ও বালাসন পাড়ের এলাকা, জলদাপাড়া, বৈকুণ্ঠপুরের যে অংশে জঙ্গল রয়েছে- দল গঠন করে সেখানে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। বিপন্ন অবস্থায় উদ্ধার করা হচ্ছে বহু প্রাণীকে। চিকিৎসার পর তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। বন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার বক্তব্য, 'আমি বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছি। দপ্তরের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। খুব তাড়াতাড়ি আমরা সামগ্রিক রিপোর্ট পেয়ে যাব।'

এক রাতের প্রবল বৃষ্টিতে আচমকা নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। পাহাড়ে ধস নেমে প্রাণ হারান মানুষ। ঘরবাড়ি, সেতু সহ বহু নির্মাণের ক্ষয়ক্ষতি হয়। জঙ্গলের প্রাণীরাও

সমীক্ষা চালাচ্ছেন আধিকারিকরা। -সংবাদচিত্র

এই বিপর্যয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার পর বনমন্ত্রী বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে সমীক্ষার নির্দেশ দেন। সেইমতো সমীক্ষা শুরু হয়। ডুয়ার্সে এখনও পর্যন্ত তিনটি গন্ডার ও দুটি বাইসনের দেহ মিলেছে। একটি গন্ডারের দেহ উদ্ধার হয় বাংলাদেশে। পাওয়া গিয়েছে একটি বড় আকারের পাইথন এবং লেপার্ডের মৃতদেহ। তোর্ষায় পলির নীচে চাপা পড়ে ছিল পাইথনটি। এখনও পর্যন্ত বন দপ্তরের সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্য বলছে, ৩০টিরও বেশি হরিণের মৃত্যু হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। মাটির গর্তে বাসা বাঁধা প্রচুর ছোট প্রাণী মারা গিয়েছে। গাছ গোড়া থেকে উপড়ে পড়ায় পাখির বাসা নষ্ট হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে পাখির।

এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। মেচি নদীতে ভেসে আসা ২০ থেকে ২৫টি হাতির একটি দল নেপালের দিকে চলে গিয়েছিল। বাকি হাতি এদিকে ফিরে এলেও একটি শাবক নদীতে আটকে পড়ে। শেষে বনকর্মীরা গিয়ে সেটাকে উদ্ধার করেন। শুশ্রূষার পর জলদাপাড়ায় পাঠানো হয়। রামশাই ও বীরপাড়া সংলগ্ন জঙ্গল থেকে হাতির দুটো দল অন্যত্র চলে গেলেও, পরে তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। বুধবার লিস নদীর মাঝ থেকে একটি আহত হাতিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার পিঠের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। আপাতত বন দপ্তরের নজরদারিতে বন্যপ্রাণীটির চিকিৎসা চলছে। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করবে বন দপ্তর।

বচসার জেরে কুপিয়ে খুন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১০ অক্টোবর : চায়ের দোকানে শুক্রবার বচসার জেরে খুন হয়েছেন আবদুল খালেক (৫৫) নামে এক মাংস ব্যবসায়ী। বহরমপুর মহকুমার হরিহরপাড়ার পদ্মনাভপুর এলাকার ঘটনা। প্রতিদিনের মতোই এদিন আবদুল লালটু শেখ নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়েছিলেন। তখন দোকানদারের সঙ্গে কোনও কারণে কথা কাটাকাটি হয় আবদুলের। ক্রমে বচসা বাড়লে দোকানদার লালটু তাঁর বাড়ি থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসে আবদুলকে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। লাগাতার আঘাত করার পর লালটু পালিয়ে যান। তবে স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে অভিযুক্তের স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জেরে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল।স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন গিয়ে তাঁকে হরিহরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা আবদুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের তরফে বহরমপুর থানায় অভিযোগ করা হয়। মৃতের স্ত্রী আনজুলা বিবি বলেন, 'জানি না কী নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক হয়েছিল। তবে এরকম নৃশংসভাবে আমার স্বামীকে যে খুন করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি চাই।'

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। এনিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) মাজেদ ইকবাল জানান, অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

পরিচারক ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭৫-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রঙিয়া মণ্ডলে টিএক্সিকের পরিবর্তে ১৩ জন পরিচারক ভাড়া করা। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৯,৮৯,৫৭৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৫,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

টোকাঃ টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ সিএমএসজেএমপিপিএলআরসি ২০২৫, তারিখ ১০.১০.২০২৫। চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর, মুঙ্গের, বিহার টেন্ডার নং সিএমএসজেএমপিপিএলআরসি২০২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট প্রণালীতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির বন্ধের তারিখ ২১.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। কাজের নাম: চুক্তি শুরু হওয়ার তারিখ থেকে ২ বছরের জন্য পূর্ব রেলওয়ের জামালপুর ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতালের জন্য প্রতিদিন স্থানীয় ক্রয়ের জন্য ওষুধ, অস্ত্রোপচারের উপকরণ এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র সরবরাহ করা। দরদাতাকে ১০০ টাকা ছাড়ের হার অথবা দরদাতা কর্তৃক প্রতিটি গ্রুপের জন্য ছাড়ের হার শতাংশে উল্লেখ করতে হবে। অফারের বৈধতা : ৬০ দিন। আইআরইপিএস-এ বিডিং করতেহবে। (MED-07/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

Date - 10/10/2025

আমার মক্কেল শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, পিতা মৃত উমেশ চন্দ্র দেবনাথ, সাকিন ও পোঃ ভোলারডাবরী, থানা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার গত ইং ২৬/০৪/১৯৯৩ তারিখে ২৩৬২ নং দলিল মূলে ১৯৯৩ সনে ভোলারডাবরী মৌজার আলিপুরদুয়ার থানার অর্ন্তগত ৫৪ ডেঃ জমি ১২৩৪ নং এল.আর খতিয়ান হইতে ২৪৪৮ হাল দাগে জমি খরিদ করিয়াছেন। উক্ত জমির মালিক ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবী, স্বামী মৃত রামানন্দ দেবনাথ, সাকিন ও পোঃ ভোলারডাবরী, থানা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার যাহার পক্ষে আমোক্তার নামার বলবতে সহি করিয়াছেন শ্রী অধীর দেবনাথ, পিতা মৃত হরি কিশোর দেবনাথ, সাকিন ও পোঃ ভোলারডাবরী, থানা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার যাহার আমোক্তার দলিল নং- ১৪৭, তাং- 23-11-1968 হইতেছে। উক্ত বর্তমান মালিক শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ আলিপুরদুয়ার ১নং বি.এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছে। উক্ত আমোক্তার নামা অথবা কবলা দলিলের বিষয়ে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত আলিপুরদুয়ার ১নং বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

Sri Subrata Ghosh
Advocate
Alipurduar Court

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কল্যাণ আবাসন সংস্থা

(ভারত সরকারের গৃহায়ণ এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে জিওআই-এর অন্তর্ভুক্ত একটি স্বশাসিত সংস্থা)
দশম তলা, 'বি' উইং, জনপথ ভবন, জনপথ, নিউ দিল্লি-১১০০০১
ফোনঃ- ২৩৭১৭২৪৯/২৩৩৫৫৪০৮/২৩৩২২১৯২, ইমেল:- cgewho@nic.in, ওয়েবসাইট-www.cgewho.in

বিভিন্ন শহরে আবাসন প্রকল্পের জন্য চাহিদা সমীক্ষা

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কল্যাণ আবাসন সংস্থা (সিজিইডব্লিউএইচও) ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সমগ্র ভারতবর্ষজুড়ে সফলভাবে ৩৪টি আবাসন প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। সিজিইডব্লিউএইচও শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি, কেন্দ্রীয় পিএসইউ, রাজ্য সরকারি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, স্বশাষিত সংস্থা, কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির কর্মচারীদের সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সিজিইডব্লিউএইচও নিম্নলিখিত শহর এবং এলাকাগুলিতে আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে চাহিদা সমীক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার ফলে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াগুলির ভিত্তিতে সংস্থাটি উল্লেখিত শহরগুলিতে আবাসন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারে।
মূল বিবরণীঃ-

ক্রমিক নং	শহরের নাম	এলাকা	অবস্থান
১.	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ	১১.০৪ একর	মধ্যমগ্রাম টিই, মৌজা-উদয়রাজপুর, জে.এল. নং-৪৩, পোস্ট-বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
২.	রায়পুর, ছত্তিশগড়	২.২ একর	বিধানসভা রোড, জ্যাক অ্যান্ড জিল স্কুলের নিকট, খামারদিহ, রায়পুর, ছত্তিশগড়
৩.	পুদুচেরি	২.৬৭ একর	বিএসএনএল স্টাফ, কোয়ার্টার কম্পাউন্ড, জয়নগর, রেড্ডিয়া পালয়ন, পুদুচেরি
৪.	লখনউ, উত্তরপ্রদেশ	২.২৮ একর	বিকাশনগর, সেক্টর-II, ওয়ার্ড লোহিয়ানগর, লখনউ, উত্তরপ্রদেশ-২২৬০২২
৫.	লুধিয়ানা, পঞ্জাব	২.২৭ একর	বরেওয়াল রোড লুধিয়ানা, পঞ্জাব, ১৪১০১২

যোগ্যতাঃ-
এই সমীক্ষাটি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি, কেন্দ্রীয় পিএসইউ, রাজ্য সরকারি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, স্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির কর্মচারীদের জন্য উন্মুক্ত।
সংরক্ষণঃ-
মোট জুয়েলিং ইউনিট(ডিইউ)-এর ৫০ শতাংশ সিজিইডব্লিউএইচও নিয়ম অনুসারে চাহিদা সমীক্ষায় আবেদনকারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
কীভাবে আবেদন করবেনঃ-
বিশদ বিবরণ, নিয়মাবলি এবং আবেদনপত্র ডাউনলোড করার জন্য সিজিইডব্লিউএইচও-এর ওয়েবসাইট www.cgewho.in -এ পরিদর্শন করুন।
পূরণ করা আবেদনপত্রটি অবশ্যই ৩০.১১.২০২৫ তারিখ বা তার পূর্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পোস্ট অথবা ইমেলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
ডিওয়াই, ডিরেক্টর (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), সিজিইডব্লিউএইচও
'বি' উইং, দশম তলা, জনপথ ভবন, জনপথ, নিউ দিল্লি-১১০০০১
ইমেল:-marketingcgewho@gmail.com
যে কোনও জিজ্ঞাসার জন্য, আপনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনঃ-
শ্রী রশান কিশোর (মোবাইল) ৯৫৬০০২২২৩২, শ্রী নিতিশ গর্গ (মোবাইল) ৮৮২৬৪৬১১১৪
প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা, সিজিইডব্লিউএইচও কোনও কারণ না দর্শিয়ে স্কিম অথবা চাহিদা সমীক্ষাটি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা
সিজিইডব্লিউএইচও

CBC 20105/12/0012/2526

মালিগাঁওএ এসএন্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৮আরটি অফ ২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এন-২০২৫-২৬-০৮আরটি-ডিওয়াই, সিএসটিই-এনডব্লিউ। কাজের নামঃ মালিগাঁওস্থিত এনএফআরএসএ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এলইডি ভিডিও ওয়ালের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত এসএন্ডটি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৯,১৩,২৫২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৪,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ সিগন্যাল এন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৬-২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৬-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ নিউ বঙাইগাঁও প্রান্তের দিকে মির্জা শান্টিং নেক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১,৫৮,৯৭,৩৬২.৪৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৯,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শিয়ালদহ ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ট্রেনের পথ পরিবর্তন

পয়েন্ট নং ২২৫বি/২২৬এ পরিবর্তনের জন্য, শিয়ালদহ ডিভিশনের দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে ডাউন/সিসিআর লাইনে ১১.১০.২০২৫ তারিখের ২৩.০০ ঘঃ থেকে ১২.১০.২০২৫ তারিখের ৫.০০ ঘঃ পর্যন্ত ০৬ ঘণ্টার ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে পথ পরিবর্তন করে চলবে ঃ (১) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১০.২০২৫) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-নৈহাটী-দমদম জংশন হয়ে চলবে এবং বেলঘরিয়া স্টেশনে থামবে। (২) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ী-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১০.২০২৫) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-নৈহাটী-দমদম জংশন হয়ে চলবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে

আজ টিভিতে

কী হবে দুর্গার বিয়েতে? জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১২.১৫ চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৩.৩০ নাগপঞ্চমী, সন্ধে ৭.০০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.১৫ দুই পৃথিবী
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ককপিট, দুপুর ১.০০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.১৫ দাদা, সন্ধে ৭.১৫ হাঙ্গামা, রাত ১০.৩০ কি করে তোকে বলব
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.৩০ রিফিউজি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৪৫ জোজো র‍্যাবিট, বিকেল ৩.৩০ ক্যাপ্টেন মার্ভেল, ৫.৩০ হেলবয়, সন্ধে ৭.১৫ দ্য মেগ, রাত ৯.০০ ট্রন, ১১.০০ কন এয়ার

অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিনে তাঁর অভিনীত বিখ্যাত ছবিগুলি দেখুন জি বলিউড চ্যানেলে

বেলা ১১.০৬ অন্ধা কানুন, দুপুর ১.৩৮ মর্দ, বিকেল ৫.০০ কুলি, সন্ধে ৭.৫৫ ডন

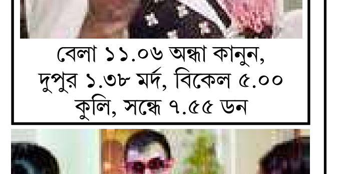

হাঙ্গামা সন্ধে ৭.১৫ জলসা মুভিজ

ইউরোপ'স হিডেন ওয়ান্ডার্স সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কথার জালে প্রচুর টাকা খোয়াতে হতে পারে। বৃষ : আপনার বুদ্ধির কৌশলে বাড়ির পরিবেশ শান্ত হবে। বহুদিনের পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। মিথুন : শারীরিক কারণে চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। কর্কট : খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। সিংহ : সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে চলেছেন। আর্থিক যোগ শুভ। কন্যা : পরিবারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। চোট লাগা কোনও পুরোনো ব্যথা ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। তুলা : প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা বাড়বে। শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : সাংসারিক কারণে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। যেচে কাউকে উপকার করে অসম্মানিত হতে পারেন। ধনু : আর্থিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। রাস্তায় তর্কবিতর্কে সমস্যা হতে পারে। মকর : সম্পত্তি কেনাবেচায় প্রচুর লাভ করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় শুভ ফল। কুম্ভ : সামান্য কারণে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল হতে পারে। মীন : শারীরিক কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। ধর্মকর্মে আগ্রহ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর ২০২৫, ২৪ আহিন, সংবৎ ৫ কার্ত্তিক বদি, ১৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৩। শনিবার, পঞ্চমী রাত্রি ১০।১। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৯।১৪। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৮।৩৩। কৈলবকরণ দিবা ১১।১১ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।১ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৯।১৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১০।১ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৩ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ২।১৯ মধ্যে ও ৩।৪৬ গতে ৫।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৬ মধ্যে ও ৪।৩ গতে ৫।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৩ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৬।২৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৬।৪৬ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্বে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।১৪ গতে পশ্চিমে শুভ, রাত্রি ১০।১ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, শেষ রাত্রি ৪।৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৯।১৪ গতে ১।৪০ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩১ মধ্যে ও ৭।১৬ গতে ৯।২৯ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ২।৪০ মধ্যে ও ৩।২৫ গতে ৫।১৩ মধ্যে ও রাত্রি ১২।৩৮ গতে ২।২১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।২১ গতে ৩।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

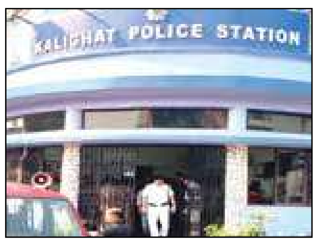

হাজরায় আটক

আগ্নেয়াস্ত্র সহ শুক্রবার হাজরা এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করে কালীঘাট থানার পুলিশ। তাঁর কাছে একটি এয়ারগান পাওয়া যায়। যদিও পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

যান নিয়ন্ত্রণ

মেরামতির কাজের জন্য শনিবার ভোর চারটে থেকে বেলা সাড়ে ৯টা ও রবিবার বেলা ২টো থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান চলাচল বন্ধ থাকবে।

পথে সুকান্ত

উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত এলাকার মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া এলাকায় ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'রাজ্যের অন্যত্রও এই অভিযান হবে।'

বিক্ষোভ

শুক্রবার রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা মাইথনের পরে ঝাড়খণ্ডের পাঞ্চেত বাঁধের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন।

মমতাকে চ্যালেঞ্জ বিরোধী দলনেতার

সিইও-কে হুমকির সমালোচনা সম্বিতেরও

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১০ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল বিজেপি। নির্বাচনি তালিকায় প্রস্তাবিত বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর মন্তব্যের সমালোচনা করে বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এই প্রক্রিয়া শুরু করলে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার হুমকি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির দাবি, মমতার মন্তব্য আসলে সাংবিধানিক সংস্থাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে দেয়।

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্বেগজনক ও বিস্ময়কর।' তিনি বলেছেন, এসআইআর শুরু হলে রাজ্যে দাঙ্গা হবে এবং ভয়ংকর পরিণতি দেখা দেবে। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু হলে তিনি নিজেই দাঙ্গা লাগাতে পারেন। সম্বিত আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, তিনি সংবিধানের উর্ধ্বে। যতবারেরই মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হন না কেন, তিনি কখনই বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানের চেয়ে বড় হতে পারেন না। এটা তাঁর ঔদ্ধত্য, যা তাঁকে আইন ও সংবিধানের ওপরে ভাবতে বাধ্য করছে।' বিজেপি মুখপাত্রের অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই হুমকির পিছনে উদ্দেশ্য একটাই, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার রক্ষা করা।'

তিনি বলেন, 'আমাদের আদিবাসী সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলা হয়েছে। তিনি বলেন, আপনারা দাঙ্গা শুরু করেছেন, আমরা তা গণতান্ত্রিক পথে প্রতিহত করব। আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস হারবে এবং বিজেপি জিতবে।' এদিন কলকাতাতেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তা সোমবার বিকাল ৫টার মধ্যে জানাতে হবে। তিনি প্রকাশ না করলে আমরা রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্ত আইপিএস, আইএএসদের নাম প্রকাশ করব। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে কারা কী করছেন, তা সব জানাব।'

এদিন কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তা প্রকাশ না হলে দীপাবলির পর আমরা এই অফিসে ধর্না দেব। কেন কমিশনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সব আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি? দু'জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু এফআইআর করা হয়নি। এই নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছি।'

নির্বাচন কমিশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি শুভেন্দু অধিকারী। - রাজীব মণ্ডল

একদিন আগেই মমতা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। অভিযোগ করেন, কমিশনের কর্মকর্তারা রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের 'ভয় দেখাচ্ছেন' এবং 'রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কাজ করছেন' নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে। মমতা বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপি হলে তা হবে 'গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা' এবং বিজেপি এই ইস্যুতে 'আগুন নিয়ে খেলা' করছে।

সুজিত বসুর বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রহরা। ভিতরে ইডি'র তল্লাশি। শুক্রবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

দমকলমন্ত্রীর বাড়ি, ধাবায় ইডি'র হানা

পুর নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় তদন্ত

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর অফিস, তাঁর ছেলের ধাবা, তাঁর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক নিতাই দত্তর বাড়ি ও গুদাম সহ একাধিক জায়গায় হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুক্রবার সকাল থেকেই তৎপর হয়েছে ইডি। সল্টলেকের সেক্টর-১-এ বিবি ব্লকে সুজিতের অফিস ও রেস্তোরাঁয় তল্লাশি চালানো হয়। তাঁর ছেলের একটি ধাবাতেও যান তদন্তকারী আধিকারিকরা। এছাড়াও দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্ত, একটি বেসরকারি স্কুলের কর্ণধার নাগেরবাজারের বাসিন্দা দীপক কুমার দে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সঞ্জয়কুমার পোদ্দার সহ একাধিক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সুজিত বসু বলেন, 'ভোট এলেই ওরা আসে। এটা মনে হয় টার্গেট করছে এই বিশ্বাস করে যে, এখানে ওদের লোকজন নেই। রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে।'

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত চলাকালীন পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির যোগসূত্র খুঁজে পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জানা গিয়েছে, ১৮০০টির বেশি পুরসভায় বেআইনিভাবে নিয়োগের খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এর মধ্যে দক্ষিণ দমদম পুরসভারও নাম রয়েছে। সম্প্রতি এই মামলাতেই আদালতে ফের চার্জশিট দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন তাঁরা। তার আগেই অভিযান চালাল ইডি।

২০২১ সালে সুজিত বসু দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন তাঁর আপ্তসহায়ক ছিলেন নিতাই দত্ত। সেই সময় ওই পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন পাঁচু রায়। সেই যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে কামারহাটি পুরসভায় তাঁর স্ত্রী ও ভাইকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন নিতাই। আগেও তাঁর বাড়িতে তল্লাশিতে নিতাইয়ের বাড়ি থেকে পুর নিয়োগ সংক্রান্ত নথি উদ্ধার হয়েছিল।

এদিন লেকটাউনের শ্রীভূমিতে লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্টের একতলায় নিতাইয়ের বাড়িতে পৌঁছোয় তদন্তকারী দল। নিতাই মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে একসময় কলেজ স্ট্রিটে খাতা-বইও বিক্রি করতেন। তারপর ধীরে ধীরে সুজিত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক থাকাকালীন প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে তাঁর। শুধু মন্ত্রী নন, ইডির স্ক্যানারে রয়েছেন তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুও। গোলাঘাটায় সমুদ্রর ধাবাতেও হানা দিয়ে নানা নথি খতিয়ে দেখা হয়। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সঞ্জয়কুমার পোদ্দার সুজিতের অডিটর ছিলেন। তাঁর বাড়িতেও যায় ইডি। লোকসভা ভোটের আগেও সুজিতের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সুজিত বলেন, 'দুর্নীতির কথা ওরা অনেকবার বলেছে। কিন্তু কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। আমার সার্টিফিকেট দেবে এখানকার মানুষ। যদি কাজের জন্য কেউ সুজিতকে এক টাকা দিয়ে থাকেন তাহলে সুজিত আজই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র দেবে।'

তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অনেক যোগ্য অফিসার আছেন। কিন্তু বিজেপি সরকার যেভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করছে, তাতে ওই সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা আর নেই। ভোট এলেই বিরোধী দলের নেতাদের হেনস্তা করার জন্য এই এজেন্সিকে ব্যবহার করা হয়।' সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'যে তদন্ত দ্রুত করা উচিত, তা ধীরে করছে ইডি, সিবিআই।'

পুর নিয়োগ দুর্নীতি ছাড়াও ব্যাংক প্রতারণা মামলায় ঠনঠনিয়া, শরৎ বোস রোড, বেলেঘাটা, নিউ আলিপুর সহ একাধিক জায়গাতেও এদিন তল্লাশি চালিয়েছে ইডি।

দীপাবলির আগে ডিএ মামলার রায় ঘোষণার সম্ভাবনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : দীপাবলির আগেই বহু প্রতীক্ষিত ডিএ মামলার রায় ঘোষণা করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লিতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী মহলের এই আভাস পেয়ে রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে নবান্ন। ২০ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দীপাবলির ছুটির কারণে সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ থাকছে। দীপাবলির ছুটি পড়ার আগে দীর্ঘদিনের এই মামলার শুনানি শেষ করে রায়দান স্থগিত রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। দীর্ঘ শুনানির পর মামলায় রাজ্য সরকার ও কর্মচারী সংগঠনগুলির লিখিত বক্তব্যও ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চ তা খতিয়ে দেখার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে বলে শুক্রবার আদালত সূত্রের খবর। এবার রায়দানের পালা।

এদিন নবান্ন সূত্রের খবর, ডিএ মামলার রায়দান না হলে এরাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য কার্যকর করা সম্ভব হবে না। সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ ২০২৬-

সতর্ক নবান্ন

এর ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনিতেই ডিএ মামলার রায় এখনও না হওয়ায় বঞ্চিত রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা। আবার এই বঞ্চনা থেকে মুক্তি না হলে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশও রাজ্যে কার্যকর করা কিছুতেই সম্ভব হবে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্যের কর্মচারী সংগঠনগুলি।

সুপ্রিম কোর্ট দীপাবলির ছুটির আগেই ডিএ মামলার রায় ঘোষণা করতে পারে। একান্ত সম্ভব না হলে দীপাবলির ছুটির পরই রায় ঘোষণা হতে পারে বলে নবান্ন প্রশাসনের একাংশ মনে করছে। অক্টোবরে না হলেও চলতি বছরের মধ্যেই ডিএ মামলার মীমাংসা হবেই হবে।

কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের ধারণা, দীপাবলির আগে ডিএ মামলার চূড়ান্ত রায়দানের সম্ভাবনা প্রায় নেই। হলে তো ভালোই। তবে চলতি ২০২৫-এর মধ্যে রায়দান হলেই সন্তুষ্ট থাকব আমরা।

কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেছেন, রায় নিয়ে আশাবাদী আমরা। জিতবও। তবে ডিএ-রায় না হলে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশও কার্যকর হওয়া সম্ভব নয় রাজ্যে। আবার আর এক বঞ্চনার অপেক্ষায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

শুক্রবার লাগাতার বৃষ্টিতে কলকাতায় বিঘ্নিত জনজীবন। - রাজীব মণ্ডল

জোড়া ঘূর্ণাবর্তে ফের দুর্ভোগ দক্ষিণে

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার দুপুরে ভাসল কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। এদিন সকাল থেকে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া থাকলেও দুপুরে আচমকাই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা, সল্টলেক সহ একাধিক জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে দুর্ভোগে পড়ে আমজনতা। শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণবঙ্গের বহু জায়গাতেই এদিন অঝোর বর্ষণ হয়। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া জোড়া ঘূর্ণাবর্তের কারণে বর্ষা বিদায় নিতে আরও সময় লাগবে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন আগামী কিছুদিন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আচমকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। আগামী ৩-৪ দিন পরিস্থিতি বদলের সম্ভাবনা নেই। তারপর ধীরে ধীরে বর্ষা বিদায় নেবে। রাতের দিকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। দুপুরের বৃষ্টিতে তাতে কলকাতার একাধিক জায়গা, সায়েন্স সিটি, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, সল্টলেক জলমগ্ন হয়েছে। বিপাকে পড়তে হয়েছে পথচারী থেকে নিত্যযাত্রীদের। রবিবারের পর থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। ফলে পরের সপ্তাহ থেকে শুষ্ক আবহাওয়ার দিকে এগোবে রাজ্য।

কমিশনে নালিশ মুখ্যমন্ত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক জেলা ও ব্লক প্রশাসনকে একাধিক নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার আগে সাধারণ প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত করে এই ধরনের নির্দেশিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলেই মনে করছে নবান্ন। তাই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের বাইরে গিয়েও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক একাধিক পদক্ষেপ করছেন। এটা করা যায় না। শুক্রবার নবান্ন থেকে জেলা শাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মমতা। অতিবৃষ্টি ও উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় নিয়ে রিপোর্ট নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের ভোটারদের নাম যাতে বিনা কারণে বাদ না যায় তাও সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি নদিয়ার ধুবুলিয়ার দুই বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে তা নিয়েও সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই শুক্রবার সকাল থেকে দফায় দফায় বৈঠক হয় নবান্নে। বিএলওদের কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত কারণ খতিয়ে দেখতে হবে। অকারণে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কারোর নাম বাদ দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করা হবে। তাছাড়া মূলত শিক্ষকদের বিএলও পদে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ করতে গিয়ে স্কুলে পঠনপাঠনে যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করা এবং পরীক্ষা নেওয়া বাধ্যতামূলক। নির্বাচন কমিশনের কাজ করতে গিয়ে স্কুলে পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটলে প্রধান শিক্ষকদের তার দায়ভার নিতে হবে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কমিশনের ওপর পালটা চাপ সৃষ্টি করতেই প্রশাসনিক পদ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এই কৌশল নিয়েছেন।

ধূমপানে এগোচ্ছে মেনোপজের বয়স

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : বর্তমানে তরুণ-তরুণীদের কাছে ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য সেবন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে অল্প বয়সেই মেনোপজ হচ্ছে তরুণীদের। কনসালটেন্ট ইউরো গাইনোকলজিস্ট মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্বাভাবিক নিয়মে ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সে মহিলাদের মেনোপজ হয়। কিন্তু বর্তমানে ২৭-২৮ বছর বয়সেই ডিম্বাণু উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে। গর্ভধারণের বিষয় তো দুরঅস্ত। উদ্বেগজনকভাবে অতি অল্প বয়সে মেনোপজ হয়ে যাচ্ছে।'

সম্প্রতি কলকাতার ইন্সটিটিউট অফ হেলথ সিস্টেম একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শহুরে তরুণী ও মহিলাদের মধ্যে তামাকজাতীয় দ্রব্য সেবনের পরিমাণ বাড়ছে। ১৫ থেকে ২৪ বছরের তরুণীদের ১২ শতাংশই ধূমপান বা ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেন। ফলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা কমে। স্ত্রী রোগ ও ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ সুদীপ বসু বলেন, 'পুরুষদের শুক্রাণুর গুণগত মান কমে যাচ্ছে। অ্যাবনরমাল শুক্রাণু উৎপাদিত হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেও ডিম্বাণুর একই অবস্থা ঘটে। ফলে মিসক্যারেজের সংখ্যা বাড়ছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর হারও বাড়ছে।'

সম্প্রতি ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্থ সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই রাজ্যে প্রতি দুজন পুরুষের মধ্যে একজন এবং প্রতি ১০ জন মহিলাদের মধ্যে ১ জন ধূমপায়ী। কলকাতায় এই পরিসংখ্যান আরও উদ্বেগজনক। শহরের ৮২ শতাংশ পুরুষ ও ২৩.৫ শতাংশ মহিলা ধূমপান করেন। যা দেশের সমস্ত শহরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

রাজ্যে মোট মহিলা ধূমপায়ী ও তামাক সেবনকারীর হার ১০.৮ শতাংশ। স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে চালানো সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, রাজ্যের শহুরে এলাকায় ছাত্রীদের মধ্যে তামাক সেবনকারীর হার ৯.৬৮ শতাংশ। কলকাতায় স্কুল ছাত্রীদের মধ্যে সমীক্ষা চালানো আরও একটি সংস্থার দাবি, ১৫-১৮ বছর বয়সিদের ৩৩ শতাংশ ধূমপান করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি হঠাৎ করে ছাড়লে হৃদযন্ত্র, ব্লাড প্রেসার সহ বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। তাই মহিলা, পুরুষ উভয়কেই সতর্ক করছেন তাঁরা।

এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে তৃণমূল

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : এসআইআরের নাম করে ঘুরিয়ে এনআরসি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই ইস্যুতেই রাস্তায় নামতে চলেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, চলতি সপ্তাহ থেকেই এই নিয়ে দলের ব্লকস্তরের নেতাদের এলাকায় প্রচার চালাতে বলা হয়েছে। এনআরসির নাম করে এই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের নাম যে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, তা ওই প্রচারে আনা হবে। একই সঙ্গে মতুয়াদের নামও যে বাদ যেতে পারে, সেই আশঙ্কার কথাও তুলে ধরবে তৃণমূল।

মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, 'পরিকল্পিতভাবে আমাদের ওপরে নির্যাতন করার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। মতুয়ারা বাংলাদেশ থেকে অনেক আগেই এদেশে এসেছেন। তাঁরা এই রাজ্যে ভোট দিয়েছেন। তাঁদের ভোটে মতুয়া সম্প্রদায়ের দু'জন বিজেপি সাংসদ হয়েছেন। তাহলে মতুয়ারা অবৈধ হলে ওই সাংসদরাও অবৈধ। তাই আমরা এই নিয়ে আন্দোলন শুরু করব।'

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিজেপি যে এসআইআরের নাম করে ঘুরিয়ে এনআরসি করার চক্রান্ত করছে, তা ফাঁস করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা কোনওভাবেই বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। আমাদের আন্দোলন চলছে।'

শিক্ষকদের দাবি

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা শুক্রবার দ্বারস্থ হলেন মুখ্যমন্ত্রীর। দাবি, ২০২১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৬,৫০০ প্রাথমিক শিক্ষকদের যাঁদের পোস্টিং দেওয়া হয়েছে বাড়ি থেকে দূরে, তাঁদের বাড়ির কাছের স্কুলে বদলির ব্যবস্থা করা।

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
Approved under section 2(f) of the UGC Act, 1956
NAAC ACCREDITED
ADMISSION OPEN - 2025
HURRY! Seats are limited!
RCI(Rehabilitation Council of India) Approved
Heal minds, shape futures - become a Clinical Psychology professional.
• B.Sc. Clinical Psychology (Hons.)
• Professional Diploma in Clinical Psychology
TNC (Tripura Nursing Council) Approved
Serve, heal, and inspire - start your Nursing career
• B.Sc. Nursing (Hons.)
APPLY ONLINE - iutripura.in
6909879797, Toll Free No. 18003453673, iutripura
University Campus : Kamalghat, Agartala - 799210
Tripura (West) Ph: 7005754371, 9612640619, 8415952506, 9366831035, 8798218069, 9378044032
City Office : Colonel Chowmuhani, Agartala, Tripura (W) Ph: +91381-2329198, 7005302245

ইণ্ডিয়ন ওভরসীজ বৈংক Indian Overseas Bank
Good people to grow with

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের প্রতি ই-অকশন নোটিশ

ব্যাংকের দ্বারা বন্ধকরত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকসন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪)-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তিটির বিক্রয়

যেখানে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(২) অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তিটির গঠনমূলক দখলের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত লোন অ্যাকাউন্ট 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নে বিশদে বর্ণিত ব্যাংক-এর বকেয়া, মোট সুদ এবং অর্থমূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা বকেয়া অর্থমূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হন তবে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর উল্লেখিত অ্যাক্টের অন্তর্গত সেকশন ১৩(৪) এর ক্ষমতাবলে ব্যাংকের বকেয়াটি পূরণ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে। বিক্রয় প্রক্রিয়াটি ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম -https://ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration- এ নিম্নে স্বাক্ষরকারীর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে।

বালুরঘাট শাখা, ৩৪১/৩০৬, এন.সি.রোড, বালুরঘাট কো-এড কলেজের বিপরীতে, পোষ্ট + থানা : বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, ৭৩৩১০১, ফোন-০৩৫২২-২৫৮২২০, ইমেল-iob3245@iob.in
(১)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা
মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ হার্ডওয়ার, মালিক :- শ্রী দীপঙ্কর হোড় দুলাল হোড়ের পুত্র সৃজনী সংঘ, ঢাকা কলোনি, শালবাগান, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১০১ (ঋণগ্রহীতা)।
শ্রী দুলাল হোড়, অভয় হোড়ের পুত্র, সাহেব কাছারি-৪, পোষ্ট এবং থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩১০১ (জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা)
এনপিএ-এর তারিখ : ০৩.০১.২০২৪
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ : ১৭.০১.২০২৪
ডিমান্ড নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা:-২০,৮৭,০১০.৭৭
১৭.০১.২০২৪ তারিখের থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ : ২১.১১.২০২৪
দখল নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া :- টা:- ২৩,০১,৬৫২.৭৭
০৮.১১.২০২৪ তারিখের থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া :- ২৫, ৪৮, ৪০৫.১৯ ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
* বকেয়া অর্থমূল্যের পরিমাণ স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
আবাসযোগ্য জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ৩.৩০৫ ডেসিমেল যাতে একটি একতলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে, তার বহনকারী ইটের দেওয়াল, আংশিক স্থায়ী আবাসিক সম্পত্তিটি জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা এবং পোষ্ট- বালুরঘাট, ঢাকা কলোনি, সৃজনী সংঘের নিকট, জে.এল নং- ১১০, মৌজা- খাদিমপুর, পূর্বের এল আর ৩৭৪, বর্তমান এল.আর ৫৯০৯, সমীক্ষা নং ৯৩/১০৭৫ (পুরাতন), এল আর-৩১৯, বালুরঘাট পুরনিগম ওয়ার্ড নং- ২১, (হোল্ডিং নং- ১৫১/২ (০৯-১০)/ এন শ্রী দুলাল হোড়ের স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত।
উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা :- উত্তর :-সুমিলন মজুমদার, দক্ষিণ :- বিক্রেতা (গৌরাঙ্গ দে), পূর্ব :- ৬ ফিট চওড়া মাটির তৈরি রাস্তা, পশ্চিম :- সুব্রত চক্রবর্তী
* ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য :- টা:- ১২,৯৭,০০০.০০
অগ্রিম অর্থমূল্য :- টা:- ১, ৩০,০০০.০০

ডালখোলা শাখা, এনএইচ-৩৪, ওয়ার্ড নং- ৬, হাইস্কুল মোড়, ডালখোলা, জেলাঃ- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০১, ফোন -৬৯২৫৯৫৩৪২৯, ইমেল- iob3429@iob.in
(২)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা :-
মোঃ তৌসিফ আলম, মোঃ ইয়াকুব আলির পুত্র, ওয়ার্ড নং-৭, উত্তর ডালখোলা, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর, প:ব:- ৭৩৩২০১ (ঋণগ্রহীতা)
মোঃ ইয়াকুব আলি, জনাব আলিমুদ্দিন আলির পুত্র, ওয়ার্ড নং- ৭, উত্তর ডালখোলা, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০১ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)
এনপিএ এর তারিখ :- ২৮.০৫.২০২৩
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ :- ০৬.০৭.২০২৩
ডিমান্ড নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া :- টা:- ২৩,৯৬,০৯০.৯৪ ৩০.০৬.২০২৩ তারিখের থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ :- ১৩.০২.২০২৪
দখল নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া :- টা:-২৫,৪১,৪২৩.৩১ ১৩.০২.২০২৪ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া :- টা:-৩১,২২,৪৪৫.৩১ ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
খালি জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ৮.৪০ ডেসিমেল যেটি আংশিক বাঁশের স্টিকের সঙ্গে কংক্রিটের পোল এবং আংশিক প্রতিবেশীদের প্রাচীরের দ্বারা সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে। উত্তর ডালখোলা, ওয়ার্ড নং ০৭, ডালখোলা পুরনিগমের অন্তর্গত, জে.এল নং -২০, প্লট নং - ৫৮১ (আরএস/এলআর) খতিয়ান নং ৪০ (আরএস) অথবা ২৪৮ (এলআর), বি.এল এবং এল.আর.ও করণদিঘি, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, প:ব:, পিন-৭৩৩২০১ মোঃ ইয়াকুব আলি প্রয়াত আলিমুদ্দিনের পুত্র (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)-এর স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত।
উল্লেখিত জমিটির সীমানা ঃ-
উত্তর ঃ- মোঃ নাসিরের জমি, দক্ষিণ ঃ- তাহের আলি, তৈব আলির জমি
পূর্ব ঃ- ৮' চওড়া রাস্তা, পশ্চিম — গোপীনাথ মণ্ডলের জমি
* ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ- টাঃ- ২৯,০০,০০০.০০
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ- টাঃ- ২,৯০,০০০.০০

রায়গঞ্জ শাখা, শান্তি মার্কেট, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ
জেলা ঃ- উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪, ফোন- ০৯৭৯০৮৫২২৩০, ইমেল- iob2230@iob.in
(৩)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ-
মেসার্স মা মনসা মার্বেল (মালিক- শ্রী উৎপল চন্দ্র সরকার)১৭০/৩৭৫ তুলশিতলা, রায়গঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১৩৪ (ঋণগ্রহীতা)
শ্রী উৎপল চন্দ্র সরকার, শ্রী চন্দ্র কিশোর সরকারের পুত্র, গ্রাম-মৌজা বাসুদেবপুর, পোস্ট- সুভাষগঞ্জ, থানা- রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪, (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)
এনপিএ এর তারিখ ঃ ৩০.০৬.২০১৮
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ০৫.০৭.২০১৮
ডিমান্ড নোটিশের দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া ঃ- টাঃ ৮,৪৪,৩৪০.৪৬ ০৫.০৭.২০১৮ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ৩০.১০.২০১৮
দখল নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া ঃ টা:- ৮,৮৩,৩১৩.৪৬
৩০.১০.২০১৮ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া ঃ- টা:- ২২,৪৭,৪৪৬.২১ ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
* বকেয়া অর্থমূল্যের পরিমাণ স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা ঃ-
জমি এবং ভবন সহ সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ০.০৫ একর, গ্রাম এবং মৌজা ঃ - বাসুদেবপুর, পোষ্ট ঃ সুভাষগঞ্জ, থানা- রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১৩৪, জে.এল নং- ১১৫, খতিয়ান নং -৬০০ (এলআর), প্লট নং-৮/৫৪৬ (আরএস/এলআর), বিএল এবং এলআরও কার্যালয় রায়গঞ্জ, উৎপল চন্দ্র সরকারের স্বত্বাধিকরণে সম্পত্তিটি অবস্থিত।
সীমানা ঃ- (উপলব্ধ নথি অনুসারে)
উত্তরঃ- ৬ ফিট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণঃ- উৎপল চন্দ্র সরকার, পূর্বঃ- ৬ ফিট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমঃ- চন্দ্র কিশোর রায়
* ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পায়।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য :- টা:- ১২,০০,০০০.০০
অগ্রিম অর্থমূল্য :- টা:- ১,২০,০০০.০০

ই-অকশনের তারিখ এবং সময় ঃ- ৩০.১০.২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতিটি বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর নিজের থেকে ১০ মিনিট সময় বৃদ্ধি।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় ঃ- ২৯.১০.২০২৫
তারিখ পর্যন্ত সকল কার্যদিবসে সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত।
দরের সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ ঃ- ১০.১০.২০২৫ থেকে
দরের সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ- ২৯.১০.২০২৫
দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঃ- টাঃ- ১০,০০০/-
দায়বদ্ধতার পরিমাণ যদি জানা থাকে ঃ- ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
* বকেয়া অর্থমূল্যের পরিমাণ স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই। (দরদাতাদের সমস্ত বিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যদি কোনও দায়বদ্ধতা থাকে তবে তা ক্রেতাকেই বহন করতে হবে এই বিষয়ে ব্যাংকের কোনও দায়িত্ব থাকবে না।)
বিক্রয় সম্পর্কিত নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিষেবা প্রদানকারী লিংক :- https://banknet.in/eauction-psb/bidder-registration.
(PSB Alliance 'BANKNET) এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের কানকি শাখার সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট www.iob.in-এ পরিদর্শন করুন।
[https://www.iob.in/Tender Details.aspx? Tendertype=E_Auction].
অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক
Date : ০৯.১০.২০২৫

হাতিনালায় এই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে হাতির দল। বন্যা পরিস্থিতিতে সেই স্থান যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

পাড়ভাঙনে হাতিদের 'রুট' বদলের শঙ্কা

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ১০ অক্টোবর : প্লাবনে জনবসতির বিপুল ক্ষতি হয়েছে। ততটাই প্রভাব পড়েছে বন্যপ্রাণীদের উপরেও। উত্তরের বন্যপ্রাণী যেমন প্রাণ হারিয়েছে তেমনই তাদের স্বাভাবিক গতিবিধি ধীরে ধীরে বদল হচ্ছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির জলের স্রোতে বানারহাটের বুক চিরে যাওয়া হাতিনালার পাড় ভেঙেছে। আরও পলিমাটি জমে সেই পাড় আরও উঁচু হয়ে উঠেছে। মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে পাইপলাইন। যা হাতিদের চলাচলে বাধা হতে পারে। হাতিরা দীর্ঘদিন এই পথ ধরেই যাতায়াত করেছে। কিন্তু, হাতিনালার বদলে যাওয়া রূপের জন্য হাতিদের গতিবিধি-রুট বদলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন বন দপ্তর। স্থানীয়রাও।

বানারহাট ব্লকের কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি কলেজের পাশ দিয়ে হাতিদের রেতি-মোরাঘাট ফরেস্টে যাতায়াতের করিডর রয়েছে। সেই করিডরে হাতিনালার পাড়ে ব্যাপক ভাঙন হয়েছে। এই রুট ধরে সকাল থেকে রাত, সারাদিন ছোট বড় দলে হাতিরা যাতায়াত করত। সঙ্গে থাকত শাবকও। পুরোনো এই পথ ধরে হাতির দল এসে হাতিনালা পার হতে না পারলে, তারা রুট বদল করতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে পাশে থাকা বিন্নাগুড়ি, মোরাঘাট চা বাগানের লোকালয়ে ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকছে। উদ্বেগের আরও কারণ রয়েছে। গত রবিবারের বন্যা পরিস্থিতিতে হাতির দলকে অন্য রুট ধরে যেতেও দেখা গিয়েছে। এই অবস্থায় রুট বদলেই বন দপ্তরের পাশাপাশি বিন্নাগুড়ি এলাকায় হাতিনালার পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা ঘোর চিন্তায়।

এই ব্যাপারে গয়েরকাটার বন্যপ্রাণী ও পরিবেশপ্রেমী সংস্থার পক্ষে কৌশিক বাড়ুইয়ের মন্তব্য, বানারহাট হিন্দি কলেজের পাশ দিয়ে হাতির যাতায়াতের করিডর দীর্ঘদিনের। দিনের আলো ফুটে গেলে মাঝেমাঝেই হাতির দল ওই এলাকায় বিশ্রাম নেয়। হাতির দল এই রুটে বাধা পেলে লোকালয়ে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অতিবৃষ্টিতে ভাঙনে হাতিদের যাতায়াতে যাতে সমস্যা না হয়, বন দপ্তরকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।

মোরাঘাট চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মোহন চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'হাতিনালার ভাঙনে হাতির দল তাদের যাতায়াতের রাস্তা পরিবর্তন করে এখন মোরাঘাট চা বাগান দিয়ে যাতায়াত করছে। এতে আমরা চিন্তিত। আমরা চাই, বন দপ্তর বিষয়টি দেখুক।' বিন্নাগুড়ি চা বাগানের বাসিন্দা তথা শিক্ষক পুকার লামা জানান, আমাদের বাগান দিয়ে হাতির দল হাতিনালা পেরিয়ে জঙ্গলে যাতায়াত করে। হাতিনালার পাড়ভাঙনে সেই পরিস্থিতি নেই। হাতির দল বাধা পেয়ে চা বাগানে বা শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে পড়ার ভয়ে রয়েছি। মোরাঘাট চা বাগানের বাসিন্দা শম্ভু ছেত্রীর কথায়, হাতিনালার পাড়ভাঙনে পুরোনো করিডর আর হাতি চলাচলে সহায়ক নয়। তাই তারা বাধ্য হয়ে শাবক নিয়ে যত্রতত্র দিয়ে যাতায়াত করছে। বন দপ্তর আগের করিডরকে যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত করুক।

এই পরিস্থিতি নিয়ে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রী দেবনাথ বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে জানান, প্লাবনে যেভাবে হাতিনালার পাড় ভেঙেছে, তাতে বানারহাট কলেজ সংলগ্ন রেতি-মোরাঘাট জঙ্গলে হাতির যাতায়াত নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। শাবক নিয়ে ভাঙাচোরা হাতিনালা পার হতে না পেরে হাতির পাল সংলগ্ন বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ার আশঙ্কা নিয়ে আমরা চিন্তিত। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।

দুশ্চিন্তা

- বানারহাট কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি কলেজের পাশে এই হাতির করিডর
- ভাঙন ও মাটি জমে পাড় উঁচু হয়েছে
- হাতি চলাচলে যা হতে পারে সমস্যার
- শাবক সহ পার্শ্ববর্তী চা বাগান, লোকালয় ধরেই যাতায়াত করতে পারে হাতি

কালভার্ট ভেঙে বিপত্তি

গয়েরকাটা, ১০ অক্টোবর : সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টির জেরে যোগাযোগের একমাত্র কালভার্টটি ভেঙে গিয়েছে। ফলে পাশাপাশি তিনটি গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। একপ্রকার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বাঁশ পেতে তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করছেন গ্রামবাসীরা। এমনই অবস্থা হয়েছিল বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ডাঙ্গাপাড়া এলাকার একটি কালভার্টের। প্রশাসন দ্রুত কোনও পদক্ষেপ না করলে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রবিবারের বৃষ্টিতে কালভার্টটি ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু সেই দুর্যোগের পর পাঁচদিন কেটে গেলেও প্রশাসনের কর্তারা এলাকা পরিদর্শন করতে আসেননি। ওই কালভার্টটি ভেঙে যাওয়ার কারণে তাঁদের অনেকটা পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

যদিও এলাকাবাসীর অভিযোগ অস্বীকার করেছে সাঁকোয়াঝোরা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। উপপ্রধান গোপাল চক্রবর্তী জানান, ইতিমধ্যে জেলা পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পাশাপাশি ওই ভাঙা কালভার্টটি পরিদর্শন করে গিয়েছে। শীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় বাসিন্দা ফণী রায় বলেন, 'আগে আমরা সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করতাম। বছর দুয়েক আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এই কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছিল। রবিবারের বৃষ্টিতে বুড়া কালুয়াঝোরার জলের স্রোতে কালভার্টটির দু'ধারের গার্ডওয়াল ধসে যায় এবং কালভার্টটি ভেঙে যায়। উপায় না থাকায় আপাতত বাঁশ ফেলে তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করছি।' গ্রামবাসীরা চাইছেন, দ্রুত কালভার্টটি পুনর্নির্মাণ করা হোক।

ক্ষতিগ্রস্ত জলস্বপ্ন

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : সাম্প্রতিক দুর্যোগে জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি ব্লকে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা টন্ডু, খেরকাটা, ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি এবং ক্রান্তি এলাকায় প্রকল্পের ১১টি জায়গায় পাইপলাইনের ক্ষতি হয়েছে। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কার্যনিবাহী ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ চৌধুরী জানান, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত জলের পাইপলাইন মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে।

জ্বর ও রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে

আরেক নিখোঁজের দেহ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১০ অক্টোবর : জলস্রোতে ভেসে যাওয়া আরেক নিখোঁজের দেহ উদ্ধার হল। শুক্রবার বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু ডিভিশন থেকে ওই মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম অমিসা খাতুন (৬০)। বাড়ি লুকসান মোড়ে। এদিন গাঠিয়া নদী লাগোয়া ঝোপের মধ্যে স্থানীয়রা দেহটিকে দেখতে পান। মৃতার কন্যা হাসিনা খাতুন পরে দেহ শনাক্ত করেন। তিনি বলেন, 'সেদিন মায়ের সঙ্গে আমার দিদি বাড়িতে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে কুজি ডায়নার জল বাড়িতে ঢুকে মাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এক সন্তান সহ দিদি কোনওরকমে প্রাণে রক্ষা পায়।'

গত ৪ অক্টোবর ভোরে কুজি ডায়না নদীতে অমিসা ভেসে গিয়েছিলেন। ওই নদী গাঠিয়া নদীর সঙ্গে মিশেছে। গাঠিয়া আবার টন্ডু হয়ে বামনডাঙ্গায় জলঢাকার সঙ্গে মিলেছে। নাগরাকাটার বন্যা পরিস্থিতির পর এনিয়ে ১১টি দেহ উদ্ধার হল। এর মধ্যে ১০ জন বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজের বাসিন্দা। জলঢাকার জলোচ্ছ্বাসে মডেল ভিলেজের এই বিপর্যয়। সেখানে জলঢাকার বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। ওই গ্রাম থেকে এখনও এক শিশু নিখোঁজ রয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার দুর্গতদের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজ এদিনও অব্যাহত ছিল। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নাগরাকাটা ও মেটেলি ব্লকের সদস্যরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বামনডাঙ্গা চা বাগানে গিয়ে সেখানকার শিশুদের হাতে নানা ধরনের সামগ্রী তুলে দেন। এদিন সেখানে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ, জেলার অন্যতম নেতা স্বপন বসাক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সেখানকার প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে খাতা, কলম, রং পেন্সিল, চকোলেট ও খেলনা তুলে দেন। আদিবাসী নেতা তেজকুমার টোপ্পোর নেতৃত্বে চা শ্রমিক সংগঠন প্রগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বাগানের দুর্গতদের খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেয়। এদিন সেখানে সরকারি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজ অব্যাহত ছিল। তেজকুমার বলেন, 'এখানে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে নানা ধরনের সমস্যা দেখতে পেয়েছি। মালপত্র নিয়ে নদী পার হতে পর্যাপ্ত ট্র্যাক্টর ছিল না। সরকারি তৎপরতায় সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়েছে।'

আমগুড়ি এলাকা পরিদর্শনে জেলা শাসক শামা পারভিন সহ অন্যরা।

এদিকে পাঁচদিন কেটে গেলেও এখনও আশ্রয়হীন ময়নাগুড়ি ব্লকের কয়েকশো মানুষ। শুক্রবার জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন ময়নাগুড়ির বিপর্যস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন। জেলা শাসকের সঙ্গে জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু ও ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ ছিলেন। জেলা শাসক সরকারি ত্রাণশিবির থেকে দুর্গতদের খাবার তুলে দেন। তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। বিপর্যস্ত এলাকার মানুষ তাঁদের ঘর তৈরির আবেদন শামাকে জানান। প্রশাসনের তরফে জলঢাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত করা হয়। এছাড়া আর্থমুভার নামিয়ে ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ শুরু হয়। বিপর্যস্ত এলাকার মানুষের মধ্যে জ্বর সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকায় মেডিকেল টিম কাজ করছে। ভেসে যাওয়া নথিপত্র ফিরিয়ে দিতে প্রশাসনের তরফে ক্যাম্প চালানো হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলে সভাপতি মহুয়া গোপ, ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় সহ অন্যরা। এদিন একাধিক দুর্গত মানুষের দুর্গতদের হাতে ত্রাণ তুলে দেন।

এদিকে ধূপগুড়িতে পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর মেরামতের কাজ শুরু করল। পুলিশ আধিকারিকরাও মেরামতের কাজে হাত লাগান। পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদের বক্তব্য, 'মানুষকে বাড়িতে ফেরানোর আগে তা মেরামত জরুরি। সেজন্য ৩৫ জন শ্রমিক ছাড়া কয়েকজন ভলান্টিয়ার সংস্কারের কাজ করছেন। মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচার মন্তব্য, 'পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। প্রশাসন মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে।'

> পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। প্রশাসন মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে।
>
> **পুষ্পা দোলমা লেপচা**
> *মহকুমা শাসক, ধূপগুড়ি*

গধেয়ারকুঠিতে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ময়দানে কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব।

বন্যায় সাপের আতঙ্ক

ধূপগুড়ি, ১০ অক্টোবর : বন্যাকবলিত এলাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে সাপের উপদ্রব। ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে দুজন সাপের ছোবলে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। লোকালয়ে সাপের আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশপ্রেমী ও বনকর্মীরা লোকালয় থেকে উদ্ধার হওয়া সাপগুলিকে জঙ্গলে ছেড়ে দিচ্ছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। পরিবেশপ্রেমী (সর্পপ্রেমী) নন্দকুমার রায়ের কথায়, 'বন্যার জলে সরীসৃপ প্রাণীরাই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। বাসস্থান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নতুন করে বাসস্থান খুঁজতে বাড়িতে ঢুকে পড়ছে।' তবে জল পুরোপুরি নেমে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে তিনি জানান।

সচেতনতা প্রচার

ময়নাগুড়ি, ১০ অক্টোবর : ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি, রামশাই ও চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্যা পরিস্থিতির পর একাধিক বন্যপ্রাণীর দেখা মিলেছে। সেকারণে শুক্রবার ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ও রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের তরফে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়। রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের বিট অফিসার ভূপতি শীল বলেন, 'এই প্রচার অভিযান লাগাতার চলবে।' স্থানীয় সূত্রে খবর, আমগুড়ি, রামশাই ও চারেরবাড়ি এলাকায় বেশ কয়েকটি বুনোর দেহ উদ্ধার হয়েছে। মাঝেমধ্যে নদীর পাড়ে বাইসন দেখা যাচ্ছে। অতি উৎসাহী হয়ে মানুষ বুনোর কাছাকাছি যাতে চলে না যায়, সেটা স্থানীয় বাসিন্দাদের বোঝানো হচ্ছে। পাশাপাশি বন্যপ্রাণী দেখামাত্র বন দপ্তরকে খবর দিতে বলা হয়েছে।

বিধ্বস্ত এলাকায় দুর্গতদের জন্য সাহায্য

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১০ অক্টোবর : সম্প্রতি ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে পাশে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা। জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার মালবাজার থেকে ধূপগুড়ির বাগরিবাড়ি অঞ্চলে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করল অহল্যা বাই কল্যাণ সমিতি। সমিতির সদস্যারা দুধ, জল, শুকনো খাবার ও বস্ত্র বিতরণ করেন। সমিতির সদস্যা অনিন্দিতা রায়, শাশ্বতী রায় বড়ুয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শাশ্বতী বলেন, 'আমরা শুধু মাধ্যম হিসাবে কাজ করছি। সাধারণ মানুষের দান করা সামগ্রী দুর্গতদের হাতে পৌঁছে দিলাম।' অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি ব্লকের বন্যাবিধ্বস্ত রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবাড়ি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখার সদস্যরা। তাঁদের তরফে যৌথ ত্রাণ ও চিকিৎসার জন্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাত সদস্যের একটি চিকিৎসক দল, নার্স ও টেকনিসিয়ানরা শিবিরের দুর্গতদের চিকিৎসা করেছেন। প্রায় ৩০০ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি ওষুধ, শিশুখাদ্য, শিশুদের পোশাক, মহিলাদের জন্য শাড়ি, বিস্কুট ও স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয়। এনিয়ে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক দীপনারায়ণ তালুকদার বলেন, 'প্রথম ধাপে আমরা ময়নাগুড়ি রামশাই এলাকা থেকে সাহায্য শুরু করলেও ১২ অক্টোবর রবিবার মিরিক মহকুমার বিধ্বস্ত সৌরিণীতে যাব।'

এদিন স্টুডেন্টস হেলথ হোমের জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজ ও নাগরাকাটা ব্লক অফিস সংলগ্ন সুখানি বস্তিতে মোট ৩০০ পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দেওয়া হয়। শুকনো খাবার এবং বস্ত্র দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় গত মঙ্গলবার টন্ডু ডিভিশন ও খরখরাতেও ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সংস্থার সহ সম্পাদক কৌশিক রায় ও রিমা আলম, শান্তা সরকারের নেতৃত্বে দু'দিন ত্রাণ বন্টন করা হয়। অন্যদিকে, দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে এল আদিবাসী বিকাশ পরিষদও। শুক্রবার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের শিকারপুর চা বাগানে শ্রমিকদের থেকে ত্রাণ বাবদ ছাতা পেতে টাকা জোগাড় করলেন পরিষদের সদস্যরা। দুর্গতের জন্য সাহায্য করে খুশি ববিতা ওরাওঁ, অনীতা বড়াইকরা। এসম্পর্কে বিকাশ পরিষদ সংগঠনের সম্পাদক সন্তু মুন্ডা জানান, শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় তাঁদের বেতন থেকে দান করেছেন। ওই টাকায় চাল-ডাল কিনে শনিবার বামনডাঙ্গা চা বাগানের ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ত্রাণ বিলি

নিউজ ব্যুরো

১০ অক্টোবর : সম্প্রতি ইআইআইএলএম জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসের কর্ণধার ভাস্কর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কর্মীরা বন্যা পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নলবাড়ি, পাতিধুরা ও আমগুড়ি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন।

কৃষিজ পণ্যের বিপুল ক্ষতি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১০ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গজুড়ে বন্যায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই নিয়ে যেমন কৃষকদের মাথায় হাত, ঠিক তেমনি কৃষি ও হর্টিকালচার দপ্তরও ক্ষয়ক্ষতির হিসেব শুরু করেছে। এরই মধ্যে রাজ্য কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মিনা নিজেই রবিবার থেকে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি সহ আশপাশের এলাকায় ঘুরে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার জেলায় বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি না হলেও প্রায় ৩ হাজার হেক্টর জমিতে কৃষিজ পণ্যের ক্ষতি হয়েছে। আর জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার হেক্টর জমিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাকি পাহাড় এবং সংলগ্ন এলাকায় ২ হাজার হেক্টরের মতো ক্ষতি হয়েছে। তবে টাকার হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। এরই মধ্যে যাঁরা শস্যবিমা করিয়েছেন তাঁরা ক্ষতিপূরণের তালিকায় যেমন থাকছেন, তেমনি যাঁরা বিমা করাননি, তাঁদেরকেও ক্যাম্প করিয়ে বিমা করানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত ধান গাছ। গাড়িয়ালটারিতে।

প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ওঙ্কার সিং মিনার কথায়, 'প্রায় ১৮ হাজার হেক্টরের মতো ক্ষতি হয়েছে। তবে এটা প্রাথমিকভাবে হিসেব করা হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে হিসেব বদলে যাচ্ছে।' জানা গিয়েছে, বিমা করানো এবং ক্ষতিপূরণ নিয়ে সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলাতেই পলি জমে ধানখেত এবং বেশ কিছু সবজিখেত ক্ষতির মুখে পড়েছে।

শুক্রবার ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি ব্লকের অংশ ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা। একইসঙ্গে কিছু জায়গায় ডলোমাইটমিশ্রিত নদীর জল কৃষিজমিতে ঢুকে যাওয়ায় ক্ষতি হয়েছে। কৃষিজমিগুলি পরিদর্শনে নেমেছে কৃষি দপ্তর। এমনকি কৃষি দপ্তরের মাটি পরীক্ষা বিভাগকেও ময়দানে নামানো হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদারও জলপাইগুড়ি জেলাতে পরিদর্শনে নেমেছেন। জলপাইগুড়ি জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) সুমিত বসাকও নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা, ধূপগুড়ির বগরিবাড়ি, কুর্শামারি ও ময়নাগুড়ির আমগুড়ি এলাকায় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষতির হিসেব কষছেন। কিন্তু আনুমানিক কত টাকার কৃষিজ পণ্যের ক্ষতি হয়েছে, তার হিসেব এখনও মেলেনি। মূলত, জল কমতেই ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। অন্যদিকে, বন্যাকবলিত এলাকায় সুফল বাংলা থেকে সবজি ও অন্যান্য সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

চাষে ক্ষতি

- জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার হেক্টর জমির ক্ষতি
- পাহাড় এবং সংলগ্ন এলাকায় ২ হাজার হেক্টর জমির ক্ষতি
- পরিস্থিতি পরিদর্শনে সরকারি আধিকারিক থেকে মন্ত্রী
- এখনও মেলেনি আর্থিক ক্ষতির পরিসংখ্যান

খাবার, জল বিক্রি করেই লক্ষ্মী আসছে

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১০ অক্টোবর : সাধারণ দিনে নিজের ভ্যান নিয়ে নানা এলাকাজুড়ে ঘুরে বেড়িয়ে হকারি করেন দীনবন্ধু। কিন্তু গত কয়েকদিনে তাঁর খোঁজ নেই। ময়নাগুড়ির মাধবডাঙ্গার দীনবন্ধু রায়কে এদিন পাওয়া গেল চারেরবাড়ি এলাকায়। ভ্যানবোঝাই ঝালমুড়ি, চকোলেট, বিস্কুট আর জল। অন্য সব জায়গা ছেড়ে হঠাৎ ওই এলাকায় কেন জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'দুর্যোগের পর থেকেই এই এলাকায় অনেক লোক আসছে। দারুণ বিক্রি হচ্ছে।' 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ।' এই প্রবাদটি যেন সত্যি প্রমাণিত হল ময়নাগুড়ি ব্লকের দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। একদিকে ঘরবাড়ি-সহায়সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব অসংখ্য মানুষ। অন্যদিকে তার মধ্যেই রোজগারের পথ খুঁজে বের করছে অপর আরেক দল। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ বিভিন্ন এলাকায় দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন। আর এতেই যেন মেলা বসছে নানা এলাকায়। আগত সেই সব মানুষের জন্যই হরেকরকম খাবার ও পানীয় জল বিক্রি করে লক্ষ্মীলাভ করেছেন এলাকার বহু মানুষ।

পাহাড়ে টানা ভারী বৃষ্টির জেরে জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে ময়নাগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আমগুড়ি, রামশাই ও চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু বাড়িঘর ভেসে গিয়ে এখন কার্যত ধ্বংসস্তূপ। এর ফলে সহায়হীন মানুষ বাঁধের উপর অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে কিংবা কোনও স্থানীয় মন্দিরে আশ্রিত। সেই বিপর্যস্ত চিত্র দেখতেই প্রতিদিন এলাকাজুড়ে ভিড় জমাচ্ছে উৎসাহী জনতা। কেউ ছবি তুলছেন, রিল বানাচ্ছেন আবার কেউ যাচ্ছেন নিছক কৌতূহলবশত। ফলে গোটা অঞ্চলই যেন একপ্রকার অঘোষিত মেলার রূপ নিয়েছে। তাতেই রোজগারের রাস্তা দেখছেন স্থানীয়রা। অস্থায়ী দোকান খুলে কেউ খাবার বিক্রি করছেন, কেউ জল আবার কেউ স্টেশনারি পণ্য।

অস্থায়ী দোকানে জিলিপি বিক্রি করছেন ভাদুরু রায়।

যেমন চারেরবাড়ি ভূতেরপাড় এলাকার দিনমজুর ভাদুরু রায় বললেন, 'বাড়ির সামনে এত মানুষ দেখে আমি স্ত্রী অনীতাকে নিয়ে বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে সিঙ্গাড়া-জিলিপির দোকান খুলেছিলাম। কয়েক দিনে প্রচুর টাকার বিক্রি হয়েছে।' অস্থায়ীরা ছাড়াও স্থানীয় দোকানিরাও জানাচ্ছেন, দুর্যোগের পর থেকে তাঁদের বিক্রির পরিমাণও বেড়েছে। অন্যদিকে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটোরবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় পুলিশের ব্যারিকেডের পাশে সারি সারি দোকান দেখা গেল। সেখানকার ব্যবসায়ী রতন রায় ও দিলীপ সরকারদেরও দেদার বিক্রি হচ্ছে। রতনের কথায়, 'সাধারণ মানুষ তো আছেনই। তার সঙ্গে পুলিশকর্মীরাও কাজ করছেন। তাঁরাও খাবার-জল কিনছেন। বিক্রিও ভালো হচ্ছে।' একই চিত্র রামশাই এলাকাতেও।

> বাড়ির সামনে এত মানুষ দেখে আমি স্ত্রী অনীতাকে নিয়ে বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে সিঙ্গাড়া-জিলিপির দোকান খুলেছিলাম। কয়েক দিনে প্রচুর টাকার বিক্রি হয়েছে।
>
> **ভাদুরু রায়** *দিনমজুর*

চালু অস্থায়ী মিনি হাসপাতাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ অক্টোবর : প্লাবনের জলের তোড়ে উড়ে গিয়েছে গাঠিয়া নদীর ওপর সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড। ভেঙে গিয়েছে কালভার্ট। চিকিৎসার প্রয়োজনে রোগীদের সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্যাবিধ্বস্ত নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানে। এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি বামনডাঙ্গা চা বাগানে অস্থায়ী মিনি হাসপাতাল চালু করল ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর। অপারেশন ছাড়া সমস্ত জরুরিকালীন চিকিৎসা পরিষেবা সেখান থেকে দেওয়া হচ্ছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একজন চিকিৎসকও থাকছেন। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর নির্দেশে ওই হাসপাতালে আমাদের পরিষেবা চালু থাকবে।'

আর পাঁচটা বাগানের মতো বামনডাঙ্গাতেও সেখানকার মালিকপক্ষ পরিচালিত নিজস্ব একটি হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু পরিকাঠামো ভালো নয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই হাসপাতালটিতে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, ইনজেকশন সহ অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম এনে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এখন সেখানে ৭ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের গত ৪ অক্টোবরের প্লাবনের সময় নিরাপদ স্থানে পালাতে গিয়ে পা কেটে যায়। দুজন রোগী জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। রয়েছে পেটের রোগে আক্রান্ত রোগীও। প্লাবনের পর ডায়ারিয়া যাতে না ছড়ায় সেদিকে নজর রেখেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

সম্প্রতি ১১ জন অন্তঃসত্ত্বাকে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের প্রসব হয়ে গিয়েছে। ৮ জনের প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ এই মাসেই। বাকি দুজনের প্রসবের তারিখ পরের মাসে। ১০ অন্তঃসত্ত্বা এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘোলা জলে সংকট খড়িয়ার

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : কল খুললেই আসছে ঘোলা জল। সঙ্গে দোসর দুর্গন্ধও। সেই জল বালতিতে ধরে রেখে কোনওভাবেই তা পানের যোগ্য করে তোলা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে কেউ কেউ বাড়ি থেকে প্রায় দু'আড়াই কিলোমিটারে দূর থেকে জল আনছেন। আবার কেউ কেউ জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রায় পনেরোদিনেরও বেশি সময় ধরে পানীয় জলের এমনই অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় তিন হাজার বাসিন্দা।

এমনই জল মিলছে কল থেকে। -সংবাদচিত্র

ইতিমধ্যে স্থানীয় বাসিন্দারা এই সমস্যার কথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জানিয়েছেন। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ বলেন, 'আমার নিজের বুথও একই সমস্যার সম্মুখীন। আমার বাড়িতেও ১৫ দিন ধরে ব্যবহারের অযোগ্য ঘোলা জল আসছে। আমাদের এখানে পোড়াপাড়া এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) যে জলের ট্যাংক রয়েছে, সেখান থেকে যে যে এলাকায় জল যায়, সর্বত্রই একই সমস্যা হচ্ছে। সেখানকার রিজার্ভারে ফিল্টারের কোনও সমস্যা হওয়াতেই বোধ হয় নোংরা জল আসছে। অবিলম্বে এনিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

বছর দেড়েক আগেই জলস্বপ্ন প্রকল্পের আওতায় খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াপাড়া, চৌধুরীপাড়া, চনপাড়া, গদালপাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। পিএইচই থেকে জলের সংযোগ দেওয়ার পর এতদিন জলের কোনও সমস্যা ছিল না ওই এলাকায়। তবে মহালয়ার পর থেকেই কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ওই এলাকার সমস্ত বাড়িতে ঘোলা জল আসতে শুরু করে।

জল-আতঙ্ক
- পনেরো দিনের বেশি সময় ধরে কলে ঘোলা, নোংরা জল আসছে
- বাধ্য হয়ে কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে পানীয় জল আনতে হচ্ছে
- সমস্যার কথা স্বীকার করেন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ
- জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সোমনাথ চৌধুরী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন

পোড়াপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা মামণি রায় বলেন, 'হঠাৎ করেই পুজোর সময় থেকে ঘোলা, নোংরা আর দুর্গন্ধযুক্ত জল আসতে শুরু করেছে। অনেক চেষ্টা করেও জলের ঘোলা ভাব কাটানো যাচ্ছে না। এই জল খেয়ে ইতিমধ্যে অনেকেরই পেটের সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জানালেও, এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি।'

চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা দয়াল রায় বলেন, 'বাড়ির কলের জল এখন একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য। খাওয়া তো সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে, দেবনগর থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে। কেউ কেউ রোগের ভয়ে জল কিনে খাচ্ছেন বলে শুনেছি। কিন্তু এভাবে আর কতদিন কাটানো সম্ভব জানি না। অনেকের সেই সামর্থ্যও নেই। আমরা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাইছি।'

এবিষয়ে জলপাইগুড়ি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সোমনাথ চৌধুরী বলেন, 'এনিয়ে অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
একরাশ আনন্দ।। রায়গঞ্জ স্টেশনে ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির অনিমেষ রায়।

দু'সপ্তাহেও সমস্যা মেটেনি পণ্ডিতেরবাড়িতে

পাইপ ফেটে জল অপচয়

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১০ অক্টোবর : জলের পাইপ ফেটে অনবরত জল বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে এভাবে জলের অপচয় হলেও পাইপটি মেরামত করা হয়নি। বেলাকোবার পানিকৌরি অঞ্চলের পণ্ডিতেরবাড়ি এলাকার এই ঘটনায় পিএইচই'র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছানোর উদ্‌যোগ নিয়েছে সরকার। শিকারপুর জলপ্রকল্পের জন্য ওই এলাকায় পাইপ বসানোর কাজ চলছে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে শিকারপুর, পানিকৌরি ও বেলাকোবা এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে ৩,৪১৮ পরিবার উপকৃত হবে। এই উদ্যোগকে সফল করতে দেড় বছর ধরে মাটি কেটে রাস্তায় পাইপ বসানোর কাজ করছে পিএইচই। পাইপ বসানোর কাজ শেষ হলে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছাবে।

> পাইপ ফেটে যাওয়ায় আমার বাড়ির সামনে দশ-পনেরো দিন ধরে জল জমে আছে। রাতদিন ওই পাইপ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত পাইপ মেরামত করার আবেদন জানিয়েছি।
>
> **উমা কুণ্ডু রায়**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

বেলাকোবার একাধিক জায়গায় এই পাইপ বসানোর কাজ শেষ হলেও এখনও বেশ কিছু এলাকায় খননের কাজ শুরু হয়নি। ধাপে ধাপে সেই কাজ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অর্ধেকের বেশি এলাকায় পাইপ বসানোর কাজ শেষ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পানীয় জলের পরিষেবা দেওয়ার জন্য মহালয়ার আগে পণ্ডিতেরবাড়ি এলাকায় জলের পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। সেই কাজের সময় পানীয় জলের পাইপ ফেটে যায়। দুর্গাপুজো শেষ হয়ে গেলেও পিএইচই'র পক্ষ থেকে পাইপ সংস্কার করা হয়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই ফাটা পাইপ দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর জল বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে জলের অপচয় হচ্ছে। যেখানে অনেকে পরিস্রুত পানীয় জল পায় না সেখানে এভাবে জলের অপচয় দেখে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ জমা হয়েছে। পিএইচই'র সহকারী জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার শ্রেয়সী রায় বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

পণ্ডিতেরবাড়ি এলাকায় পাইপ ফেটে জল বেরিয়ে রাস্তায় জমে থাকছে। এভাবে দিনের পর দিন রাস্তায় জল জমে থাকলে রাস্তাটির ক্ষতি হবে। স্থানীয় বাসিন্দা বিশাল রায় বলেন, 'আমরা অভিযোগ জানিয়েছিলাম। প্রায় দশদিন পার হয়ে গেলেও পিএইচই'র পক্ষ থেকে ওই পাইপ সংস্কার করা হয়নি। প্রতিদিন এভাবে জলের অপচয় মেনে নেওয়া যায় না।'

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা উমা কুণ্ডু রায়ের কথায়, 'পাইপ ফেটে যাওয়ায় আমার বাড়ির সামনে দশ-পনেরো দিন ধরে জল জমে আছে। রাতদিন ওই পাইপ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত পাইপ মেরামত করার আবেদন জানিয়েছি।'

আলিপুরদুয়ারে কাল মুখ্যমন্ত্রী

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১০ অক্টোবর : পাহাড় এবং ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধস এবং বন্যা পরিস্থিতির জেরে চরম দুর্ভোগে স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে সোমবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার এক সপ্তাহের মধ্যে ফের তিনি আসছেন। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলায় আসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন কি না তা জানা না গেলেও প্রশাসনিক বৈঠক করবেন, এটা নিশ্চিত।

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে নামবেন। সেখান থেকে সোজা চলে যাবেন মালঙ্গি লজে। রাতে সেখানেই তাঁর থাকার কথা। হাসিমারায় নামার পর রবিবার তাঁর তেমন কোনও কর্মসূচির কথা জানা যায়নি। তবে সোমবার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। সেদিন দুপুর দুটোয় নীলপাড়া রেঞ্জে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি ও ধসের জন্য যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং উদ্ধারকাজ ও ত্রাণসামগ্রী বিলি করার বিষয়েও আলোচনা হতে পারে। প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সোমবার বিকালের মধ্যে তিনি শিলিগুড়িতে চলে যাবেন। তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'সোমবার মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থেকে ফেরার সময়ই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ফের তিনি আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী যে কথা দিয়ে কথা রাখেন, এটা তারই প্রমাণ। বৈঠকে তিনি যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেভাবেই কাজ করব।'

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক নিয়ে এদিন থেকে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিশেষ করে দুর্যোগে যেসব দপ্তরের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার রিপোর্ট তৈরি করতেই ব্যস্ত কর্তারা। বন্যা এবং ধসে জেলায় যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্টও মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে।

চুরির টাকায় মাদক-পার্টি নাবালকদের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১০ অক্টোবর : সুযোগ বুঝে ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে নগদ টাকা সহ গয়নাগাটি নিয়ে চম্পট দিয়েছিল একদল চোর। সেই টাকা দিয়ে আবার মাদক কিনে রীতিমতো 'সাকসেস পার্টি'-তে মেতে ওঠে তারা। এমন ঘটনা যে খুব অন্যরকম কিছু, তা তো নয়। তবে আলিপুরদুয়ার শহরের বাবুপাড়ার এই চুরির ঘটনায় জড়িতদের বয়সটাই চমকে দেওয়ার মতো। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে ৪ জনকে চিহ্নিত করতে পেরেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। চারজনই নাবালক। ১২ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে বয়স তাদের। পুলিশ অবশ্য একে একে চারজনকেই গ্রেপ্তার করেছে।

বাবুপাড়ার সেই চুরির ঘটনাটি পুরোনো। অষ্টমীর কথা। সেদিন সন্ধ্যায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন বাড়ির মালিক। বাড়ি ছিল ফাঁকা। সেইসময় অপারেশন চালায় সেই নাবালক গ্যাং। ৪৫ হাজার টাকা নগদ চুরি করে তারা। হাতিয়ে নেয় সোনার অলংকারও। বাড়ি ফিরে চুরির কথা টের পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন তাঁরা। তদন্তে নেমে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। যেভাবে জানলা ভেঙে ঢুকেছিল চোরের দল, তা দেখে এর পিছনে কোনও ঘাগু দুষ্কৃতীর হাত রয়েছে বলে মনে করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। কয়েকজন নাবালক মিলে যেভাবে জানলা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি করতে পারে, তা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি তাঁরা। তদন্তের পর এক এক করে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ৪

ইতিপূর্বে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জুভেনাইল কোর্টে পাঠানো হয়েছে। তারা এখন হোমে রয়েছে। শুক্রবার আরেকজনকে গ্রেপ্তার করে জুভেনাইল কোর্টে পাঠায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। কেবল বাবুপাড়ার ঘটনা নয়, ওই ৪ জনের বিরুদ্ধে একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে। ধৃতরা চুরির কথা স্বীকারও করেছে পুলিশি জেরায়।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'নাবালক গ্যাংয়ের প্রায় সকলকে জুভেনাইল কোর্টে পাঠানো হয়েছে। তাদের কাছ থেকে কিছু চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।'

কীভাবে ওই চুরি? ওই নাবালক গ্যাংয়ের সদস্যরা পুলিশকে জানায়, চার বন্ধু মিলে অষ্টমীর সন্ধ্যায় ঘুরতে বের হয়েছিল। বাবুপাড়া এলাকায় পৌঁছাতেই একটি ফাঁকা বাড়ি নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে চুরির পরিকল্পনা তৈরি করে তারা। ঘরে ঢুকে আলমারির লকার ভেঙে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ও সোনার গয়না চুরি করে। তারপর বাথরুমে গিয়ে টাকা ও গয়না নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেয়। হাতে কাঁচা টাকা, আর ফুর্তি হবে না? মোটা টাকার মাদক কিনে পার্টিও করে তারা। শেষে কোচবিহার গিয়ে সোনার জিনিসপত্র বিক্রি করে সিনেমা দেখা ও হোটেলে খাওয়াদাওয়াও চলে।

পুলিশকে যে বিষয়টি ভাবাচ্ছে সেটা হল, ঘাগু অপরাধীদের মতো চুরি করার পর ভাবলেশহীন মনোভাব দেখাচ্ছে এই নাবালকরা। চুরির টাকায় মাদকের পার্টি ও পুলিশের নজর এড়াতে কোচবিহার গিয়ে সোনার গয়না বিক্রির বিষয়টি অবাক করেছে সকলকে। তদন্তে নেমে নাবালকদের পাত্তা পাওয়ার পরেও পুলিশকে ঘোল খাইয়েছে দুষ্কৃতীরা।

বিজেপির বৈঠক

হলদিবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা, ১০ অক্টোবর : হলদিবাড়িতে এসে দুটি বৈঠক করলেন মাথাভাঙ্গার বিজেপির বিধায়ক সুশীল বর্মন। দেওয়ানগঞ্জ এবং দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ির গাংডোবায় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিধায়ক ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায়, উত্তর মণ্ডল সভাপতি পীযূষকান্তি রায় প্রমুখ।

অন্যদিকে, চ্যাংরাবান্ধা বাজারে অবস্থিত বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিজেপি সংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন সুশীল, দধিরামরা। দধিরাম বলেন, 'সংগঠনকে আগামী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে সেই নিয়েই এদিন আলোচনা হয়।'

জমি বিবাদে উত্তেজনা

কালীপুজো নিয়ে সংঘর্ষে দুই ফুল

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১০ অক্টোবর : কালীপুজোর জমি নিয়ে বিবাদ। মারামারি তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে। রাজগঞ্জ থানার পানিকৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাবলাপাড়ায় রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটলেও, উভয়পক্ষ সালিশি করার চেষ্টা করে বিষয়টি এতদিন গোপন রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু পরে মিটমাট না হওয়ায়, সোমবার দুইপক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। শুক্রবার পুরো ঘটনাটি প্রকাশ্যে জানাজানি হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে দুটি মামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপির দাবি, খাবলাপাড়ায় ৩ ডেসিমাল জমিতে বেশ কয়েক বছর ধরে কালীপুজো হচ্ছে। স্থানীয় এক ব্যক্তি কালীপুজোর জন্য ওই জমিটি দান করেছিলেন। শুভজিৎ সরকার নামে এলাকার এক তৃণমূল নেতা মাস ছয়েক আগে জমিটি কিনে নেন। তিনি এ বছর ওই জমিতে কালীপুজো করতে বাধা দিচ্ছেন বলে গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ।

বিজেপির রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই মণ্ডল জানিয়েছেন, রবিবার গ্রামের বাসিন্দারা কালীপুজো নিয়ে একটি মিটিং করার সময় শুভজিৎ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁদের ওপর চড়াও হন। পুরুষদের মারধর ও মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। নিতাই বলেন, 'আমি ঘটনাস্থলে গেলে ওঁরা বিষয়টি মিটমাট করার কথা বললেও পরের দিন থানায় আমি, আমার দুই নাবালক ছেলে সহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে।' এরপর পালটা নিতাইয়ের স্ত্রী গৌরী মণ্ডল শুভজিৎ সহ পাঁচজনের নামে থানায় অভিযোগ জানান।

শুভজিৎ যদিও বলছেন, 'মাত্র দুই বছর ধরে ওখানে কালীপুজো হচ্ছে। জমির মালিক মৌখিক অনুমতি দিয়েছিলেন। কোনও দানপত্র বা লিখিত কাগজ দেননি। যাঁর জমি তিনি সম্পর্কে আমার ঠাকুরদা। তিনি মারা যাওয়ার পর আমি ওয়ারিশদের কাছ থেকে সাড়ে আট বিঘা জমি কিনে নিয়েছি।' সঙ্গে তিনি আরও জানান, পুজোয় তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে শুভজিতের দাবি।

অভিযোগ
- ৩ ডেসিমাল জমি নিয়ে মারামারি তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে
- জমিটি মাসদুয়েক আগে শুভজিৎ সরকার নামে এক তৃণমূল নেতা কিনে নেন
- তাঁর দাবি, বিনা অনুমতিতে চলতি বছর ওই জমিতে পুজো করছেন বিজেপি সমর্থকরা
- ঘটনাটি রবিবার ঘটলেও সালিশি না হওয়ায় থানায় অভিযোগ উভয়পক্ষের

শুভজিতের কথায়, 'এলাকার বিজেপি নেতা নিতাই মণ্ডল ও আরও কয়েকজন অনুমতি ছাড়াই ওখানে পুজো করার চেষ্টা করছিল। তাই আমরা বাধা দিয়েছি। ওরা আমাদের মারধর করেছে। আমার দাদার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আটটি সেলাই পড়েছে।' তৃণমূলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে।'

ডাক পেলেন না জয়ন্ত

ক্রান্তি, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার উদ্বোধন হল ঐতিহ্যবাহী চেকেন্দা ভাণ্ডারীমেলা। অনুষ্ঠানে শাসকদলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা ডাক পেলেও, ডাক পাননি জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। যদিও জয়ন্ত বলেন, 'এদের থেকে সৌজন্য আশা করা উচিত নয়। এদের সেই শিক্ষা নেই।' এদিন ভাণ্ডারীর মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, তৃণমূল নেতা চন্দন ভৌমিক, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মহাদেব রায় সহ অন্যরা। মেলা কমিটির সভাপতি পঞ্চানন বলেন, 'স্থানীয় স্তরে দলমতনির্বিশেষে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মানুষের আপদে-বিপদে সাংসদকে খুঁজে পাওয়া যায় না।' পঞ্চাননের প্রশ্ন, 'এলাকার বন্যা পরিস্থিতিতে সাংসদ কোথায় ছিলেন? একদিনও তাঁকে এলাকায় দেখা যায়নি কেন?'

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহকারী সভাপতি এবং ভাণ্ডারী মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কমলেন্দু দেবশর্মা বলেন, 'সাংসদকে আমন্ত্রণ না জানানোয় আমরা মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করেছি। মেলা তৃণমূল নেতাদের অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে!' ক্রান্তি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মহাদেব বলেন, 'মেলা সকলের জন্য।' যদিও কমিটির এক কর্তা বলেন, 'সবকিছু আমাদের ইচ্ছেয় হয় না। আমন্ত্রণপত্র তৈরির সময় শাসকদলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।'

সংবর্ধনা

নাগরাকাটা, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার দুই কৃতীকে সংবর্ধনা প্রদান করল সুলকাপাড়া জামা মসজিদ কমিটি। সুলকাপাড়ার নয়া লাইনের বাসিন্দা পেশায় রাজমিস্ত্রি জমিরুল হকের ছেলে সামিউল হক এবং মরুপাড়ার স্টেশনারি সামগ্রী বিক্রেতা সাহেব আলি আনসারির ছেলে সাকিব আনসারি এ বছর জলপাইগুড়ি ল' কলেজ থেকে আইনে স্নাতক হয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা দুজনেই জলপাইগুড়ি কোর্টে কর্মরত। গ্রামের প্রতিকূল পরিবেশে তাঁদের এই সাফল্য অর্জন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও এগিয়ে দেবে।

এদিন অনুষ্ঠানে সুলকাপাড়া জামা মসজিদের সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'আমরা চাই আগামীদিনে এখান থেকে আরও উকিল, অফিসার ও শিক্ষিত সমাজসেবী তৈরি হোক।' কমিটির সভাপতি রফিকুল ইসলাম ও সহ সভাপতি অলিয়ার প্রামাণিক বলেন, 'ওঁদের দুজনের জন্য গোটা এলাকা গর্বিত। আমাদের বিশ্বাস, ওঁরা আগামী প্রজন্মের প্রেরণা হয়ে উঠবেন।'

কিশোর উদ্ধার

চালসা, ১০ অক্টোবর : গরুবাথান এলাকার এক নিখোঁজ কিশোরকে শুক্রবার চালসার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করল মেটেলি থানার পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবীরা। গত ৮ অক্টোবর পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে সে এক বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও সন্ধান না মেলায় পুলিশের দ্বারস্থ হয় ওই কিশোরের পরিবার। কিশোরের কাছে একটি মোবাইল ফোন ছিল। ওই মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করে চালসা রেলগেটের কাছে এক বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, গরুবাথানের এক তরুণ আত্মীয় পরিচয়ে ওই কিশোরকে তাঁদের বাড়িতে রেখে যায়। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধারে সহযোগিতা করেন সমাজসেবী নির্মলা কার্জি, রিতম ছেত্রী।

পথসভা

ময়নাগুড়ি, ১০ অক্টোবর : ময়নাগুড়ি ব্লক জাতীয় কংগ্রেস কমিটি শুক্রবার ময়নাগুড়ি বাজারে 'ভোট চোর গদি ছোড়' স্লোগান দিয়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে এবং পথসভা করে। সভায় বক্তব্য রাখেন কংগ্রেসের নেতারা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার, ময়নাগুড়ি ব্লক জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রদীপ ঘোষাল, প্রমুখ।

১২ দিনেই শেষ হবে বানারহাটের মেলা

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ১০ অক্টোবর : আগামী সোমবারই শেষ হচ্ছে বানারহাটের দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে হওয়া শতাব্দীপ্রাচীন মেলা। ১৬ দিন ধরে মেলা হওয়ার কথা থাকলেও আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য ১২ দিন পরেই এবছরের জন্য মেলা শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয় কমিটি। বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কুট্টি নন্দী বলেন, 'এবার বন্যা পরিস্থিতির কারণে মেলায় ভিড় কম ছিল। মেলাতে আসা ব্যবসায়ীরাই আগামী সোমবার পর্যন্ত মেলাতে থাকার প্রস্তাব দেন।'

বানারহাট সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পরিচালনায় বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়। এবারে মেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে ছ'শোর বেশি দোকান বসেছে। ষষ্ঠীর দিন মেলার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলেও মেলা পুরোদমে শুরু হয় ১ অক্টোবর অর্থাৎ নবমীর দিন থেকে। গত কয়েকদিনে মেলায় বেচাকেনা কিছুটা বাড়লেও প্রথম দিকে প্রত্যেকবারের মতো এবারেও তেমন বেচাকেনা হয়নি। দুর্গাপুজো শেষ হতেই মেলায় ভিড় জমতে শুরু করে। তখন অতিরিক্ত বৃষ্টি ও প্লাবনের কারণে মেলায় প্রভাব পড়ে। মাঠে জল থাকায় দুইদিন মেলা বন্ধ রেখেছিল কমিটি। যদিও বাসিন্দারা দাবি জানাতে থাকেন, এখন আবহাওয়া কিছুটা ঠিক হওয়ায় মেলা আরও দুইদিন বাড়ানো হোক। বাসিন্দাদের মতে, বানারহাট সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের কাছে এই মেলা আবেগের কারণ।

বলেন, প্রত্যেক বার পুজো শেষ হতেই মেলায় ভিড় জমে। কিন্তু পুজোর পর তো বন্যা পরিস্থিতির কারণে মেলায় লোক আসতে পারেনি। এখন মেলা শেষ পর্যায়ে। ফলে এখন ভিড় বাড়লেও কী করা যাবে। একই অভিজ্ঞতা দোকানদার কৃষ্ণ ভৌমিকের কথাতেও। তিনি

মেলায় ভিড় করেছেন উৎসাহী জনতা। -সংবাদচিত্র

যদিও মেলা কমিটির পক্ষে নয়ন দত্ত বলেন, 'মেলায় আসা ব্যবসায়ীদের বিক্রি বৃদ্ধির জন্য মেলার সময় বাড়িয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত করা হয়েছে।' মেলায় আসা কোচবিহারের ব্যবসায়ী মনা দাস বলেন, 'কয়েকদিন মেলায় লোকজন না আসায় বেচাকেনা হয়নি। এরপর বৃষ্টির জলে কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। প্রত্যেকবার মেলাতে আসি। কিন্তু এবার প্লাবনের কারণে আমাদের ব্যবসায় কিছুটা প্রভাব পড়েছে।'

মেলায় শাঁখা পরবেন সধবারা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রংধামালিতে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল সাতদিনব্যাপী মহারাজমেলা। রংধামালি মোড়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়ছে চন্দননগরের আলোকসজ্জার তোরণ। ওই আলোই মন্দির ও মেলায় যাওয়ার রাস্তা দেখাচ্ছে। দুর্গাপুজোর মাধ্যমে ওই মেলার সূচনা হয়। চলতি বছরে ওই পুজোর ১৪৪তম বর্ষ।

লক্ষ্মীপুজোর পরের বৃহস্পতিবার রংধামালিতে দেবী দুর্গার পুজো শুরু হয়। কথিত আছে, ওই দিন দেবী চার সন্তান নিয়ে বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসে ফেরার পথে রংধামালির আমবাগানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। স্বয়ং মা দুর্গাকে দেখে 'মহারাজ' বলে পরিচিত ওই বাগানের মালিক গ্রামবাসীকে বিষয়টি জানালে তাঁরা সকলে মিলে দেবীকে অনুরোধ করেন একদিন থেকে যাওয়ার জন্য। অনুরোধ রক্ষা করে উমা বাগানে এক রাত্রি যাপন করেছিলেন। সেই থেকে একদিনেই দুর্গাপুজো হয়। এ-ও জানা যায়, দেবী ভক্তের আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে গ্রামবাসীকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

সেই থেকে চলছে ওই পুজো। সঙ্গে মেলা। আগে এক বা তিনদিন মেলা হলেও এবছর তা সাতদিন ধরে চলবে। মেলায় অনেক সধবা মহিলাকে শাঁখা পরতে দেখা যায়। মেলায় ঘুরতে এসেছিলেন বোদাগঞ্জের বাসিন্দা পারমিতা রায়। তিনি স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনায় শাঁখা পরলেন। তিনি বলেন, 'প্রতিবছর এই মেলায় আসি। প্রথমে মায়ের কাছে পুজো দিয়ে তারপর শাঁখা পরি। মা-ঠাকুমাদের কাছে শুনেছিলাম স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনায় এই মেলায় শাঁখা পরতে হয়। বিয়ের পর থেকে ১৫ বছর ধরে এখানে এসে শাঁখা পরছি।'

দোকানে শাঁখা পছন্দ করছেন এক মহিলা। -ফাইল চিত্র

মেলায় শাখা বিক্রি করছেন জ্যোতিষচন্দ্র মোদক। তিনি নবদ্বীপের শাঁখা নিয়ে আসেন। প্রায় ৬ বছর মহারাজমেলায় শাঁখা বিক্রি করেন। তাঁর কথায়, 'বেশ ভালোই বিক্রি হয়। সধবা মহিলারা মেলায় ঢুকেই শাঁখার দোকানে ঢুঁ মারেন। গ্রামের মেলা, তাই দাম রেখেছি সাধ্যের মধ্যে।'

মেলা প্রসঙ্গে স্থানীয়দের মধ্যে পরিমল সরকার বলেন, 'এটা শুধু মেলা নয়, উৎসব। দুর্গাপুজো ও মেলা ঘিরে আমরা আনন্দে মেতে থাকি। মেলায় ঘোরাঘুরি, খাওয়াদাওয়া, বিভিন্ন রাইড চড়ার সঙ্গে উপরিপাওনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাইরে থেকে অনেক শিল্পী এসে গানবাজনা করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় দর্শকাসন কানায় কানায় পূর্ণ থাকে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪১ সংখ্যা, শনিবার, ২৪ আশ্বিন ১৪৩২

প্রশ্নে রাজ্যপাল

পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডারাজ চলছে বলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। রাজ্য পুলিশ ঠিকমতো কাজ করছে না। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতিকে ওই রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি সরাসরি না বললেও তাঁর প্রতিটি কথা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের জল্পনা উসকে দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কিছু স্থানে নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের এই সংকেত বিস্ময়কর। নাগরাকাটায় সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলা নিঃসন্দেহে ন্যক্কারজনক। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হাইকোর্টে বিজেপি মামলাও করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহত খগেনকে দেখতে হাসপাতালে গেলেও তৃণমূল-বিজেপি চাপানউতোর চলছেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় গুন্ডারাজ চলছে বলে রাজ্যপালের দাবি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ সম্প্রতি প্রকাশিত এনসিআরবি'র রিপোর্টে কলকাতাকে লাগাতার চতুর্থবার ভারতের নিরাপদতম শহরের তকমা দেওয়া হয়েছে। আরজি করে চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের পর সেই তকমা পাওয়া নিয়ে বিতর্ক চলছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডারাজ চলছে বলে রাজ্যপালের দাবিতে কার্যত এনসিআরবি রিপোর্টকে অস্বীকার করা হয়েছে। সদ্য বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব মিটেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়েই সেই উৎসব পালন করেছেন বঙ্গবাসী। আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ অবনতি হলে শারদোৎসব নির্বিঘ্নে পালিত হওয়া কি সম্ভব? একথা ঠিক, বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা হয়। বাংলার মানুষ বহু বছর ধরে ভোটের সময় রাজনৈতিক হানাহানির সাক্ষী। রাজনৈতিক হিংসা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু গুন্ডারাজ বলতে যা বোঝায়, সেই পরিস্থিতি রাজ্যে কায়েম হয়েছে বলা কঠিন। বরং বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে সাম্প্রতিককালে এমন কিছু ঘটেছে, যা নিঃসন্দেহে গুন্ডারাজের চেয়ে কম নয়। বিহারে বিধানসভা ভোট আসন্ন। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে বিজেপি-জেডিইউয়ের সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের এই প্রতিবেশী রাজ্যে গুন্ডাবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে দাপাদাপি করে।

বিহারের বিরোধী দলগুলি বারবার খুন, জখম, ডাকাতির ঘটনায় সেই রাজ্যের সরকারের অকর্মণ্যতাকে কাঠগড়ায় তুলেছে। সিসিটিভি ফুটেজে মানুষ বারবার বিহারের গুন্ডারাজের ছবি, ভিডিও দেখে শিউরে উঠেছে। কিন্তু বিজেপি তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের আরেক প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার সম্প্রীতির বন্ধনে পরিচিত কটকে দুর্গাপুজোর ভাসানকে ঘিরে যে ধুন্ধুমার ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়েও বিজেপি নেতারা উচ্চবাচ্য করেন না।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ওড়িশায় মহিলাদের ওপর অপরাধ লাগামছাড়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে কেউ গুন্ডারাজের অভিযোগ তোলেন না। রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে দরবার করেন না। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলিতে দলিত তরুণ হরিওম বাল্মীকিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। যেরকম ঘটনা সভ্য সমাজে হয় না। গেরুয়াশাসিত হরিয়ানায় সিনিয়ার আইপিএস আধিকারিক পুরণ কুমার তাঁর সুইসাইড নোটে একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে জাত তুলে হেনস্তা ও অপমান, মানসিকভাবে নির্যাতন করার অভিযোগ করেছেন।

বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় তৃণমূলের দলীয় দপ্তর ভাঙচুরও সমর্থনযোগ্য নয়। একটি হিংসা দিয়ে অপর একটি হিংসাকে আড়াল করা যায় না। নাগরাকাটায় যা হয়েছে, তা যতটা নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ, ওড়িশা, হরিয়ানা, বিহারের ঘটনাগুলি ততটাই নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাজেই গুন্ডারাজের অভিযোগ যদি তুলতেই হয়, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে ওই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও খাটে।

রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার বদলে বারবার নানাবিধ বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে তাঁর বিরোধ প্রকৃতপক্ষে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই দুর্বল করে তুলছে। যা বাঞ্ছনীয় নয়।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পড়িয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া উর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

দেওবন্দ, তালিবান ও আগুন নিয়ে খেলা

পাকিস্তান হিংসায় জ্বলবে বলেই তালিবান মন্ত্রীকে এনে হঠাৎ তোল্লাই দিচ্ছে মোদি সরকার।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

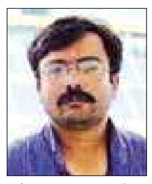

উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের কাছে দেওবন্দ নামে একটা ছোট শহর হঠাৎই বিশ্বের আলোচনায়। নয়াদিল্লি থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরের এই শহরে তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি যাচ্ছেন। এই যাওয়াকে কেন্দ্র করেই এক নতুন রাজনীতির আবির্ভাব আমাদের উপমহাদেশে।

তালিবান সরকারকে এখনও স্বীকৃতি দেয়নি ভারত। নয়াদিল্লিতে আফগানিস্তানের দূতাবাসে তালিবানদের পতাকা তুলতে দেওয়া হয়নি। এখনও সেখানে উড়ছে পুরোনো সরকারের পতাকা। তালিবান বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের জয়শংকরের বৈঠকে আফগানিস্তানের কোন পতাকা থাকবে সেটা নিয়ে বিভ্রান্ত দিল্লির অফিসাররা। তার মধ্যেই নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে সাহারানপুরের পাশের ছোট শহর।

নরেন্দ্র মোদির প্রবল হিন্দুত্ববাদী সরকার হঠাৎ কেন তালিবান বিদেশমন্ত্রীকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করল, তার ব্যাখ্যা অতি সহজ। পাকিস্তানকে বোঝানো যে, তোমার নিকটতম প্রতিবেশী কিন্তু আমাদের সঙ্গেই। অতীতে যে তালিবান রাজত্ব করেছিল আফগানিস্তানে, তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ভালো। বলা হত, পাকিস্তানই নিয়ন্ত্রণ করছে ওই তালিবান সরকারকে।

এই দশকের শুরু থেকে যে তালিবান কাবুল-কান্দাহার শাসন করছে, পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের ঝামেলা লেগেই আছে। প্রতিদিনই নিত্যনতুন ঝামেলা। এত তিক্ততা যে, ভারত পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেনি ক'দিন আগে। বৃহস্পতিবার রাতেও কাবুলে বিমান হানা চালিয়েছে পাকিস্তান। কাবুলের 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান' শিবিরকে লক্ষ্য করে। আমাদের দেশের পদ্মগন্ধী অনেক ওয়েবসাইটের দাবি, পাকিস্তান নাকি ঘাবড়ে গিয়েছে তালিবান-ভারত সাম্প্রতিক গা ঘেঁষাঘেঁষি দেখে।

আজকের তালিবানকে নয়াদিল্লিতে এনে ভারত পাকিস্তানকে দেখাতে চাইছে, দ্যাখো, তোমার এককালের বন্ধুরা আজ কিন্তু আমাদের সঙ্গে। দেখবি, আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি—ট্রাকের পিছনে লেখার মতো ব্যাপার আর কি!

শত্রুর শত্রুকে মিত্র বানানোর পুরোনো খেলা, যা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নিয়মিত হয়ে থাকে! যা ক'দিন আগে রাশিয়া-চিনকে পাশে নিয়ে আমেরিকাকে দেখাতে খেলল ভারত।

সমস্যা অন্য জায়গায়। বিশ্বে চূড়ান্ত নিন্দিত তালিবান সরকারকে তোল্লাই দেওয়াটা অনেকটা ট্রাপিজের খেলার মতো। অথবা আগুন নিয়ে খেলা। কখন যে কী হয়ে যাবে কেউ জানে না।

এই তালিবান দেশের সব নারীকে ঘরবন্দি করে রেখেছে। প্রচুর নারী আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়েছেন বিদেশে। যাঁরা থেকে গিয়েছেন, যেতে পারেননি, তাঁরা রীতিমতো গৃহবন্দি, সূর্যের মুখ দেখাও যেন পাপ। ভারত যেভাবে তালিবান বিদেশমন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, তাতে মহিলাদের নিয়ে সরকারি প্রতিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রশ্ন উঠছে এবং উঠতে বাধ্য, মোদি সরকার কি তালিবান মন্ত্রীকে জামাই আদর করে অসহায় আফগান মহিলাদের অপমান করছে না? বিশ্বের প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লির কোনও ব্যাখ্যা নেই এখানে।

তালিবান মন্ত্রীকে পাশে পেয়ে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও একটা দাবার চাল দিতে চায়। এবং সেটা ওই সাহারানপুরের কাছের শহরকে ঘিরে। তালিবান মন্ত্রীর প্রবেশ যেন নুতন করে আলো ফেলছে ভারতীয় মুসলিমদের এক অনালোচিত গৌরবজনক অধ্যায়ে।

এতদিন ভারতীয় মুসলিমদের প্রিয় জায়গা বলতে জানতাম, রাজস্থানের আজমের শরিফ, নয়াদিল্লির জামা মসজিদ, নিজামুদ্দিন দরগা, আগ্রার তাজমহল, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বা হায়দরাবাদের চারমিনার। নয়াদিল্লির এত কাছে সাহারানপুর, অথচ সেখানকার তাৎপর্য দেশজুড়ে অজানাই ছিল। আজ তালিবান মন্ত্রীর প্রবেশে অনেক কিছু জানা যাচ্ছে দেওবন্দ নিয়ে।

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের সময় সেখানে গিয়ে একটা উপলব্ধি হয়েছিল। আমাদের ছোটবেলায় আগ্রাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের যে গর্বের জায়গাগুলো ছিল, মোদি-যোগী মিলে সবগুলোকে অচ্ছ্যুত বানানোর মহান খেলায় মেতেছেন। ফতেপুর সিক্রি, সিকান্দ্রা, ইতমতদৌল্লার সমাধি--- মোগল আমলের সব দর্শনীয় স্থান প্রায় পরিত্যক্ত হওয়ার মুখে। পর্যটক কমে গিয়েছে, অধিকাংশই সেখানে যান না। আগ্রার তাজমহলকে তো ওইভাবে উপেক্ষার চাদরে মোড়া যাবে না। তাই আগ্রার সঙ্গে মথুরা ও বৃন্দাবনকে জুড়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে একটা পর্যটন ত্রিভুজ করা হয়েছে, যাতে তাজমহল দেখেই লোকে চলে যেতে পারে মথুরা-বৃন্দাবনে। বড় চতুর কৌশল।

তালিবান সরকারকে রাতারাতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই, ইচ্ছে না থাকলেও যোগী সরকারকে দেওবন্দকে আলোচনায় আনতে হচ্ছে। দুই বাংলাতেও অনেকে দেওবন্দি মুসলিম রয়েছেন। তবু বাঙালির কাছে দেওবন্দ জায়গাটা, দেওবন্দি আন্দোলন কার্যত প্রচারের আড়ালে থেকে গিয়েছে কী জানি কেন। দেওবন্দি জিহাদিইজমও এর সঙ্গে জড়িত।

পরে বলতে ভুলে যাব, এখানেই দেওবন্দের মাহাত্ম্য একটু লিখে ফেলা যাক। এখানেই রয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দ নামে দেশের অন্যতম সেরা ইসলামিক প্রতিষ্ঠান। যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্তানে। বাংলাদেশে, ইংল্যান্ডে, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকাতেও।

দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ভারতে, ১৮৬৬ সালের ৩১ মে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরপরই। একটা ডালিম গাছের নীচে এর প্রতিষ্ঠা। উদ্যোগ ছিল সায়িদ মুহাম্মদ আবিদের। একটা সময় এটা হয়ে ওঠে কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। এটা শুধুই একটা নিছক মাদ্রাসা রইল না, হয়ে উঠল ইসলামিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। অনেক মুসলিমই নিজেদের দেওবন্দি মুসলিম বলে থাকেন।

বাস্তব হল, এই মুসলিমদের অনেকেই এখন আরবিক মুসলিম হওয়ার দিকে ঝুঁকছেন। হিন্দুরা যত উগ্র হচ্ছেন এ দেশে, মুসলিমরা ততই ভারতীয়ত্ব থেকে সরে আরব দুনিয়ার দিকে যাচ্ছেন। আমিনুল ইসলামরা নাম পালটে হয়ে উঠছেন মহম্মদ আমিনুল। বাঙালি মুসলিমদের নাম পালটে হচ্ছে আরবিক নামে। ইন্টারনেটের দয়ায় আরবি মুসলিম বা বাংলাদেশি ইউটিউবার মোল্লাদের উপদেশবাণী মন দিয়ে শুনছেন এঁরা। আড়ালে চলে যাচ্ছে ভারতীয় দেওবন্দি মুসলিম হওয়ার গর্ব।

মনে রাখা খুব জরুরি, দেওবন্দের এই সংগঠন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। ১৮৫৭ সালেই সিপাহি বিদ্রোহের অংশ হিসেবে এরা লড়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে। তারিখটা ছিল ১০ মে। উত্তরপ্রদেশের শামলি জেলার থানা ভবন নামে একটা গ্রাম মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দখল করে নেন। এই শামলির যুদ্ধজয় ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম সাফল্য। যা আড়ালেই থেকে গিয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবশ্য দিনকয়েকের মধ্যে থানা ভবন দখল করে নেয় এবং ধ্বংস করে সেই শহর।

এখন তালিবান মন্ত্রী এসেছেন বলে আবার সেই শামলির যুদ্ধের কথা আসছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। এতদিনে গঙ্গা, সিন্ধুর জলে প্রচুর সুখ-দুঃখের খবর মিশে গিয়েছে। দেওবন্দের অনেক ইসলামিক নেতা সপরিবার চলে গিয়েছেন পাকিস্তানে। ইসলামাবাদ এখন বলছে, দেওবন্দের আসল উত্তরসূরি তারাই, ভারত নয়। সীমান্তের ওপারেই এখন দেওবন্দের অনেক শাখাপ্রশাখা।

আফগানিস্তানকে দিয়ে এখানেও তাই কাঁটা তোলার চেষ্টা ভারতের। তালিবান নেতার দেওবন্দে ঘুরে যাওয়া মানে দেওবন্দের নতুন করে বিশ্বময় স্বীকৃতি। যে কাজটা ভারত সরকারেরই আদায় করে নেওয়ার কথা, তা তো হিন্দুহৃদয় সম্রাট মোদি করেননি। তাই তালিবানদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

যোগী সরকার তা হলে এতদিনে কী করল? তারা প্রস্তাব দিয়েছে দেওবন্দ নাম পালটে দেওবৃন্দ করার জন্য। দেওবন্দের নাম আইন-ই-আকবরিতে ছিল তো কী, এখানে বৃন্দাবনের রাধাবল্লভ বৈষ্ণবদের প্রধান শ্রী হিত হরিবংশ মহাপ্রভু শুরুর দিকে থাকতেন। রাধাকৃষ্ণের একটি মন্দিরও করেছেন সেখানে। মহাভারতের সময় এই অঞ্চল জঙ্গলে ভরা ছিল। দেবী এবং বন-সে থেকেই নাকি দেওবন্দ নাম হয়েছিল। সেটা পালটানো দরকার।

ইতিহাস থাক। অমোঘ বর্তমান প্রশ্নে আসা যাক। তালিবান সরকার স্বাভাবিকভাবেই চাইছে, ভারত তাদের স্বীকৃতি দিক। সেটা ভারতের পক্ষে সম্ভব কতটা? রাশিয়া বাদে কোনও দেশই এখনও তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। মুসলিম দেশগুলোর বাইরে চিনই শুধু তালিবান রাষ্ট্রদূতকে কাজ করতে দেয় গত বছর জানুয়ারিতে। আরব আমিরশাহি, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাতার, তুর্কমেনিস্তান, ইরানও ওইভাবে বাঁ হাতে পুজো দিচ্ছে। অন্য দেশগুলো নারী ও বালিকাদের প্রতি তালিবানদের মনোভাবকে কঠোর নিন্দা করে একঘরে করে রেখেছে। ভারতের পক্ষে এতগুলো দেশকে চটানো হারাকিরির সমান হবে। যদিও ভারত গত নভেম্বরে দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদে কনসুলেট খুলতে দিয়েছে।

তবু আফগানিস্তান মানেই যে ভারতের মাথায় ঘুরবে পাকিস্তান, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এ বছর ১৫ মে। ভারত-পাক তথাকথিত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হওয়ার পাঁচদিনের মাথায়। সেদিন জয়শংকর কথা বলেছিলেন তালিবান বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকির সঙ্গে। অথচ ১৯৯৯ সালের পর ভারতের কোনও মন্ত্রী তালিবান মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে অন্তত যোগাযোগ করেননি।

দেওবন্দের যে অতিপরিচিত প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছেন তালিবান মন্ত্রী, সেখানে নারীদের ঢোকা বারণ ছিল ক'দিন আগেও। এখন বলা হচ্ছে, বোরখা পরে কোনও পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে যেতে পারেন নারীরা। তালিবান ও দারুল উলুম এখানে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। যত দিন গিয়েছে, স্বাধীনতার বহু আগে আধুনিকমনস্ক প্রতিষ্ঠানটি পিছিয়েই গিয়েছে দেখছি। খুব দুঃখের, যন্ত্রণারও।

ইতিহাস কত দ্রুত পালটে যায় দেখুন। চার বছর আগে উত্তরপ্রদেশের সন্ন্যাসী মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় কড়া সমালোচনা করেছিলেন মৌলবাদী তালিবান সরকারের। নারী ও শিশুদের ওপর অত্যাচার হয় বলে। তালিবানের স্বপক্ষে কথা বলায় যোগী-রাজ্যে কয়েকজন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক মুসলিম সাংসদকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।

সেই যোগীর রাজ্যের এক শহরেই এবার রাজকীয় সংবর্ধনা পাবেন তালিবান বিদেশমন্ত্রী! তাতে কি হিন্দু-মুসলিম করে হিংসায় বিদ্ধ দেশে দেওবন্দের গুরুত্ব ও মর্যাদা কিছুটা বাড়বে?

আজ

১৯০২

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৪২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন।

আলোচিত

অসম পুলিশ চাইলে তদন্ত করে ফল পেতে পারে। তবে ইচ্ছা থাকতে হবে। জুবিনের যত্ন নেওয়া হয়নি। ওঁর সঙ্গীরা জানতেন জুবিনের সাঁতার কাটতে চিকিৎসকের বারণ আছে। কারণ ওঁর মৃগী ছিল। তবু ওঁকে জলে নামানো হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করা সরকারের হাতে।

- গরিমা শইকিয়া গর্গ

ভাইরাল/১

বেঙ্গালুরুর এক কৃষক বিলাসবহুল গাড়ি কিনতে গেলেন গোরুর গাড়ি চেপে। পরনে ধুতি-কুর্তা, গলায় সোনার চেন। ব্যস্ত রাস্তায় গোরুর গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেকগুলি বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে তাঁর। নতুন গাড়ির ডেলিভারির দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এমন উদ্যোগ।

ভাইরাল/২

পাটনায় মেট্রো চালুর কয়েকদিনের মধ্যে লাইন, দেওয়াল গুটখার পিকে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বাদ যায়নি মেট্রোর সিঁড়িও। 'গুটখা গ্যাং'-এর দৌরাত্ম্যে তিতিবিরক্ত নেটিজেনরা। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন তাঁরা।

জনমন
জনমত

নারী নির্যাতন ও দুর্বল বিচার ব্যবস্থা আজও দগদগে ক্ষত

মেয়েটির নাম মকছেদা বেগম, বয়স পঁচিশ। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছে। বছর দুয়ের একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। হঠাৎ বাবার বাড়িতে খবর এল মেয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এমন ঘটনা বছর পাঁচেকের মধ্যে পাঁচ-পাঁচটি ঘটল প্রান্তিক শহর হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ পঞ্চায়েতে।

সবকয়টি বিষয় যে কারণে ঘটেছিল তা হল শ্বশুর-শাশুড়ির অমানুষিক নির্যাতন। এই নির্যাতনের পরিসমাপ্তি মর্মান্তিক মৃত্যুতে। লজ্জাজনক ও দুঃখজনক হল, সময়ের সঙ্গে সবকয়টি মৃত্যুর বিচার প্রক্রিয়া ফিকে হয়ে গিয়েছে। বিশেষ অংশটাই আর বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে নেই। কেন নেই প্রশ্ন করলে জানা যায় বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ায় গরিব বাবার অংশগ্রহণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে ওঠে।

মেয়েদের আইন, মেয়েদের নিয়ে সচেতনতা কোথায় যেন আজও আটকা পড়ে রয়েছে। যে মেয়েটি দিনের পর দিন শ্বশুরবাড়িতে নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, সেই মেয়েটি কেন শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করল না, কেন জীবনটাকে দীর্ঘ না করে সংকীর্ণতায় সমাপ্তি টেনে দিল- এর উত্তর মেয়েরাই জানে।

এই সমাজে আজও মেয়েদের ইচ্ছের অধিকার দেওয়া হয়নি। যা মেয়েরা পেয়েছে তার সবটা লোকদেখানো। যে অংশটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, সেই অংশটাকে বাদ দিলে বাকি অংশটা নিরুপায় হয়ে শুধুমাত্র ভাতকাপড় আর নতুন দিনের আশায় মানসম্মান নিয়ে থাকতে হয় শত নির্যাতনেও।

আজও বহু মেয়েকে শেখানো হয় স্বামীর সংসারই ধর্ম, সহ্য করাই কর্তব্য। নির্যাতনের মধ্যেও মুখ বন্ধ রাখাই যেন তার ভাগ্য। ডিভোর্সি নারীদের সমাজ আজও 'কলঙ্কিনী' বলে

আখ্যা দেয়। এমনকি নারীরাই নারীর সবচেয়ে বড় সমালোচক হয়ে ওঠে। ধর্ম, সংস্কার ও পরিবার - সবাই মিলে নারীর স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করেছে।

পরিবারের তরফে মেয়েদের বাঁচার অধিকার দেওয়া হোক। পরিবার ও সমাজের তরফে অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হোক। সর্বোপরি এই পাঁচটি নির্যাতন ও হত্যার শাস্তি কামনা করি। পুলিশ প্রশাসনের তরফে কমিটি গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করার অনুরোধ জানাই।

রাসেল সরকার
বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি।

নোবেলে সম্মানিত সভ্যতার ক্ষতের আখ্যান

লাজলো ক্রাশনাহরকাইয়ের লেখায় ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতির সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবন-মৃত্যুর ধারণা মিশে যায়।

গৌতম গুহ রায়

২০০২ সালে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন ইমরে কার্তেজ। ঠিক ২৩ বছর পর আরেক হাঙ্গেরিয়ান বিশ্ব সাহিত্যে সবচেয়ে চর্চিত পুরস্কারটি পেলেন। লাজলো ক্রাশনাহরকাই- বাঙালির সহজ উচ্চারণের মধ্যে আসে না। সে যাই হোক, বিশ্ব সাহিত্যে তিনি এক 'রহস্যময় ও গভীরতম কণ্ঠ।' ক্রাশনাহরকাইয়ের আখ্যানে পরাবাস্তবতার আবহে মিশে থাকে নৈরাশ্য ও সভ্যতার ক্ষতচিহ্নিত সময়।

নোবেল কমিটি যথার্থই উল্লেখ করেছে যে, 'তাঁর দৃষ্টিনন্দন, বিষণ্ণ অথচ মহিমান্বিত আখ্যান, যা বিশৃঙ্খলা ও ভয়ের মধ্যেও মানবতার শিল্পসত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করে।' কার্তেজের 'লিকুইডেশন'-এর চরিত্র ছিল আউশভিৎস থেকে প্রাণে বাঁচা একজন আর ক্রাশনাহরকাই পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতের দখলদারিতে গ্রেপ্তার ও পরে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। এখানেই যুদ্ধ ও দখলের অমানবিক বীভৎসতা দুই হাঙ্গেরিয়ানকে মিলিয়ে দেয়।

হাঙ্গেরির ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় থেকেই তিনি নিভৃত ও সংযত যাপনে নিজেকে গড়ে তোলেন। এই সময় থেকে তিনি প্রায়ই হাঙ্গেরির পাহাড়ি অঞ্চলে একাকী ঘুরে বেড়াতেন। এই একাকিত্ব তাঁর লেখালেখিতে প্রভাব ফেলে। পূর্ব-এশিয়া ভ্রমণে চিন, জাপানের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রাচীন জাপানি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্যানগম্ভীরতা ক্রাশনাহরকাইকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

১৯৮৫ সালে প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (Satantango) অর্থনৈতিক ধ্বংস ও আধ্যাত্মিক নিঃশেষের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা

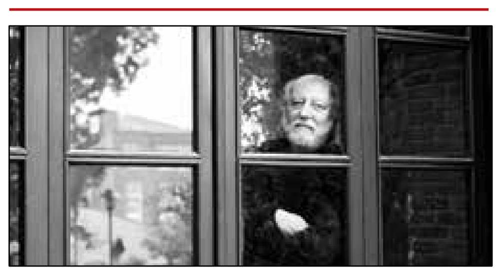

এক গ্রামীণ সমাজের কাহিনী। ক্রাশনাহরকাইয়ের দ্বিতীয় বড় কাজ 'দ্য মেলাঙ্কোলি অফ রেজিস্ট্যান্স।' ১৯৮৯-এ লেখা এই উপন্যাস সভ্যতার অধঃপতন ও নৈতিক শূন্যতার এক দার্শনিক কাব্য যেন। এর এক দশক পর ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার।' যেখানে এক সরকারি কেরানির চোখ দিয়ে দেখা যায় মানবসভ্যতার অন্তিম সংগ্রাম- যুদ্ধ, ইতিহাস ও ভাষার মধ্যে দিয়ে টিকে থাকার এক মরিয়া প্রচেষ্টা।

২০১৩-তে প্রকাশিত উপন্যাস 'সিয়াব দ্যার বিলো'-তে ছিল, লেখকের ওপর প্রাচ্য দেশের আধ্যাত্মবাদী দর্শনের প্রভাব। আখতারুজ্জমান ইলিয়াস বা কমলকুমার মজুমদারের লেখায় পাঠকদের যেমন দীর্ঘ বাক্যপাঠের অভিজ্ঞতা আছে, তেমনই ক্রাশনাহরকাই। প্রথম উপন্যাসে ১২টি চ্যাপ্টার একটি করে বাক্যে লেখা। তাঁর অবিঘ্নিত বাক্যে লেখা পাঠকদের চমকিত করেছিল। তিনি কয়েক পাতাজোড়া দীর্ঘ বাক্যে মানুষের চিন্তাপ্রবাহ ও সময়কে একাকার করে দেন। প্রায়ই একটি বাক্যে বহু ধারণা, ছায়া, মনস্তাত্ত্বিক গহ্বরকে একত্রিত করেন।

তাঁর লেখায় ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি এবং লেখককে নিমজ্জিত করে রাখা প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যুর ধারণা মিশে যায়। নোবেল কমিটির বয়ান ধার করে বলতে হয়, 'তিনি পাঠককে বাস্তবতার ভাঙন, সমাজের দুর্বল দিক ও ঘাতকতা শনাক্ত করার সাহস দেন এবং তাঁর পথে থাকে উদার ও সংকল্পমূলক দর্শন, যা শিল্পের মাধ্যমে মানুষের মানসিক ও আত্মিক উন্নতির বিশ্বাস প্রচার করে।'

পাঠকরা যথার্থই তাঁকে ফ্রাঞ্জ কাফকা, মার্কেজের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করেন। বর্তমান সময়ে আলোচিত ইউক্রেনের যুদ্ধের পটভূমি তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন ক্রাশনাহরকাই। এই প্রসঙ্গে 'দ্য ইয়েল রিভিউ'-কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আবার ফিরে এসেছে- আমি প্রায়ই অনুভব করি। মানুষ কিছুই শেখেনি। ইউক্রেনের পাশের দেশ হাঙ্গেরি। অথচ আমাদের সরকার 'নিরপেক্ষতা'-র কথা বলে। আমি ভেবে পাই না কী করে একটা দেশ নিরপেক্ষ থাকতে পারে, যখন পাশের মানুষগুলো প্রতিদিন মরছে, যখন রুশ সেনারা অন্যের ভূমি দখল করছে।'

এটা কোনও রাজনৈতিক অবস্থান নয়, বরং নৈতিক প্রশ্ন। যে দেশ এমন সময়ে নীরব থাকে, সে নিজের আত্মাকে হারায়। আমাদের সবাইকে সেই দায় নিতে হয়। কারণ আমরা সবাই এই পৃথিবীর বাসিন্দা।

(লেখক সাহিত্যিক, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৩

পাশাপাশি : ১। জেরা করা বা জানতে চাওয়া ৩। যে হাল ছেড়ে দিয়েছে ৫। লাল রংয়ের পদ্মফুল ৭। মশলা হিসেবে ব্যবহৃত কন্দ ৯। ত্রিভুবনের তিন লোকের একটি ১১। কাজের জন্য মাঝারি গোছের ১৪। গুণ অঙ্কের তালিকা ১৫। হাত জোড় করে অভিবাদন।

উপর-নীচ : ১। পুকুর বা জলাশয় ২। খাবার বিতরণের জায়গা ৩। আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিতভাবে ৪। সারা গায়ে কাঁটাওয়ালা বন্যপ্রাণী ৬। পণ্য উৎপাদনের মোট খরচ ৮। মহাভারতে শকুনির বাবা ১০। এই দেবতার শুঁড় আছে ১১। একটি পাখির নাম ১২। বিনীতভাব বা শিষ্টতা ১৩। জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৪২৬২

পাশাপাশি : ১। দৌলত ৩। মাছি ৫। রিপু ৬। মামদো ৮। কল্পিত ১০। কংস ১২। মস্তান ১৪। বিলি ১৫। কস্তা ১৬। কানাত।

উপর-নীচ : ১। দৌবারিক ২। তরিবত ৪। ছিলিম ৭। দোনা ৯। জাম ১০। কদলিকা ১১। সংবৃত ১৩। স্তাবক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নোবেল ট্রাম্পের হাতছাড়াই

রাজনীতিতে গুরুত্ব, ক্ষুব্ধ হোয়াইট হাউস

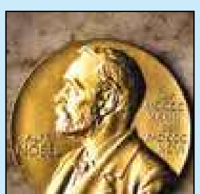

নোবেল কমিটি আবার প্রমাণ করেছে যে তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ট্রাম্পের এই বাদ যাওয়া বিশ্বশান্তির প্রতি দায়বদ্ধতার পরিবর্তে পক্ষপাতের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে

স্টিভেন চিউং
মুখপাত্র, হোয়াইট হাউস

ট্রাম্প বিশ্বশান্তির জন্য অনেক কিছু করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য এর আদর্শ উদাহরণ হতে পারে। নোবেল কমিটি অনেক সময় এমন লোকদের মনোনীত করে যাঁদের বিশ্বশান্তিতে কোনও অবদান নেই

ভ্লাদিমির পুতিন
প্রেসিডেন্ট রাশিয়া

ওয়াশিংটন, ১০ অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নয়। ২০২৫-এর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার নিয়ে বহু বছরের লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসাবে মারিয়াকে শান্তিতে নোবেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নোবেল কমিটি। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা... বিশ্বজুড়ে ৮টি যুদ্ধে রাশ টানতে 'সফল' ট্রাম্পকে টপকে মাত্র একটি দেশে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালানো আত্মগোপনকারী নেত্রীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে মার্কিন সরকারের অন্দরে।

শুক্রবার নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস মারিয়ার নাম ঘোষণার পর ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে কোনও বিবৃতি দেননি। তবে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র স্টিভেন চিউং। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'নোবেল কমিটি আবার প্রমাণ করেছে যে তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ট্রাম্পের এই বাদ যাওয়া বিশ্বশান্তির প্রতি দায়বদ্ধতার পরিবর্তে পক্ষপাতের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।' একই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিশ্বজুড়ে শান্তিচুক্তি করে যাবেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন এবং জীবন রক্ষা করবেন। তাঁর মধ্যে এক মানবতাবাদী হৃদয় আছে এবং তাঁর মতো কেউ নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে পাহাড় সরাতে পারে না।'

অতীতে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা ওবামার নোবেল প্রাপ্তিকে তিনি যে মোটেও ভালো চোখে দেখেননি, তা গোপন করেননি রিপাবলিকান ট্রাম্প। এদিন নোবেল শান্তির জন্য মারিয়া কোরিনা মাচাদোর নাম ঘোষণার কয়েকঘণ্টা আগে ওবামাকে তীব্র আক্রমণ করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'তিনি (ওবামা) কিছু না করার জন্য এটা (নোবেল) পেয়েছেন। ওবামা একটি পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। ওরা ওবামাকে এটা দিয়েছে আমাদের দেশকে ধ্বংস করার জন্য এবং কিছুই না করার জন্য।'

ট্রাম্পকে নোবেল না দেওয়া নিয়ে নোবেল কমিটির তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে একাধিক যুক্তি সামনে এসেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর নোবেল পুরস্কারের জন্য সম্ভবত ট্রাম্পের নাম বিবেচনাতেই আনেনি নোবেল কমিটি। কারণ, নোবেল পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। সাধারণত শান্তি ও মানবাধিকার ইস্যুতে দীর্ঘদিন কাজ করা ব্যক্তি বা সংগঠনকে এই সম্মানের জন্য বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু যেসব যুদ্ধ থামানোর জন্য ট্রাম্প নোবেল দাবি করেছেন, তার সবকটি তাঁর প্রেসিডেন্ট পদের চলতি মেয়াদে হয়েছে। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন গত ১৯ জানুয়ারি। আর নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়ার সময়সীমা শেষ হয়েছে ৩১ জানুয়ারি। মাঝের ১২ দিনে আন্তর্জাতিক সংকট সমাধানে কোনও ভূমিকা রাখতে পারেননি ট্রাম্প। তিনি যেসব যুদ্ধ থামিয়েছেন বলে দাবি করেছেন, তার সবই ৩১ জানুয়ারির পর।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সহ বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রনেতা ট্রাম্পের নোবেল পাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের দাবিকে আমল দেয় না নোবেল কমিটি। নোবেলের জন্য তাদের নিজেস্ব বাছাই-নীতি রয়েছে। মনোনীতদের নামও প্রকাশ করে না কমিটি। শুধুমাত্র পুরস্কারপ্রাপকের নাম ঘোষণা করা হয়। এদিন নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপকের নাম প্রকাশ্যে আসার পরেও ট্রাম্পের হয়ে সওয়াল করেছেন পুতিন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ট্রাম্প বিশ্বশান্তির জন্য অনেক কিছু করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য এর আদর্শ উদাহরণ হতে পারে। নোবেল কমিটি অনেক সময় এমন লোকদের মনোনীত করে যাঁদের বিশ্বশান্তিতে কোনও অবদান নেই।'

তালিবান বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শংকরের

কাবুলে দূতাবাস চালুর ঘোষণা দিল্লির

ভারতের সাহায্য

- আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন ৬ প্রকল্প
- ২০টি অ্যাম্বুল্যান্স
- ক্যানসারের ওষুধ সরবরাহ
- পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা
- সরাসরি উড়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : আফগানিস্তানের সঙ্গে পুরোনো বন্ধুত্ব নতুন করে ঝালিয়ে নিতে তৈরি ভারত। শুক্রবার আফগান-তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে বৈঠকের পর সেই বার্তাই দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক মজবুত করতে কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস ফের চালু করার কথা জানিয়েছেন তিনি।

৬ দিনের সফরে বৃহস্পতিবার ভারতে এসেছেন মুত্তাকি। চলতি সফরে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ছাড়াও ভারতের একাধিক বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। ঘুরে দেখবেন তাজমহল এবং একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা।

২০২১-এ মার্কিন সেনাবাহিনী কাবুল ছাড়ার পরেই কাবুলে দূতাবাস বন্ধ রেখেছে ভারত। কিছুদিন আগে সেখানে একটি টেকনিক্যাল টিম পাঠানো হয়। এবার সেই 'টেকনিক্যাল মিশন'-কে পুরোদস্তুর দূতাবাসে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালিবানকে এখনও স্বীকৃতি দেয়নি ভারত। এই পরিস্থিতিতে কাবুলে দূতাবাস চালু করার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আফগান বিদেশমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে জয়শংকর বলেন, 'আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি দায়বদ্ধ ভারত। কাবুলের টেকনিক্যাল মিশনকে দূতাবাসে উন্নীত করার কথা ঘোষণা করতে পেরে ভালো লাগছে।' আফগানিস্তানের জন্য একগুচ্ছ সুবিধার কথাও জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজাতে ৬টি প্রকল্প, অ্যাম্বুল্যান্স এবং ক্যানসারের ওষুধ সরবরাহ। সেখানে ভারতীয় বিনিয়োগে শুরু হওয়া প্রকল্পগুলি ফের চালু করার ইঙ্গিত দিয়েছেন জয়শংকর। তিনি বলেন, 'আমরা প্রতিবেশী। আমাদের দু-দেশের লক্ষ্য উন্নয়ন। ভারত ও আফগানিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হবে।'

ভারতের আশ্বাসে দৃশ্যতই খুশি আমির খান মুত্তাকি বলেন, 'কোনও দেশকে আমাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করে অন্য দেশে হামলা চালানোর অনুমতি দেব না। ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। যোগাযোগ ও বাণিজ্য আরও বাড়বে। পারস্পরিক সম্মান এবং দু-দেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব।' জয়শংকর-মুত্তাকি বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে কাবুলে বিমান হামলা চালিয়েছে পাক সেনা।

সেদিকে ইঙ্গিত করে মুত্তাকি বলেন, 'আফগানিস্তানকে নিয়ে খেলা বন্ধ করা উচিত পাকিস্তানের। আফগানিস্তানকে প্ররোচনা দেওয়ার আগে ওদের উচিত ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে কথা বলা। দু'দেশ পাকিস্তানকে বলে দেবে আফগানিস্তানের সঙ্গে এই ধরনের খেলার ফল কী হতে পারে।' ইসলামাবাদ-কাবুল সম্পর্ক যখন তলানিতে সেই সময় তালিবান সরকারের ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির চেষ্টা দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করছে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'ইতিহাস সাক্ষী অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সবসময় আফগানিস্তান ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করেছে।' তাঁর বক্তব্য, 'আমরা আফগানিস্তানের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। তারপরও ওরা আমাদের পাশে থাকে না।'

জেপিসিতে থাকা নিয়ে বিরোধীদের ভিন্ন মত

'দাগি নেতা' বিল

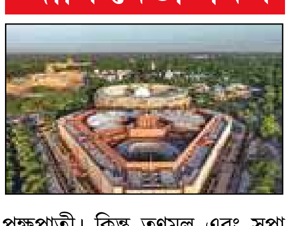

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ অক্টোবর : 'দাগি নেতা' বিল জেপিসি বা যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলেও তাতে বিরোধীদের থাকা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ, বিরোধী ইন্ডিয়া জোট এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে সহমত হতে পারেনি। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ওই বিলটি খতিয়ে দেখার জন্য জেপিসি গঠন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিরোধী ইন্ডিয়া জোট এই ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত। ২০ অগাস্ট গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীদের কুর্সিচ্যুত করা সংক্রান্ত তিনটি বিল লোকসভায় পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

সূত্রের খবর, কংগ্রেস এবং বামেরা জেপিসিতে যাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু তৃণমূল এবং সপা সেটিকে বয়কট করার পরিকল্পনা করেছে। সম্প্রতি কংগ্রেস, সপা এবং তৃণমূলকে এই ব্যাপারে একটি রিমাইন্ডার পাঠানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিরোধীদের বাদ দিয়ে জেপিসি গঠন করা হবে কি না, সেইব্যাপারে চর্চা চলছে। লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল পিডিটি আচার্য জানিয়েছেন, বিরোধীদের বাদ দিয়ে যদি জেপিসি গঠন করা হয় তাহলে সেটি নজিরবিহীন হবে। তিনি বলেন, 'স্পিকার এখনও জেপিসির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেননি। স্পিকার একপক্ষকে নিয়ে কমিটি গঠন করতে পারেন না। যদি শুধু শাসকদলের সদস্যরাই থাকেন তাহলে সেটিকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি বলা যাবে না। সেটি তাহলে এনডিএ-র কমিটি হবে। বিরোধীরা না থাকলে ওই কমিটির কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাও থাকবে না।' কংগ্রেস সাংসদ মণিকম টেগোর জানিয়েছেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি শীঘ্রই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে ঐকমত্য খুঁজে বের করবেন।

দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার মারিয়া কোরিনা মাচাদো। -ফাইলচিত্র

ভেনেজুয়েলার অগ্নিকন্যার ঝুলিতে শান্তির নোবেল

স্টকহোম, ১০ অক্টোবর : জল্পনার অবসান। শেষপর্যন্ত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব মারিয়া। সেদেশের বিরোধী দলগুলিকে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রশ্নে একজোট করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তিনি।শুক্রবার নোবেল জয়ী হিসাবে মারিয়ার নাম ঘোষণা করেন নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস। তিনি বলেন, 'একজন সাহসী এবং নিবেদিতপ্রাণ শান্তির প্রতীককে, একজন মহিলাকে, এমন একজনকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে যিনি চরম অন্ধকারের মধ্যে গণতন্ত্রের শিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন।' জর্গেন জানান, গত বছর থেকে আত্মগোপন করে রয়েছেন মারিয়া। ওইভাবেই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ভেনেজুয়েলার জনপ্রিয় নেত্রী। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা তিনি।

নোবেল কমেটির প্রধান বলেন, 'মারিয়া বন্দুকের বদলে ব্যালটকে বেছে নিয়েছেন। গত দু'দশক ধরে তাঁর লড়াই চলছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন তাঁর প্রধান লক্ষ্য।' নিজের নোবেল প্রাপ্তির কথা জেনে অবাক মারিয়া কোরিনা মাচাদো। আত্মগোপনে থাকা নেত্রী এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। এটা কীভাবে সম্ভব হল বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস হচ্ছে না।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। এটা কীভাবে সম্ভব হল বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস হচ্ছে না।

মারিয়া কোরিনা মাচাদো

এক্স পোস্টে মারিয়া লিখেছেন, 'ভেনেজুয়েলার মানুষের সংগ্রামের এই স্বীকৃতি আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহ জোগাবে। আমরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের এই লড়াইয়ে আমাদের প্রধান বন্ধু হিসেবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, মার্কিন জনগণ, ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলির

সারোগেসি আইনে মানবিক আদালত

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : নয়া সারোগেসি আইনে বয়সসীমার কারণে যেসব দম্পতি সন্তানের মুখ দেখতে পারছিলেন না, তাঁদের জন্য সুখবর। সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের কথা ভেবে মানবিক রায় দিল। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, যেসব দম্পতি সারোগেসি নিয়ে নয়া আইন কার্যকর হওয়ার আগে তাঁদের ভ্রূণ হিমায়িত (ফ্রিজ) করেছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন আইনের বয়সসীমা কার্যকর হবে না।

গতকাল শীর্ষ আদালতের রায়ে মানবিকতার দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নমনীয়তা দেখানো হয়েছে আইনের ব্যাখ্যায়। তাতে স্বস্তি পেলেন তিন দম্পতি।

সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বিভি নাগারত্না ও কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, 'সারোগেসি সহ প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে ব্যক্তি-অধিকারের কথা রয়েছে। এ হল জীবনের মৌলিক অধিকার।' তাঁরা এও জানিয়েছেন, কোনও আইনই মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। কখনও কখনও আইন নয়, জীবনের যুক্তিই বড়।

সারোগেসি (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২১ সালে তৈরি হয়। কার্যকর হয় ২০২২-র ২৫ জানুয়ারি। কেন্দ্রীয় আইনে বলা আছে, যেসব দম্পতি সারোগেসির দ্বারস্থ হবেন তাঁদের ক্ষেত্রে পুরুষদের বয়স ২৬ থেকে ৫৫, মহিলাদের বয়স ২৩ থেকে ৫০-র মধ্যে হতে হবে। সরকারের যুক্তি, সন্তানের দীর্ঘমেয়াদি যত্নের জন্য বয়সসীমা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার।

তিন দম্পতি আইনটি কার্যকর হওয়ার আগে সারোগেসি শুরু করেছিলেন। নয়া আইনে বয়সসীমার কারণে তাঁরা থমকে যান।

কাবুলে পাক হামলা

কাবুল, ১০ অক্টোবর : আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির দিল্লি সফরের মধ্যে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ব্যাপক বিমান হামলা চালাল পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কাবুলের একটি বসতি এলাকাকে নিশানা করে পাক বায়ুসেনা। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া অঞ্চলটিতে পাকিস্তানের সরকার বিরোধী জঙ্গি গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান-এর একাধিক ঘাঁটি ছিল বলে পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

এদিন কাবুলের প্রাণকেন্দ্র থেকে অন্তত ২টি জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন হামলার জেরে এই বিস্ফোরণ বলে মনে করা হচ্ছে। হামলার কথা স্বীকার করে তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ জানিয়েছেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর এ ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করবেন তাঁরা। পাক সরকারি সূত্রের দাবি, বিমানহানায় নিহত হয়েছেন টিটিপি-র প্রধান নুর ওয়ালি মেহসুদ এবং সহকারী প্রধান কারি সাইফুল্লাহ মেহসুদ।

জুবিনের মৃত্যুতে ২ দেহরক্ষী ধৃত

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : চমকের পর চমক। অসমিয়া সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনায় এবার গ্রেপ্তার হলেন তাঁর দুই দেহরক্ষী। শুক্রবার অসম পুলিশের সিআইডি বিভাগের বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন নন্দেশ্বর বোরা ও পরেশ বৈশ্য। গত সাত বছর ধরে তাঁরা জুবিনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দলে কাজ করছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের অ্যাকাউন্টে কিছু আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। তাঁদের পাকড়াও করার ঠিক একদিন আগে গ্রেপ্তার হন অসম পুলিশের ডিএসপি সন্দীপন গর্গ। সব মিলিয়ে জুবিনের মৃত্যুতে গ্রেপ্তারের সংখ্যা সাত। নন্দেশ্বর ও পরেশকে সিআইডি হেপাজতে রাখা হয়েছে। বাকি ধৃতরা হলেন সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠানের আয়োজক শ্যামকান্ত মহন্ত, জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, তাঁর ব্যান্ডমেট শেখরজ্যোতি গোস্বামী ও সহশিল্পী অমৃতপ্রভা মহন্ত।

জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা

কেন্দ্রকে চার সপ্তাহ সময় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজেদের অবস্থান চার সপ্তাহের মধ্যে জানাতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। এই ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা চলছে। সেগুলির মধ্যে শিক্ষাবিদ জাহুর আহমেদ ভাট এবং সমাজকর্মী আহমেদ মালিকেরও মামলা রয়েছে। শুক্রবার সেই মামলাগুলির শুনানি প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চে হয়। আবেদনকারীরা শীর্ষ আদালতকে জানান, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। সেই আশ্বাস যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত হয় তার নিশ্চয়তা দিক সুপ্রিম কোর্ট।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বেঞ্চকে জানান, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। কিন্তু তার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরকে ভেঙে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছিল। তবে একই সঙ্গে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিধানসভা ভোট করানোর নির্দেশও দিয়েছিল। শুধু জম্মু ও কাশ্মীর নয়, রাজ্যের মর্যাদা চাইছে লাদাখও। সম্প্রতি যে অশান্তি হয়েছে তার নেপথ্যেও ওই দাবি রয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুকও ষষ্ঠ তপশিলের পাশাপাশি লাদাখকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন।

প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার না ধনকুবের

ভোপাল, ১০ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশের পূর্ত দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার জিপি মেহেরার ভোপালের বাড়িতে হানা দিয়ে চোখ ছানাবড়া হয়েছে লোকায়ুক্ত ও তার বাহিনীর। কী নেই তাঁর বাড়িতে! আলমারি ভর্তি টাকা গোনার জন্য শেষমেশ টাকা গোনার মেশিন আনা হয়। ৩ কোটি টাকা মূল্যের কিলো কিলো সোনা-রূপো ছিল। তবে সবাইকে চমকেছে ওই সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের খামারবাড়িতে রাখা ১৭ টন মধু। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগে মেহেরার বিরুদ্ধে তদন্তে নমে লোকায়ুক্ত। গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি অবসর নেন। লোকায়ুক্তের ডিজি যোগেশ দেশমুখ মেহেরার ভোপাল, নর্মদাপুরম সহ চারটি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালান। মেহেরার মালিকানায় একটি নির্মীয়মাণ রিসর্ট রয়েছে। সেখানে মালদ্বীপের আকারে বিলাসবহুল আবাস গড়ার কাজ চলছিল। ৭টি কটেজ, ৩২টি নির্মীয়মাণ কটেজের সন্ধান মিলেছে। একাধিক বিলাসবহুল গাড়িও উদ্ধার হয়েছে।

ফের ফিলিপিন্সে ভূমিকম্প, মৃত ৭

ভেঙে পড়া কয়েকটি বাড়ি। ফিলিপিন্সে শুক্রবার।

ম্যানিলা, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার পরপর দুটি জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপিন্সের দক্ষিণাঞ্চল। ভূকম্পনে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৭.৫। দ্বিতীয়টির কম্পনের তীব্রতা ৬.৮। প্রথমটির ঠিক সাত ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় কম্পন অনুভূত হয়। বিশ্বের সর্বাধিক ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ারে অবস্থিত ফিলিপিন্স। ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন (ইএমএসসি) কেন্দ্র জানিয়েছে, এদিনের ভূমিকম্পটি হয়েছে মাটি থেকে ৬২ কিলোমিটার (৩৮. ৫৩ মাইল) গভীরে। কম্পনের জেরে সমুদ্র উপকূল বরাবর ৩০০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সুনামি সতর্কতা জারি হয়েছে। দাভাওয়ের নাগরিক প্রতিরক্ষা কার্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা কার্লো পুয়ের্তো জানিয়েছেন, ৭ জনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছেন।

অযোধ্যা যাবেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : রাম মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর অযোধ্যায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের আমন্ত্রণে ওইদিন মূল মন্দিরের মাথায় ধ্বজা ওড়াবেন তিনি। টেম্পল কনস্ট্রাকশন কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর যোগদান পর্ব ঘিরে প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ধ্বজা উত্তোলনের মাধ্যমে বোঝা যাবে মন্দির এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য কাঠামোর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ভক্তরা এখানে আসতে পারবেন।'

তদন্তকারী দল

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : হরিয়ানার এডিজিপি পূরণ কুমারের আত্মহত্যার ঘটনায় ৬ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করল চণ্ডীগড় পুলিশ। তাকে নেতৃত্ব দেবেন আইজি পুষ্পেন্দ্র কুমার। পূরণ কুমারের স্ত্রী আইএএস আধিকারিক অমনীত পূরণ কুমারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাতে ডিজি শত্রুজিৎ কাপুর এবং রোহতকের পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজার্নিয়া সহ ১৩ জন আধিকারিকের নামে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্বাসে বুক বাঁধছেন বিহারের রাজনীতিকরা

ভাগ্য ফেরাবে 'ভোট রসগোল্লা'

মিষ্টির স্বাদে
মন ভিজেছিল যে নেতাদের

- দ্রৌপদী মুর্মু
- রামনাথ কোবিন্দ
- অটলবিহারী বাজপেয়ী
- কর্পুরী ঠাকুর
- জগন্নাথ মিশ্র
- নীতীশ কুমার
- লালু যাদব
- রাবড়ি দেবী
- জিতনরাম মাঝি

গয়াজি, ১০ অক্টোবর : বিহারে ভোটের রণবাদ্য বেজে উঠেছে। শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সব শিবিরেই এখন শেষ মুহূর্তের ভোট ব্যস্ততা তুঙ্গে। আসনরফা, প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা, প্রচারের কৌশল নির্ধারণ, মিটিং-মিছিলের স্লোগান খুঁজে বের করা--দুই দফার ভোটের এক মাস আগে চাপা টেনশনের বাতাবরণ বিহার জুড়ে। এই টানটান উত্তেজনার মধ্যেই মগধভূমের রাজনৈতিক মহলে চর্চায় ভোট রসগোল্লা। গয়াজির পঞ্চানপুর মার্কেটের 'পণ্ডিতজি কা মশহুর রসগুল্লা তথা মিঠাইয়া' দোকানের ওই বিখ্যাত রসগোল্লা বিহারের রাজনৈতিক মহলের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়। বহু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর বিশ্বাস, ভোট রসগোল্লা খেয়ে প্রচার শুরু করলে ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হন। তাই গত ৫০ বছর ধরে ভোট রসগোল্লার সুনাম গয়াজি ছাড়িয়ে বিহারের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়েছে।

পণ্ডিতজির দোকানের এই মিষ্টির এমনই মাহাত্ম্য যে তার স্বাদ আস্বাদন করেননি এমন রাজনীতিবিদ বিহারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কে নেই সেই তালিকায়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তাঁর পূর্বসূরি রামনাথ কোবিন্দ, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব, রাবড়ি দেবী, জিতনরাম মাঝিরা তো বটেই, ভোট রসগোল্লার স্বাদে মন মজেছিল কর্পূরী ঠাকুর, জগন্নাথ মিশ্র, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীরও। সেই পরম্পরা এখনও চলছে। এক-একটি ভোট রসগোল্লার ওজন ১ থেকে ৫ কেজি পর্যন্ত হয়। দামও রীতিমতো আকাশচুম্বী। এক-একটির দাম ৩০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা পড়ে। কিন্তু তাতে কী। রাজনীতিক থেকে আমজনতা- প্রত্যেকেই রসে টইটম্বুর গোলোকধাঁধায় পা দিতে সবসময় রাজি।

১৯৬৯ সালে চার ভাই মিলে দোকানটি শুরু করেছিলেন। কেন তাঁদের রসগোল্লার ওজন বেশি হয় তার নেপথ্যে ছোট একটি গল্পও রয়েছে। দোকানের অন্যতম মালিক সুনীল মিশ্র জানান, পুষ্পঙ্কর পান্ডে নামে এক পুলিশ আধিকারিক প্রায়ই তাঁদের দোকানে আসতেন। নিমেষে ১০ থেকে ১২টি ছোট রসগোল্লা খেয়ে ফেলতেন তিনি। তাঁর এভাবে মিষ্টি খাওয়া দেখে পেল্লায় মাপের রসগোল্লা বানানোর চিন্তা মাথায় আসে তাঁদের। বর্তমানে এই ভোট রসগোল্লার চাহিদা শুধু নির্বাচনের মরশুমেই নয়, সারা বছরই নানাবিধ অনুষ্ঠানে লেগে থাকে। অনিল মিশ্রর কথায়, 'নির্বাচন হল গণতন্ত্রের উৎসব। আর মিষ্টি ছাড়া কোনও উৎসবই সম্পূর্ণ হয় না।' ভোট রসগোল্লা তাই পরম্পরা আর বিশ্বাসের মেলবন্ধন। যার স্বাদ পাঁচ দশক পরও অমলিন। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই তাই দলমত নির্বিশেষে বিহারের রাজনীতিকরা পণ্ডিতজির দোকানের রসগোল্লা নিয়ে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন।

বাচ্চার টিফিন নিয়ে জেরবার?

ফ্রিজে রাখার আগে ভালোভাবে ঠান্ডা করুন

ফ্যামিলি মানেই হাজারো ঝামেলি। আর সেই ঝামেলার মধ্যে অন্যতম বাচ্চার শিশুদের স্কুলের টিফিন। মায়েদের পাশাপাশি ছোটোদেরও টিফিন নিয়ে থাকে হাজারো বায়নাক্কা। মায়েদের চিন্তা, কী দেবেন বাচ্চার টিফিনে! কোন কোন বিষয় মাথায় রেখে পুঁচকেদের জন্য আগে থেকেই টিফিন তৈরি করে রাখতে পারবেন, সে বিষয়ে বলি। তাহলে কিন্তু মায়েদের আর বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে, খাবারের পুষ্টি, নিরাপত্তা এবং সতেজতা যেন বজায় থাকে।

টিফিন যেভাবে দিয়েছিলেন সেভাবেই যদি ফেরত আসে তাহলে বুঝতে হবে, আপনার সন্তান এ ধরনের খাবার খেতে চাইছে না। রোজ রোজ একই টিফিন খেতে কার ভালো লাগে! আবার রোজ নিত্যনতুন টিফিন তৈরি করাও কম হ্যাপা নয়। সমাধান করতে খেয়াল রাখবেন দুটো বিষয়ে– খাবারের পুষ্টিগুণ এবং সহজে খাওয়া যায় এমনকিছু।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠা ভিন্ন ধরনের। কোন বয়সে কী পরিমাণ পুষ্টি শরীরে প্রয়োজন সেটা জেনে নিয়ে মা-বাবা সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের সন্তান কোনটা পছন্দ করে। যে কোনও ধরনের জাঙ্ক ফুড যে বাচ্চাকে নিয়মিত খাওয়ানো যাবে না, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

নুডলস বা পাস্তা জাতীয় খাবারের ক্ষেত্রে সেদ্ধ করে ঠান্ডা করুন। পাস্তার সসটা সকালে সহজেই যেন তৈরি করা যায়! চিকেন, সবজি রান্না করে ফ্রিজে রাখুন। সবজি কেটে বা হালকা স্টিম করে রাখলে, দ্রুত টিফিন বানানো যায়।

কিমা আর ছোলার ডাল সেদ্ধ করে চপ বানিয়ে ডিপে রেখে দিতে পারেন। যা-কিছু বানান না কেন, ফ্রিজে রাখার

নিজের সুবিধার জন্য লেবেল ও রোটেশন মনে রাখতে প্রতিটি কনটেনারে তারিখ লিখে দিন

সময় এয়ারটাইট কনটেনার ব্যবহার করুন। ফ্রিজে রাখার আগে খাবার পুরো ঠান্ডা হতে হবে।

নিজের সুবিধার জন্য লেবেল ও রোটেশন মনে রাখতে প্রতিটি কনটেনারে তারিখ লিখে দিন, যাতে কোনটা আগে তৈরি করে বাচ্চাকে দেবেন তা সহজেই বোঝা যায়। সপ্তাহের শুরুতে রোটেশন করে রাখুন, পুরনো খাবার আগে ব্যবহার হবে।

খেয়াল রাখবেন, স্কুলের জন্য সাধারণ তাপমাত্রার খাবার বেশি ভালো। যেমন-স্যান্ডউইচ, রোল, ফ্রিজড ফ্রুট কিউব। ছোট লাঞ্চ বক্সে ভিন্ন ধরনের খাবার মিলিয়ে রাখুন, যাতে আপনার সন্তান চেটেপুটে খেতে আগ্রহী হয়।

শাহরুখের মতো আপনার স্বামীকে

বুড়িয়ে যেতে দেবেন না

মে মাসেই পেরিয়েছেন ৫৯। 'বালাই ৬০' কথাটিকেও ফুৎকারে ওড়াবেন নিশ্চিতভাবে। এবং নিজেকে বলবেন 'ইয়াং অ্যান্ড ইয়াং'। ঘরের মানুষটিকেও 'ইয়াং' রাখতে জেনে নিন শাহরুখের খাদ্য-রহস্য।

বলিউড বাদশা। প্রায় ৩৩ বছর পার করে ফেলেছেন বলিউডে অভিনয় জগতে। তিনি শাহরুখ খান। যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে খান-খান করে তিনি এখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অভিনেতা। বড় ছেলে আরিয়ান খান। তাঁর হাতে কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে নিজের পরিচালিত প্রথম সিরিজ। মেয়ে সুহানা খানেরও বলিউডে অভিষেক ঘটেছে। স্ত্রী গৌরী খানও কম যান না। ঘরের পাশাপাশি বাইরেটাও সামলাতে তাঁর জুড়ি নেই। গৌরী জুড়ে আছেন সিনেমা প্রযোজনা ও ইন্টিরিয়র ডিজাইনিংয়ে। বাস্তবে, শাহরুখ একজন সফল ও সুখী মানুষ। তবে সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হল, শাহরুখের ফিটনেস। এই বয়সেও নিজের তারুণ্য ধরে রেখেছেন তিনি। কিন্তু এর পিছনে রহস্য কী?

সত্যিই কি মেকআপের কারিকুরি? নাকি চেহারায় বুড়োটে ছাপ কাটাতে খাদ্যেই ভরসা রাখেন শাহরুখ? শাহরুখ নিজেই জানিয়েছেন, খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীর ও মনকে এতটা তরুণ রেখেছেন। তাঁর খাদ্যতালিকায় থাকে মূলত চারটি সাধারণ খাবার—গ্রিলড চিকেন, ব্রোকোলি, স্প্রাউটস (অঙ্কুরিত বীজ, শস্য ও ডাল) ও সামান্য পরিমাণ ডাল। এমনটা পড়ে নাক সিঁটাকাবেন না। খাদ্যতালিকায় থাকা চারটি খাবারের গুণাগুণ কেমন? বিষয়টি জানিয়েছেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ও অন্ত্র বিশেষজ্ঞ ডা. পাল মণিক্কম। তিনি শাহরুখের খাদ্যতালিকাকে বলেছেন, 'সহজ, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে নিখুঁত একটি অ্যান্টি-এজিং ডায়েট।'

ডা. পালের মতে, স্প্রাউটস শরীরের জন্য 'সহজে হজমযোগ্য পুষ্টির প্যাকেজ'। স্প্রাউটস বা অঙ্কুরিত শস্যে আছে ভিটামিন, মিনারেল ও ডাইজেস্টিভ এনজাইম, যা হজমের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান বার্ধক্যের প্রভাব কমিয়ে দেয়, কোষগুলোকে রক্ষা করে এবং সারা দিন শরীরে শক্তি জোগায়।

শাহরুখ খানকে খাদ্যাতালিকায় আরও বেশি পরিমাণ ডাল যোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন ডা. পাল। কারণ, এটি সার্বিকভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে। ডালে আছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, ফাইবার ও খনিজ উপাদান। এসব উপাদান খাদ্যতালিকায় ভারসাম্য বজায় রাখে। যাঁরা প্রাণিজ খাদ্য কমাতে চান, তাঁদের জন্য ডাল সেরা বিকল্প। এটি অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বাড়ায়, হজমে সাহায্য করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে শরীরকে তরুণ রাখে।

কি, আপনিও কি চান না, আপনি কিংবা আপনার স্বামীর বয়স না বাড়ুক!

ডা. পাল ব্রোকোলিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করেন। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে। এসবকে বলা হয় পুষ্টির পাওয়ার হাউস। ব্রোকোলিতে থাকা পুষ্টি উপাদানের মাধ্যমে আমাদের পরিপাকতন্ত্র উপকারী ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করে। ফলে অন্ত্রে প্রদাহ কমে। তাই এই সুপারফুড খেলে ত্বক থাকে উজ্জ্বল ও তরুণ আর শরীর থাকে হালকা ও কর্মক্ষম।

তারুণ্যের বিষয়ে খাদ্যেই ভরসা শাহরুখের। তাই তাঁর খাদ্যতালিকায় থাকে মূলত চারটি সাধারণ খাবার—গ্রিলড চিকেন, ব্রোকোলি, স্প্রাউটস (অঙ্কুরিত বীজ, শস্য ও ডাল) ও সামান্য ডাল।

ডা. পাল জানান, বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি পেশিক্ষয় ঘটায়। গ্রিলড চিকেন সেই ঘাটতি পূরণ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম গ্রিলড চিকেনে থাকে প্রায় ৩০ গ্রাম প্রোটিন। এই প্রোটিন পেশি গঠনে সহায়তা করে, ক্লান্তি কমায় এবং শরীরকে সক্রিয় রাখে। এ ছাড়া মুরগির মাংস সহজপাচ্য হওয়ায় এটি বয়সজনিত হজমের সমস্যাও দূর করে।

একাকিত্বের থেরাপি পোষ্য বিড়াল

মন ভারী তো কাজও ভারী। প্রাণখোলা তো কানখোলা, গানও হয়ে যেতে পারে খোলা গলায়। মনের মধ্যে ঝটপটানিগুলো এক নিমেষে হালকা করে দিতে পারে আপনার শখের পোষ্য। মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে যায়, চিন্তার ভার কমে আসে।

এমন দৃশ্য শুধু গল্পে নয়, বাস্তবেও ঘটে থাকে প্রতিদিন। বিড়ালপোষা মানুষের জীবনে শুধু আবেগের জায়গা দখল করে না, এটি মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য এক ধরনের 'লাইভ থেরাপি'।

আধুনিক গবেষণা বলছে, বিড়ালের উপস্থিতি আমাদের জীবনে প্রশান্তি আনে, একাকীত্ব দূর করে। সেইসঙ্গে শরীরের ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪৯ মিলিয়ন পরিবারে বিড়াল রয়েছে, যা এই প্রাণীর জনপ্রিয়তা ও উপকারিতার প্রমাণ।

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বিড়ালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা একদিকে সঙ্গ দেয়, অন্যদিকে নিঃসঙ্গতা ও উদ্বেগ কমায়। বিড়ালের খুনসুটি, আচরণ এবং আচমকা মজার কাণ্ড আমাদের মুখে হাসি ফোটায়।

অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিড়ালপোষা মানুষ অন্যদের তুলনায় কম একাকীত্ব অনুভব করেন, বিড়ালের স্বভাব-চরিত্র শান্ত বা বন্ধুত্বপূর্ণ হলে মানুষ তাদের প্রতি আরও বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন।

বিড়াল পুষলে শারীরিক ক্ষেত্রেও আপনি এগিয়ে থাকতে পারেন। বিড়ালের সঙ্গে সময় কাটালে কর্টিসল নামে হরমোনের মাত্রা কমে, যা দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপের জন্য দায়ী। একই সঙ্গে হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। মাত্র ১০ মিনিট বিড়ালের সঙ্গে খেলা করলেই শরীরের ছন্দ ফিরে আসে এবং মন শান্ত হয়।

আরও একটি গবেষণায় ১২০ দম্পতি মানসিক চাপ মাপার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। বিড়ালপোষা এই দম্পতিরা মানসিক চাপের পরিস্থিতিতেও তুলনামূলকভাবে স্থির ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপ ছিল নিয়ন্ত্রিত। সেইসঙ্গে তাঁরা চ্যালেঞ্জকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বিড়ালের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তাদের 'গরগর' শব্দ। এই শব্দের কম্পন ২৫ থেকে ১৫০ হার্টজের মধ্যে থাকে, যা বিশেষভাবে ২৫ থেকে ৫০ হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে হাড় ও পেশি পুনর্গঠনে সাহায্য করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, এই কম্পন হাড়ের দ্রুত সেরে ওঠায় সাহায্য করতে পারে।

বিড়াল যখন গরগর করে, তখন তারা শুধু নিজেরা আরাম করে না, আমাদের শরীরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বিড়ালপোষা মানুষেরা সাধারণত বেশি কল্পনাপ্রবণ, কৌতূহলী ও সংবেদনশীল হয়ে থাকেন। যদিও তারা অনেক সময় অন্তর্মুখীও হতে পারেন, সেটিও মানসিক ভারসাম্যের অংশ। বিড়াল একটি রুটিন তৈরি করে, যা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক। অনেক মালিক এখন তাদের বিড়ালকে বাইরে নিয়ে যান, যাতে প্রাণীটি নিরাপদে প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকতে পারে এবং মালিকও মানসিক প্রশান্তি পান।

তাছাড়া হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে, এমনকি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতেও ভূমিকা রাখে বিড়াল।

সব মিলিয়ে, বিড়ালপোষা শুধু ভালোবাসা বা সঙ্গ নয়, এটি একটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত উপকারী অভ্যাস। তাই বিড়ালপ্রেমীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে সুখবর, আপনার পোষা বিড়াল আপনাকে শুধু ভালোবাসে না, আপনাকে সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে।

আদর থাক বিছানার চাদরে

আমাদের মোট আয়ুর তিনভাগের একভাগ কাটে বিছানায়!

সহ-শিরোনাম পড়ে অবাক হচ্ছেন? সত্যিটা কিন্তু তাই। আমাদের মোট আয়ুর তিন ভাগের এক ভাগ কাটে বিছানায় ঘুমে, ঘুমের চেষ্টায়, বিশ্রাম কিংবা নেহাত শুয়ে-বসে। তাই বিছানার চাদর আরামদায়ক ও পরিষ্কার হওয়া জরুরি।

নিয়মিতভাবে বিছানার চাদর পরিষ্কার না করলে নানাভাবে আমরা অসুস্থও হয়ে পড়তে পারি। ঘুমের সময় আমাদের শরীর থেকে অসংখ্য মৃত কোষ ঝরে পড়ে। ঘাম ও ধুলোবালির সঙ্গে মিশে বিছানার চাদরেই সেগুলো লেগে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের এই মৃত কোষই ধুলোকীটদের প্রধান খাদ্য। তার মানে, যত দেরি করে আপনি বিছানার চাদর ধোবেন, চাদরে মৃত কোষের পরিমাণও তত বাড়বে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে ধুলোকীটদের খাদ্যভাণ্ডার। এসব কীট অ্যালার্জি, হাঁচি, নাক বন্ধ বা হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ বাহক।

দীর্ঘদিন ধোয়া না হলে চাদরে বিভিন্ন ক্ষতিকর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া বাসা বাধে। এসব জীবাণু শরীরের সংস্পর্শে এলে ঘটতে পারে সংক্রমণ। ঘাম, ধুলো ও জীবাণুতে স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকা চাদর ত্বকে লালচে দাগ, চুলকানি বা অ্যালার্জি সৃষ্টি করতে পারে। ময়লা চাদরে ত্বকের তেল ও ব্যাকটেরিয়া জমে মুখ বা শরীরে ব্রণ ও ফুসকুড়ি হতে পারে।

আর্দ্রতা ও ময়লার কারণে চাদরে ছত্রাক জন্মাতে পারে, যা দুর্গন্ধ ও ফুসফুসের সমস্যা সৃষ্টি করে। নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত চাদর ঘুমের পরিমাণও কমিয়ে দেয়। আরামদায়ক ঘুম নষ্টের পাশাপাশি সৃষ্টি করতে পারে দীর্ঘমেয়াদি নিদ্রাহীনতা।

তাই সপ্তাহে একবার বিছানার চাদর পরিষ্কার করা উচিত। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে একমত।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা–প্রযুক্তিবিষয়ক স্টার্টআপ কোম্পানির সহপ্রতিষ্ঠাতা ড. পিট হের মতে, সপ্তাহে একবার না হলেও 'অন্তত দু-সপ্তাহে একবার' অবশ্যই বিছানার চাদর ধোয়া উচিত। যুক্তরাজ্যের লেখক, মনোবিদ, স্নায়ুবিজ্ঞানী ও ঘুম-বিশেষজ্ঞ ডা. লিন্ডসে ব্রাউনিংয়ের পরামর্শও মোটামুটি একই রকম। পিট হে এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তা হল, আমাদের দেহ ও ত্বকের ধরন বিষয়ে। অনেকের শরীর অনেক বেশি ঘামে। আবার কারও ত্বক একটু বেশি সংবেদনশীল কিংবা অ্যালার্জিপ্রবণ। যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহের বেশি সময় না ধোয়া বিছানার চাদর ব্যবহার করা একেবারেই উচিত নয়।

স্মরণে ৩৩

কিছুদিন আগে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি বসুনিয়াবাড়ির ২১৫ বছরের পুরোনো পুজো প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় উজানী পত্রিকার যাত্রা পুজো সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান। রাজবংশী ভাষায় প্রথম পত্রিকা 'পোহাতীর' হাত ধরে উজানীর পথ চলা শুরু। দশমীর দিন উজানী পত্রিকা ৩৩ বছরে পড়ল। এই উপলক্ষ্যে বসুনিয়া পরিবারের পুজো প্রাঙ্গণে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দীপককুমার রায়, মদনমোহন মল্লিক, দিলীপ বর্মা প্রমুখ। প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উজানী পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি দীপু রায়ের 'সাক্ষী ছিল রাঙা পলাশ' বইটিও প্রকাশ করা হয়। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর দিন বসুনিয়া পরিবারের পুজো প্রাঙ্গণেই এই সংখ্যা প্রকাশিত হয় বলে পত্রিকার সম্পাদক নরেশচন্দ্র রায় মনে করিয়ে দেন। *–বাণীব্রত চক্রবর্তী*

দ্বিতীয় প্রয়াস

কিছুদিন আগে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রকাশিত হয় কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক ডঃ সঞ্জিত সরকারের লেখা দ্বিতীয় বই 'মতি নন্দীর কথাসাহিত্য : বহুমাত্রিক পাঠ'। নাগরিক মধ্যবিত্ত তথা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের মজ্জাগত ভণ্ডামি অন্তর্জাত ঘৃণা, হিংসা, নৃশংসতা, প্রতারণাকে মতি নন্দী নির্মেদ নির্ভেজাল, তীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতেন। বইটির সূচনা তাঁর জীবন বৃত্ত পরিক্রমার মাধ্যমে এবং সমাপ্তি তাঁর শিল্পরীতির পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ জয়লাল দাস, দেবাশী ভট্টাচার্য, দীপক ভৌমিক, শুভেন্দু সরকার প্রমুখ। *–পিকাই দেবনাথ*

প্রচ্ছদ উন্মোচন

কিছুদিন আগে ওদলাবাড়িতে 'ইচ্ছেডানা' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'রঙ্গিত'–এর প্রচ্ছদ উন্মোচন করা হল। এই উপলক্ষ্যে সংস্থার দপ্তরে আয়োজিত একটি প্রেসবার্তায় ইচ্ছেডানা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর তরফে রুবি সাহা ও 'রঙ্গিত' সাহিত্য পত্রিকার সহ সম্পাদক রাহুল গুহ নিয়োগী জানান, মূলত সাহিত্য অনুরাগী লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দিতেই ইচ্ছেডানার এই উদ্যোগ। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন মধুমিতা ধর, মীনাক্ষী ঘোষ, সুধাংশু বিশ্বাস, উৎস কর। পত্রিকার প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন সায়ক মিত্র ও জয়রাজ সরকার। *–অনুপ সাহা*

দেওয়ালে আজও

সম্প্রতি তাসাটি দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে আলোকবর্তিকা দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হল। এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাত ধরে। পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন মৌসুমি গুপ্ত ও মিরাজ শরিফ রহমান। সহযোগিতা করেছেন বইগ্রাম পানিঝোরার কর্ণধার ডঃ পার্থ সাহা ও সোমা দে। পত্রিকায় তাসাটি চা বাগান এলাকার সাধারণ মানুষ ও ছোটদের লেখার পাশাপাশি ছবি রয়েছে। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় শিল্পীদের হাতে ধামসা-মাদল তুলে দেন। *–শান্ত বর্মন*

শারদ সংখ্যা

সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় 'মঞ্জরী' সাহিত্য পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হল। পত্রিকার এই সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক পবিত্র ভূষণ সরকার ও বিশিষ্ট লেখক দেবীপ্রসাদ চৌধুরী। ভোলারডাবরি এলাকায় পত্রিকার সম্পাদক নারায়ণ পণ্ডিতের বাসভবনে এই উপলক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। *–প্রণব সূত্রধর*

ভাবাল পাগল

শিলিগুড়ির বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর ৪৬তম বর্ষপূর্তিতে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিনের চারটি নাটকে শুধু মনোরঞ্জন নয়, দর্শকদের চেতনায় আঘাত হানার এক অনন্য প্রয়াস ছিল। সংস্থার নিজস্ব দুটি প্রযোজনার পাশাপাশি মাল অ্যাক্টোওয়ালা ও জলপাইগুড়ি রূপায়ণের নাটক দর্শকদের খুব ভাবাল। সাক্ষী ছিলেন ছন্দা দে মাহাতো।

বাংলা নাটকের মঞ্চে পায়ে পায়ে ছেচল্লিশ বছর ধরে পথ হাঁটছে শিলিগুড়ির বলাকা নাট্যগোষ্ঠী। গত শতকের আটের দশকের প্রযোজনা 'প্যান্টোমাইম' আর 'নরক গুলজার'-এর সময় থেকে নানা চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে পথ হাঁটতে গিয়ে আজকের বলাকা বিমান দাশগুপ্তের হাতে অনেক পরিণত, অনেক সমৃদ্ধ, অনেক সুচারু ও তীক্ষ্ণ। আর সেজন্যই ৪৬তম বর্ষপূর্তিতে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিনের চারটি নাটকে শুধু মনোরঞ্জন নয়, দর্শকদের চেতনায় আঘাত হানার প্রয়াস ছিল।

এই উৎসবের প্রথম দিন বলাকার নিজস্ব প্রযোজনা ছিল মৈনাক সেনগুপ্তের নাটক 'তর্পণ' এবং মনোজ মিত্রের 'গন্ধ জালে'। দুটি নাটকেরই সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন বিমান। দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক ছিল মালবাজারের মাল অ্যাক্টোওয়ালার টানটান প্রযোজনা সুধাংশু বিশ্বাস রচিত ও পরিচালিত নাটক 'অনধিকার প্রবেশ'। ওই সন্ধ্যার দ্বিতীয় এবং সমারোহের শেষ নাটক ছিল জলপাইগুড়ি রূপায়ণ-এর প্রযোজনা তমোজিত রায়ের নাটক 'পাগল'। মূল গল্প আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের। এটি বর্তমান শিক্ষা পরিবেশের খণ্ড চিত্র নিয়ে আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক নাটক। অসম্ভব গতিশীল এই নাটকের পরিচালনায় ছিলেন দীপঙ্কর রায়।

প্রথম দিনের বলাকার প্রযোজনা 'তর্পণ' আসলে একটি মানবিক মূল্যবোধের গল্প। ছেলে ও তার বন্ধু দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ। মায়ের বিশ্বাস, একদিন ছেলে ঠিক ফিরে আসবে। শুধু বাবা জানেন ছেলে মৃত, আর ফিরবে না। পরে একদিন বন্ধু ফিরে আসে ও এই রহস্য উন্মোচিত হয়। মা ছেলের স্মৃতিতে গড়ে তোলেন মানুষ গড়ার কারখানা। সেই স্কুলে যোগ দেয় ছেলের বন্ধুও। আর এভাবেই দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত ছেলের স্মৃতিতর্পণ হয়। মানবিক সম্পর্কের মূল্যবোধের এই টানাপোড়েনের গল্প উপস্থিত দর্শকদের মনেও গভীর রেখাপাত করে। মঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রে পরিস্থিতিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে মনপ্রাণ দিয়ে অভিনয় করেছেন সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং কল্যাণ খান। পাশাপাশি সুতপা চৌধুরী ও সন্তোষকুমার দাসও চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন।

অন্যদিকে 'গন্ধজালে' নাটকের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রখর ইন্দ্রিয় অনুভূতির ক্ষমতা। তাকে কেন্দ্র করেই পঞ্চী আর নীলকণ্ঠের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন পিয়ালি দাস (পঞ্চী), নীলকণ্ঠ (অনুজকুমার নন্দী), প্রদীপকুমার দাস, সুতপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং উত্তমকুমার দাস। প্রত্যেকের অভিনয় ছিল আন্তরিক এবং চরিত্রানুগ।

মালবাজারের মাল অ্যাক্টোওয়ালার নাটক 'অনধিকার প্রবেশ' খুবই স্মার্ট প্রযোজনা। বিদেশের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ২৬ বছর পর কেউ সংসারে ফিরে এলে আজকের দিনে সেই সংসারের কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তা খুব সুন্দরভাবে এই নাটক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে। আর এই অনধিকার প্রবেশের পরিণতি কী হতে পারে সেটাও দেখিয়েছেন পরিচালক তথা নাট্যকার। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী ঘরের মঞ্চ ছেড়ে বাইরে এসে অত্যন্ত সাবলীল অভিনয় করে সকলকে চমকে দিয়েছেন। আর এই টিম গেমের সমস্ত কৃতিত্ব পাবেন পরিচালক সুধাংশু বিশ্বাস।

জলপাইগুড়ি রূপায়ণের নাটক 'পাগল' বলাকার এই দু'দিনের নাট্য উদ্যোগের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রযোজনা। বিষয় নির্বাচনে, ভাবনায়, তার প্রয়োগে, দলগত অভিনয়ে, একেবারে লাগসই আবহে--সব দিক থেকেই সেরা নাটক 'পাগল'। রাজনৈতিক দূষণে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ কতটা অধঃপতিত হতে পারে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে এই নাটক। অধ্যাপিকার চরিত্রে শিল্পী দৃশিতা চক্রবর্তীর চারিত্রিক দৃঢ়তার অভিনয় এবং শেষ পর্বে বন্দুক হাতে তাঁর শরীরী অভিনয়ের কুশলতা অনেকদিন মনে থাকবে। বাচিক অভিনয়ের জন্য মনে থাকবে অধ্যাপিকার বাবা (মৃগাঙ্ক মৌলি সরকার), পাগল (দেবাশিস দাস), রাজনৈতিক নেতার চরিত্রের অভিনেতাকেও। সংগত কারণেই এই নাটক সেদিন দর্শকদের মধ্যে বিনোদন না বিলিয়ে তাদের গভীরভাবে ভাবিয়েছে, আর দক্ষতার সঙ্গে এই কাজটি করেছেন পরিচালক দীপঙ্কর রায়। অভিনয়ে অন্যদের মধ্যে ছিলেন কঙ্কণা নন্দী, শুভঙ্কর দাস, জয়দীপ মুখার্জি, বিদ্যুৎ মিশ্র, রমেশ মাহাতো ও পিঙ্কু দাস।

নাট্যোৎসবের সূচনায় 'বলাকা সম্মাননা ২০২৫' দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় বলাকার প্রাক্তন অভিনেত্রী মঞ্জু দাসকে। তাঁর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী।

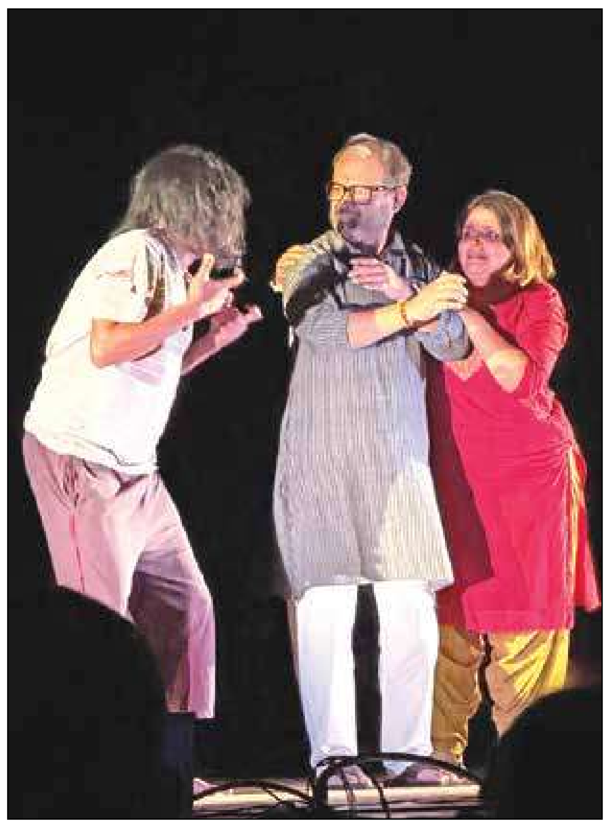

আবেগঘন।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে জলপাইগুড়ি রূপায়ণের নাটক 'পাগল'–এর একটি মুহূর্ত।*

আজও অনন্য

কিছুদিন আগে জনমত পত্রিকার ১০১তম পুজো সংখ্যা ও নির্বাচিত সম্পাদকীয় গ্রন্থ প্রকাশ হল। জলপাইগুড়ির নেতাজি ফাউন্ডেশনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম সচিব তথা উত্তরকন্যার ওএসডি শুভাশিস ঘোষ, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, পত্রিকার স্বত্বাধিকারী প্রধান সম্পাদক তপেস সান্যাল, সম্পাদক রামঅবতার শর্মা, সহ সম্পাদক গোবিন্দ রায়, প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা প্রমুখ। পত্রিকার উদ্বোধনের পূর্বে মাতৃবন্দনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক প্রয়াত মুকুলেশ সান্যালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অধ্যাপিকা ডঃ শীলা দত্ত ঘটক।

রামঅবতার শর্মা বলেন, '১৯২৪ সালে প্রয়াত জ্যোতিষ সান্যালের হাত ধরে এই পত্রিকার পথ চলা শুরু হয়েছিল। সেই পথ চলা আজও অম্লান।' জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক জলপাইগুড়ির সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে সুন্দর বক্তব্য রাখেন ও জনমতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম সচিব তথা উত্তরকন্যার ওএসডি তাঁর বক্তব্যে এই পত্রিকার অতীতের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার বলেন, 'বর্তমান ডিজিটাল যুগে এসেও এই পত্রিকা যেভাবে নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে চলছে তা প্রশংসনীয়।' *–অনসূয়া চৌধুরী*

ছিটমহলের কথা

কিছুদিন আগে উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকাগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় কোচবিহারে প্রকাশিত হল দেবব্রত চাকীর ছিটমহল বিষয়ক গ্রন্থ 'কথা ছিটমহল'। প্রকাশ পর্বে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ সরকার ও কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর উপস্থিত ছিলেন। ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রক প্রদত্ত সিনিয়ার ফেলোশিপ (বাংলা সাহিত্য) প্রকল্পে দেবব্রত চাকী প্রেরিত সমীক্ষা সন্দর্ভ দুই মলাটে 'কথা ছিটমহল' নামে গ্রন্থরূপ ধারণ করল আগামী প্রজন্মের ছিটমহল বিষয়ে উৎসুক সাধারণ পাঠকের জন্য। ৮৫১ পৃষ্ঠা সংবলিত এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছে সোপান, কলকাতা।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কবিতা পাঠ ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল, গৌতমকুমার ভাদুড়ি, শুচিস্মিতা চক্রবর্তী, শীলা সরকার, উৎপলেন্দু পাল, ভূপালী রায়, শুভজিৎ ঘোষ, মঞ্জু ঠাকুর চৌধুরী, প্রণতি তালুকদার, জয়শ্রী সরকার, শুভাশিস নাগ প্রমুখ। কবিতা বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন ডঃ আশুতোষ সরকার ও নীহারকুমার হোড়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রদীপ ঝা। অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে সবার মধ্যে বেশ সাড়া ছিল। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

দুরন্ত।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সপ্তম বর্ষ আমন্ত্রণমূলক আন্তঃবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় নাট্য-প্রতিযোগিতার একটি মুহূর্ত।*

বর্নিল অনুষ্ঠান

কোচবিহার হাজরাপাড়া তরুণ দল ক্লাব কিছুদিন আগে এক সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ক্লাব সভাপতি জগৎজ্যোতি দত্ত এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক অরুণ ঘোষ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। দীপ্তি গুহের নেতৃত্বে সহ শিল্পীবৃন্দ উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। আবৃত্তি করে শোনান অনুস্মিতা দাস ভৌমিক, শৌর্যদীপ্ত চৌধুরী, সন্মিত্রা ভৌমিক, টুম্পা গুহ, বেদশ্রুতি গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রমুখ। দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন দেবাঙ্কন সরকার, বিথি ভৌমিক, গৌতমী ভট্টাচার্য, শর্মিষ্ঠা বসু, নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য ছন্দে মঞ্চে বৈচিত্র্যের অবতারণা করে শিশুশিল্পী ভূমিকা দাস, অর্ণবী দে। গিটার বাজিয়ে শোনান নিবেদিতা চট্টোপাধ্যায়। সংগতে ছিলেন বেদাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় যথাযথ ছিলেন গৌতমী ভট্টাচার্য। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

ভ্রমণবৃত্তান্ত।। *সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরের একটি ক্যাফেতে বিশ্বজিৎ ব্যানার্জির লেখা ছবিওয়ালার মন- ক্যানভাস বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। লেখক জানান, এই বইটিতে শুধুমাত্র যে ভ্রমণসাহিত্য রয়েছে তা নয়। রয়েছে ভ্রমণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, অনুভূতির সঙ্গে ছবির সম্ভার। বিশ্বজিতের কথায়, 'দেশ-বিদেশ সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে খুঁটিনাটি বিষয় সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।' ৮৭ পাতার এই বইটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শৈবাল বসু, সৌগত ভট্টাচার্য, বনানী মুখার্জি, লেখিকা অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, গৌতম গুহ রায়, সুপর্ণা সরকার, সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী। বই প্রকাশের পাশাপাশি ছিল বই থেকে পাঠ, ট্রাভেল, ফোটো স্লাইড শো। –অনসূয়া চৌধুরী*

জমজমাট প্রতিযোগিতা

চার দশকের নাট্য নিমগ্নতার সৃজনী সফরনামায় শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার আয়োজনে এই শহর তথা উত্তরবঙ্গের সব থেকে সমাদৃত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব পাঁচদিনব্যাপী 'সপ্তম বর্ষ আমন্ত্রণমূলক আন্তঃবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় নাট্য-প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে। গত ৬ বছর ধরে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় স্তরের এই প্রয়োজনীয় নাট্য প্রতিযোগিতা আপামর শহরবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতার শিখরে পৌঁছেছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এরপর শুরু হয় শিলিগুড়ি ও সন্নিহিত অঞ্চলের ২২টি উচ্চবিদ্যালয় ও ৪টি মহাবিদ্যালয়কে নিয়ে পাঁচদিনব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক নাট্যানুষ্ঠান। শিলিগুড়ির বাইরে থেকে আমন্ত্রিত বিচারকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মোহিতবন্ধু অধিকারী, দেবব্রত আচার্য ও চন্দন চক্রবর্তী।

শিলিগুড়ি ও সন্নিহিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল (নাটক-হেঁয়ালি), দ্বিতীয় ফণীভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বৃক্ষ), তৃতীয় বাণীমন্দির রেলওয়ে এইচএস স্কুল (টুনটুনি ও রাজার গল্প), চতুর্থ শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল (একদিন আলাদিন), পঞ্চম রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুল (কালো, তা সে যতই কালো হোক)। এছাড়া শিলিগুড়ির মহাবিদ্যালয় স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্স (অভিলাষা কে পার), দ্বিতীয় সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় (আগুন) এবং তৃতীয় স্থান দখল করে শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় (বৃষ্টির ছায়াছবি)। প্রতিদিন ২৬টি উচ্চবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর প্রত্যক্ষ এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক সহ সংস্কৃতিমনস্ক দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই ব্যতিক্রমী সৃজন অনুষ্ঠান আগামী প্রজন্মের জন্য এক দিকচিহ্ন হিসেবে রয়ে গেল। সংস্থার সভাপতি রতন নন্দী, সম্পাদক শাশ্বতরঞ্জন মৈত্র এবং অনুষ্ঠানের সমন্বায়ক অনুপ দাস এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

বইটই

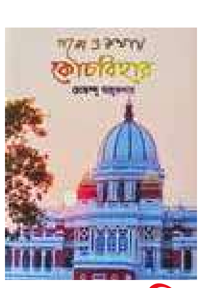

সহজে কোচবিহার

উত্তরবঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী জেলা কোচবিহার। এই জেলাকে কেন্দ্র করে কত কিছুই না আছে। সহজে সে সবকিছুকে এক সুতোয় বাঁধার কাজ করেছেন শুভেন্দু মজুমদার। লিখেছেন গল্পে ও কথায় কোচবিহার। শুভেন্দু জন্মসূত্রে কলকাতার। তবে কাজের সূত্রে বেশ কয়েক বছর কোচবিহার এবিএন শীল কলেজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। সেই সূত্রেই এই জেলার নাড়ির স্পন্দনকে আরও বেশি করে উপলব্ধি করা। রাজকাহিনী, রাজবাড়ির অন্দরমহলের গল্প, নানাসাহেবের কোচবিহারে হাজির হওয়া, রাসমেলা... কোচবিহারকে ভালোভাবে সবার সামনে তুলে ধরতে যে সমস্ত লেখালেখি হয়েছে সেই তালিকায় বইটি নিশ্চিতভাবে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

অপেক্ষার অবসান

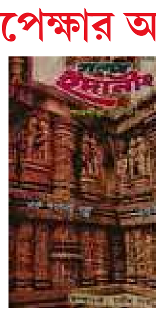

গল্প ইদানীং পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য বরাবরই পাঠক মহলে একটা অপেক্ষা থাকে। এবারও ছিল। তা মিটিয়ে পত্রিকার এবারের সংখ্যাটি পাঠকদের হাতে ধরাও দিয়েছে। কোচবিহারের সুনীল সাহা সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা অন্যান্য বারের মতো এবারও নানা স্বাদে ভরপুর। উল্লেখযোগ্য বলতে, লেখকদের ছবি দিয়ে যেভাবে সংখ্যাটির সূচি সাজানো হয়েছে, সেটি আলাদাভাবে চোখ টানে। সবমিলিয়ে ৮৮ জন গল্পকারের এক পাতায় একরত্তি গল্প পত্রিকার এই সংখ্যার মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। লেখক তালিকায় তরুণকুমার দাশ, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ দেব, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সরকারের মতো নামীরা।

একগুচ্ছ অনুভূতি

এমনি করেই আমার সহস্র নির্মাণ/ভেঙ্গে ভেঙ্গে সে আসে বারবার অনাহূত। লিখেছেন আলিপুরদুয়ারের সঞ্চিতা দাশ। সাতের দশকের গোড়ার দিকটা থেকে সঞ্চিতার কবিতা লেখার শুরু। কলমের আঁচড়ে ধরা পড়া সেই সমস্ত অনুভূতি নিয়েই কবির অবাধ বালিকা বেলা। ৬৩টি কবিতার এক অনন্য সংকলন। মণিভূষণ ভট্টাচার্য এই বইটির মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে লিখেছেন, 'সঞ্চিতার কবিতা প্রিজমের মতো। কৌণিক আলোর ঝিলিককে অন্তর্লোক আলোড়িত হয়ে ওঠে।' শুধু আবৃত্তি বা গান নয়, কলমের শক্তি সঞ্চিতাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে বলে সাহিত্যিক অর্ণব সেন আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন।

বেড়ানোর গল্প

নকশালবাড়ির শুভজিৎ বোস ছোটদের স্কুলে পড়ান। লেখালেখি করেন। খুব ঘুরতেও ভালোবাসেন। সেই সমস্ত ঘোরাঘুরি নিয়েই লেখকের বই আরও দূরে চলো যাই (ভ্রমণকাহিনী)। বইটিতে লেখকের কলমে লাটপাঞ্চার, টুনবাড়ি, পোখরা, পাপড়খেতির পাশাপাশি হরিদ্বার, হায়দরাবাদের মতো নানা জায়গার সুন্দর ছবি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। দার্জিলিং ও কাঞ্চনজঙ্ঘা নিয়ে লেখাটি আলাদাভাবে প্রশংসার দাবিদার। টুকরো টুকরো নানা ছবি এই বইয়ের মাধ্যমে পাঠকের কাছে বাড়তি প্রাপ্তি। শুভজিৎ এর আগে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। সেগুলি পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। নতুন বইটিও পাঠক মহলে প্রশংসা পাবে বলে লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস।

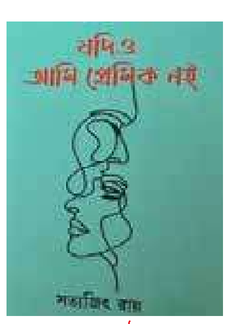

ছন্দের টানে

'যদিও আমি প্রেমিক নই/ তবুও বইতে বইতে বদ্বীপ হয়ে যাইনি।' আলিপুরদুয়ারের সত্যজিৎ রায়ের লেখা যদিও আমি প্রেমিক নই কবিতার একটি অংশ। আরও ২৫টি কবিতাকে সঙ্গী করে কবির কবিতার সংকলনটিও একই নামেই। 'যোগিসখা' পত্রিকায় প্রথম কবিতা লিখেছিলেন। তারপর থেকে এই দুনিয়ায় পথ চলা চলছে। 'তারুণ্যের ছোঁয়া' লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। এটিই সত্যজিতের প্রথম একক কাব্যগ্রন্থ। কবিতার বিষয়বস্তু ছুঁয়ে গিয়েছে প্রেম থেকে শুরু করে মানবজীবনের নানা অনুভূতি, উপলব্ধি সহ অনেক কিছুকেই। সৌরভ দে'র আঁকা সুন্দর প্রচ্ছদটির উল্লেখ করতেই হয়।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত

মালবাজার, ১০ অক্টোবর : বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে চা বাগানের শ্রমিকদের সচেতন করল বাতাবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার দুপুরে বাগানের ৭/২ সেকশনে শ্রমিকদের নিয়ে শিবিরটি আয়োজিত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য, রোগ ও তার চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করেন বাগানের মেডিকেল অফিসার ডাঃ আদিত্য গুপ্ত, ওয়েলফেয়ার অফিসার কৌস্তুভ মজুমদার, স্নেহ ফাউন্ডেশনের সদস্যা শম্পা ভট্টাচার্য প্রমুখ। আদিত্য বলেন, 'সামাজিক সুরক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত রাখা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে এই দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।'

পথ দুর্ঘটনা

বেলাকোবা, ১০ অক্টোবর : রাজগঞ্জ ফাটাপুকুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দুটি কনটেনার। শিলিগুড়িগামী একটি কনটেনার ফাটাপুকুর পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রাত দশটা নাগাদ আরেকটি কনটেনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কনটেনারটির পেছনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই। পলাতক ঘাতক কনটেনারটির চালক। ক্ষিপ্ত জনতা কনটেনারটির চাকার হাওয়া খুলে দেয়। যার জেরে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। রাজগঞ্জ থানার ইনচার্জ ডিএসপি অনুপম মজুমদারের নেতৃত্বে পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটিকে ক্রেন দিয়ে সরিয়ে দেয়।

ট্রমায় খুদেরা

প্রথম পাতার পর

রোশন ওরাওঁ নামে ষষ্ঠ শ্রেণির আরেক পড়ুয়ার সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময় গলা কাঁপছিল। সে বলে, 'মায়ের সঙ্গে দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। এরপর এককোমর জল ভেঙে কোনওরকমে সামনে এগোচ্ছিলাম। তীব্র স্রোতে একসময় দেখি মা আর পাশে নেই। এরপর সামনে একটা গাছ দেখে তার মগডালে উঠে পড়ি। ভোর সাড়ে ৫টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত গাছেই ছিলাম। জল কমলে নীচে নামলাম। ভাগ্য ভালো মায়ের কিছু হয়নি। গাছে অতক্ষণ ঝুলে থাকার সময় খুব খিদে পাচ্ছিল।' নিলু মাঝি নামে ১৭ বছরের এক নাবালিকা বলছে, 'এত জল এর আগে কখনও দেখিনি। চোখের সামনে বাড়ির আশপাশের অনেককে ভেসে যেতে দেখে খুব খারাপ লাগছিল। আমরাও ভেসে যাই। তবে ভাগ্য ভালো কিছু হয়নি।'

বামনডাঙ্গা টিজি থ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিকের নিবৃতি নায়েক নামে এক খুদে সেদিনের প্লাবনে ভেসে গিয়েছে। ওই ক্লাসেই পড়ে তার খুড়তুতো বোন সেলিনা। সেও এখন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। স্কুলের শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, 'একরত্তি সেলিনা দিনদুয়েক আগে আমাকে দেখেই বলে ওঠে, জানেন স্যর, আমার দিদিকে না আর কোনওদিন দেখতে পাব না। ওর কথা শুনে আমার চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে। আমি নিজেও এখন ট্রমার মধ্যে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ইনসুলিনকে বিদায়

টাইপ-১ ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের জন্য দারুণ খবর! এক যুগান্তকারী থেরাপি ইনসুলিন ইনজেকশন থেকে মুক্তি দিতে পারে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ জন রোগীর মধ্যে ১০ জন এই নতুন থেরাপি নেওয়ার একবছর পর আর ইনসুলিন ইনজেকশন নেননি। এই থেরাপির নাম 'জিমিসলেসেল'। এতে মানব স্টেম সেল ব্যবহার করে ইনসুলিন তৈরি করে বিটা সেল বানানো হয়। একবার রোগীর যকৃতে এগুলো স্থাপন করলে, তা রক্তের শর্করা বুঝে ইনসুলিন তৈরি করতে থাকে। যদিও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে, তবুও এটি লক্ষ লক্ষ রোগীর জন্য আশার আলো। বিজ্ঞানীরা এখন এই পরীক্ষা আরও বড় পরিসরে চালাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এটি সফল হলে, ইনসুলিন নেওয়ার কষ্ট চিরতরে মুছে যাবে।

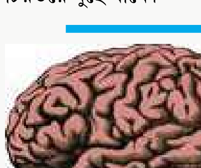

ব্যথার মূল কোথায়

বিজ্ঞানীরা আমাদের মস্তিষ্কের এমন একটা পথ খুঁজে বের করেছেন যা শারীরিক ব্যথাকে মানসিক যন্ত্রণায় বদলে দেয়! এটাই সম্ভবত ফাইব্রোমায়ালজিয়া বা মাইগ্রেনের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণ। সল্ক ইনস্টিটিউটের গবেষকরা দেখেছেন, এই পথটা থ্যালামাস থেকে অ্যামিগডালা পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন এই পথটি সক্রিয় হয়, হালকা ব্যথাও অসহনীয় মানসিক কষ্ট হয়ে ওঠে। এই পথটাকে নিষ্ক্রিয় করলে, শারীরিক ব্যথা থাকলেও মানসিক কষ্ট থাকে না। এর জন্য 'সিজিআরপি' নামে একটি অণু দায়ী, যা মাইগ্রেনের চিকিৎসায়ও কাজে লাগে। এই আবিষ্কার দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার নতুন, আসক্তিহীন চিকিৎসার পথ খুলে দিয়েছে। এতে করে যাঁরা শরীর ও মন দুইয়ের যন্ত্রণায় ভোগেন, তাঁরা নতুন করে আশার আলো দেখতে পাবেন।

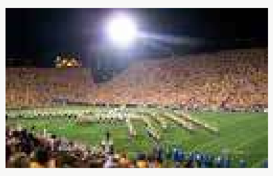

হাত নাড়ার জাদু

আইওয়া কিনিক স্টেডিয়ামে প্রতিটা হোম গেমের শেষে একটা অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। প্রথম কোয়ার্টারের পর প্রায় ৭০ হাজার ভক্ত, খেলোয়াড় আর কোচ স্টেডিয়াম থেকে মুখ ফেরান পাশের স্টেড ফ্যামিলি চিলড্রেন'স হাসপাতালের দিকে। তারা সকলে মিলে হাত নেড়ে ছোট্ট রোগীদের উদ্দেশে একটা শক্তিশালী বার্তা দেন। এই ঐতিহ্য ২০১৭ সালে শুরু হয়েছিল, যার নাম 'হকআই ওয়েভ'। অসুস্থ শিশুদের কাছে এই হাত নাড়া হল একটা বার্তা- 'আপনারা একা নন, আমরা আছি'। আর ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে এই বার্তা, খেলার বাইরে সংবেদনশীলতা আর মানবতা অনেক বেশি জরুরি।

১ শ্বাসের কৌশল

স্ট্রেস কমানোর সহজ উপায়? বিজ্ঞানীরা একটা জাদু খুঁজে পেয়েছেন : দুটো ছোট শ্বাস নিন, তারপর একটা লম্বা করে নিঃশ্বাস ছাড়ুন। এর নাম 'ফিজিওলজিক্যাল সাইং'। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলছেন, এটা মেডিটেশন বা যোগব্যায়ামের চেয়েও দ্রুত কার্যকর। এই পদ্ধতি আমাদের 'প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম 'কে শান্ত করে, যা শরীরের 'ফাইট অর ফ্লাইট' রেসপন্স কমিয়ে দেয়। এতে শরীরের অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য ফিরে আসে, হার্ট রেট কমে যায় আর মস্তিষ্ক নিরাপদ বোধ করে। পরীক্ষার আগে, মিটিংয়ে বা উদ্বেগের মুহূর্তে এটা ব্যবহার করতে পারেন। লাখ লাখ মানুষ যখন মানসিক চাপে ভোগেন, তখন এমন এক প্রাকৃতিক আর সহজ উপায় সত্যিই এক দারুণ আবিষ্কার।

কোণঠাসা নদীতে 'হাংগ্রি টাইডস'

প্রথম পাতার পর

এবং চর দখল করার লোভে নদীকে কোণঠাসা করা। এর পাশাপাশি লোকাল সেটিংয়ে চর কেটে বালি বিক্রি দুই ব্লকেই নিত্যদিনের ঘটনা। জল নামার পর একদিকে যেমন ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চলছে, তেমনই কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা হিসেব কষছেন ক্ষয়ক্ষতির। কৃষি দপ্তরের হিসাবে, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার ব্লকজুড়ে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে এই প্লাবনে। আমন ধানের পাশাপাশি শীতকালীন জলদি জাতের সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা চর ও সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকায়।

চেনাজানা শান্ত জলঢাকার অচেনা ভয়ংকর রূপ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না ময়নাগুড়ি ব্লকের চারেরবাড়ির বাসিন্দা বছর পঞ্চাশের সুরসেন মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'যাঁরা নদীর বুকে চাষাবাদ করেন বা বালি তুলে বিক্রি করেন তাঁদের ক্ষেত্রেও পেটের দায়ই বড় কারণ। তাই বলে নদী এমন বদলা নেবে, সেটা ভাবা যায় না। আমার স্মরণে জলঢাকা নদীর এমন ভয়ানক রূপ আগে দেখিনি।'

এবছর পুজোর সময়েও যে মারাত্মক রোদের তাপ ছিল তাকে ভূগোলের ভাষায় 'অক্টোবর হিট' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরফলে দ্রুত প্রচুর জলীয় বাষ্প উপরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে ঠান্ডা ও ঘনীভূত হয়ে নেমে আসে গত শনিবার রাতে। উত্তরের নদী নিয়ে যাঁরা প্রতিনিয়ত খোঁজখবর রাখেন তাঁদের মতে বালি-পাথর-বোল্ডার চুরি এই তল্লাটে অলিখিত সত্যি হয়ে দাঁড়ালেও প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই মূলত নদীর দুই ধার থেকে তোলা হয় সেসব। এরফলে নদীর মাঝখানের খাত উঁচু হয়েই থাকে এবং দুই ধার হয়ে যায় নীচু। বাস্তবে এর ঠিক উলটোটা হওয়ার কথা। এর ফলে যখন একলপ্তে বেশি জল চলে আসে তখন নদীর মাঝখানে যাওয়ার বদলে দুই পাশে ছড়িয়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনে। এ যাত্রায় যে বিপর্যয় তারও মূল কারণ এটাই বলে মনে করছেন অনেকেই। ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক তথা নদী গবেষক দেবর্ষি ঘোষের কথায়, 'ডুয়ার্সের অন্যান্য নদীর মতো জলঢাকার দু'পাড় থেকে কতটা অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বেপরোয়া বালি-পাথর-বোল্ডার তোলা হয় তা সকলেরই জানা। এমন বিপর্যয়ের জন্যে বৃষ্টি বা নদীকে দোষারোপ করাটা একেবারেই ভুল। প্রকৃতি তার মতো করেই চলবে। মানুষকে শুধরে নিতে হবে, নইলে আরও বেশি ও বড় খেসারত দিতেই হবে।'

মাত্র কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টি এবং তার জেরে জলঢাকার মতো নদীর রুদ্ররূপের ধ্বংসলীলার ক্ষত মুছতে হয়তো অনেকটা সময় লাগবে। ধীরে ধীরে কমে আসবে হাই প্রোফাইল লোকেদের আনাগোনা। তারপর হয়তো ফের নদী জবরদখলের কবলে পড়বে। তারপর আবার ডেকে আনবে আরেক মহাপ্রলয়। লোকে তাকে অতিবৃষ্টি ভাবলেও জলঢাকা জানবে সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে আগ্রাসী মানুষকে এভাবেই জবাব দিতে হয়।

জীবন, কেএলও'র নামে জয়ধ্বনি

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি ও ইন্ডিয়ান ইনক্লুসিভ পার্টির নির্বাচনি জোট হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনক্লুসিভ পার্টি মূলত তাঁতি, বুনকর এবং পান সমাজের সংগঠন। চলতি সপ্তাহে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি বুধারু রায়, অফিস সচিব অভিজিৎ রায় প্রমুখ বিহারে গিয়ে ইন্ডিয়ান ইনক্লুসিভ পার্টির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ঠিক হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কামতাপুরি মনোনীত প্রার্থীদের ইনক্লুসিভ পার্টির সমর্থকরা ভোট দেবেন। আবার বিহারের নির্বাচনে সেখানকার কামতাপুরিরা ইনক্লুসিভ পার্টির প্রার্থীদের ভোট দেবেন।

বেআইনি কারবার রুখতে ব্যবস্থা নিচ্ছে এসজেডিএ

জমিতে অবৈধ হোর্ডিং

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) জমিতে দিব্যি হোর্ডিংয়ের ব্যবসা চলছে। অথচ সংস্থার তা জানাই ছিল না। তবে এবারে তা জানতে পারার পর এই কারবার রুখতে সংস্থা এবার শিলিগুড়ি মহকুমা ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় কড়া পদক্ষেপ করছে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি এলাকায় সংস্থার বাস্তুকারদের পাঠিয়ে সমীক্ষা করে কোথায় কোন জমিতে কার হোর্ডিং রয়েছে, হোর্ডিংয়ের পরিমাপ কত সেসব নথিভুক্ত করা হচ্ছে। এর পরেই সাতদিনের সময় দিয়ে অবৈধ সমস্ত হোর্ডিং সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ দেওয়া হবে। এই সময়ের মধ্যে হোর্ডিং না সরলে এসজেডিএ-ই হোর্ডিংগুলি ভেঙে ফেলে দেবে বলে চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার জানিয়েছেন।

শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকায় এসজেডিএ'র প্রচুর পরিমাণে জমি রয়েছে। শিলিগুড়ির কাওয়াখালি, সুশ্রুতনগর থেকে শুরু করে গোঁসাইপুর, মাটিগাড়া, বাগডোগরাতেও রাস্তার পাশ দিয়ে সংস্থার প্রচুর জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। বহু সংস্থা হাসপাতাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য জমি নিয়ে ১০-১৫ বছর ধরে ফেলে রেখেছে। সেই জমিগুলি ফেরত নেওয়া নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

প্রকাশ্যে।। *এসডেডিএর জমিতে হোর্ডিংয়ের অবৈধ পরিকাঠামো।*

তবে, এসজেডিএ'র জমি ব্যবহার করে বিশাল বিশাল লোহার কাঠামো বসিয়ে নামীদামি কোম্পানির বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং ঝোলানো হয়েছে। অভিযোগ, শহর এবং শহরতলির একাংশ ব্যবসায়ী এই ব্যবসায় যুক্ত। এগুলি থেকে প্রতিটি হোর্ডিং সংস্থা বছরে কোটি টাকা আয় করছে। কিন্তু এসজেডিএ'র কাছে এই সমস্ত হোর্ডিংয়ের বিষয়ে কোনও নথিপত্রই নেই। অর্থাৎ এসজেডিএ'র অনুমতি ছাড়াই সংস্থার জমি ব্যবহার করে এভাবে বেআইনি কারবার চলছে।

শুক্রবার নৌকাঘাট থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রাস্তায় এগোতেই চোখে পড়ল, এসজেডিএ'র বাস্তুকাররা প্রতিটি হোর্ডিংয়ের ছবি তুলছেন এবং সেগুলি মাপজোখ করছেন। খবর নিয়ে জানা গেল, কোন জায়গায় কতগুলি হোর্ডিং রয়েছে, প্রতিটি হোর্ডিংয়ের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কত সমস্তটার ছবি তুলে নেওয়ার পাশাপাশি খাতায় নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

পরে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেন, 'সংস্থার জমি ব্যবহার করে স্থায়ী লোহার কাঠামো বসিয়ে প্রচুর সংস্থা বিনা অনুমতিতে হোর্ডিং বসিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে এসবের কোনও হিসেব নেই। কিন্তু জমিটা তো এসজেডিএ'র। তাই আমরা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি পরিকল্পনা এলাকায় (এসজেপিএ) সংস্থার হাতে থাকা জমিতে যতগুলি হোর্ডিং রয়েছে প্রতিটির তথ্য সংগ্রহ করছি। সংস্থার বাস্তুকাররা ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে কাজ শুরু করেছেন। এর পরে প্রতিটি সংস্থাকে সাতদিনের সময় দিয়ে নোটিশ করে হোর্ডিং সরিয়ে নিতে বলা হবে। তারা সেই সময়ের মধ্যে হোর্ডিং না সরালে আমরা সেগুলি ভেঙে দেব।'

তিনি এদিন বলেন, 'বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে সংস্থার একটি জমি দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেই জমিটি দখল করে কিছু মানুষ বিক্রির ছক কষছিল। আমরা এদিনই সেই জমিটি পরিমাপের ব্যবস্থা করে চারদিকে ঘেরা দেওয়ার কাজ শুরু করেছি। সরকারি জমি কোনওভাবেই বেহাত হতে দেওয়া হবে না।'

যা চলছে

- এসজেডিএ'র জমি ব্যবহার করে নামীদামি কোম্পানির বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং
- অভিযোগ, শহর এবং শহরতলির একাংশ ব্যবসায়ী এই ব্যবসায় যুক্ত
- এগুলি থেকে প্রতিটি হোর্ডিং সংস্থার বছরে কোটি টাকার আয়
- কিন্তু এসজেডিএ'র কাছে এই সমস্ত হোর্ডিংয়ের বিষয়ে কোনও নথিপত্রই নেই

আগে এসে পরে বিদায় বর্ষার

ঝঞ্ঝার সক্রিয়তায় ভারী তুষারপাত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : আগাম ডানা মেলায়, বিদায়টাও তাড়াতাড়ি ঘটবে বলে জল্পনা ছিল। কিন্তু ওই জল্পনায় জল ঢেলে বর্ষা বিদায় নিচ্ছে দেরিতেই। বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে চারদিন পিছিয়ে আগামী মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নেওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিদায় নিলেও, দুয়ারে যথারীতি হাজির পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। যার খেলা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে সিকিম পাহাড়ে। শুরুতেই ঝঞ্ঝা সক্রিয় হয়ে ওঠায় এবছর তুষারপাতের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা যথেষ্ট থাকবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। এক্ষেত্রে চলতি বছর ভাগ্য সহায় হতে পারে দার্জিলিং শহরেরও। আর তা পাহাড়ি পর্যটনে কিছুটা হলেও সুদিন ফিরিয়ে আনতে পারে।

নিম্নচাপের অভিমুখ বদলে বর্ষা উত্তরে ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করেছে দুর্গাপুজো শেষ হতে না হতেই। পাহাড় থেকে সমতল, সর্বত্রই ধ্বংসের ছবি, উৎসবের মেজাজ হারিয়ে গিয়েছে দুর্যোগে। যে কারণে সর্বত্রই প্রশ্ন, বর্ষা বিদায় নেবে কবে? সাধারণত ১০ অক্টোবরের মধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকে বিদায় নেয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। কিন্তু বৃহস্পতিবারও বৃষ্টি হয়েছে বেশ কয়েকটি জায়গায়। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সোমবার পর্যন্ত। আবহবিদদের বক্তব্য, সোমবারের বৃষ্টির পরই সাত-আট মাসের জন্য পাততাড়ি গোটাবে বর্ষা। ফলে তেমন দুর্যোগের আর তেমন সম্ভাবনা থাকবে না। বাতাসে জলীয় বাষ্প না থাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা থাকবে না।

> আশা করা যাচ্ছে তিন-চারদিনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এই অঞ্চল থেকে সরে যাবে। ফলে ভারী বা অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তেমন আর থাকবে না।
>
> **গোপীনাথ রাহা**
> কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, আবহাওয়া দপ্তর, সিকিম

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'আশা করা যাচ্ছে তিন-চারদিনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এই অঞ্চল থেকে সরে যাবে। ফলে ভারী বা অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তেমন আর থাকবে না।'

উল্লেখ্য, হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে সাধারণত বর্ষার প্রবেশ ঘটে ৮ জুন। কিন্তু এবছর বর্ষার প্রবেশ ঘটেছিল ৩১ মে। অর্থাৎ, আগে এসে এবার বর্ষা বিদায় নিচ্ছে দেরিতে।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবেই এই অঞ্চল থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। যথারীতি পাহাড়ি অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠছে ঝঞ্ঝা। বিদায়বেলায় বর্ষা যেমন অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তেমনভাবে শুরুতেই ঝঞ্ঝা অতিমাত্রায় সক্রিয়তা দেখাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যার কিছুটা প্রমাণ মিলেছে সিকিমের জিরো পয়েন্ট সহ কয়েকটি জায়গায় তিন-চারদিন ধরে টানা তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে।

অক্টোবরের শুরুতেই যেভাবে তুষারপাত শুরু হয়েছে, তাতেই ঝঞ্ঝার দাপট এবছর মারাত্মক হতে পারে বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, ফালুটের মতো জায়গাগুলিতেও শীতের সময় তুষারপাত ঘটে। কিন্তু এবছর '২২-এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে দার্জিলিং শহরেও। ফলে বর্ষার দুর্যোগে যে ধাক্কাটা লেগেছে পাহাড়ি পর্যটনে, তাতে কিছুটা হলেও প্রলেপ দিতে পারে তুষার।

হুঁশ নেই যাত্রীদেরও

প্রথম পাতার পর

দিনের পর দিন ধরে এভাবে যাত্রী পরিবহণ করে চলেছেন। এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে চালকরা কোনও উত্তর দিতে চাননি। এভাবে চলাচলে বিপদ জানলেও বিষয়টি যেন যাত্রীদের কাছে একরকম গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। ম্যাজিক গাড়ির পাদানিতে ওঠা যাত্রী সঞ্জীব মণ্ডল বললেন, 'পরের গাড়িতে গেলে ২০-২৫ মিনিট দেরি হয়ে যাবে। তাই ওই গাড়িতেই উঠেছি। বসার জায়গা না পেলে কিছু হবে না, আগে বাড়ি তো পৌঁছোব।'

তবে এনিয়ে অনেকে ক্ষোভ জানিয়েছেন। বৌবাজার এলাকার বাসিন্দা প্রকাশ দাস বললেন, 'স্ট্যান্ড থাকা সত্ত্বেও ওই গাড়িগুলির চালকরা মেইন রোডের উপরই যাত্রী তোলেন, নামান। কারও কোনও তোয়াক্কা করেন না। জেলা পুলিশ বা ট্রাফিকের তরফে কড়া পদক্ষেপ করা না হলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

তিন নম্বর গুমটির পর থেকে বৌবাজার চত্বরে পুলিশ মোতায়েনের দাবিও উঠেছে। ট্রাফিক পয়েন্টেগুলিও যাতে দ্রুত চালু করা হয় সেজন্য বাসিন্দারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

জখম ১১

প্রথম পাতার পর

বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াড সূত্রে খবর, নাথুয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে এসেছিল বুনো শুয়োরটি। পরে সেটিকে খুট্টিমারির জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'আহতদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে।' পূর্ব ডাউকিমারির বাসিন্দা পূর্ণিমা রায় বলেন, 'বাড়ির উঠোনে ঢুকে হামলা চালায়। কেউ সকালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্রাশ করছিল। সেই সময় কামড়, গুঁতোয় আহত হয়েছেন অনেকে। একটি বুনো শুয়োর এভাবে হামলা করায় অবাক বনকর্মীরাও। বামনটারির বাসিন্দা স্বপ্না রায় জানান, আচমকাই বাড়ির সামনে এসে লাফিয়ে হামলা চালায় শুয়োরটি। তখনই দুজন আহত হয়েছেন। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যে মোরাঘাট, নাথুয়া, বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের বনকর্মীরা এলাকায় নজরদারি শুরু করেছেন। এদিন গয়েরকাটা চা বাগানে দাঁতালের হামলায় গুরুতর জখম হন প্রদীপ কুজুর (৪৫) ও চিরু ওরাওঁ (৬৫)। দুজনেই গয়েরকাটা চা বাগানের মুন্সি লাইনের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল ৪টে নাগাদ গয়েরকাটা চা বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে কীটনাশক স্প্রে-র কাজ করছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। হঠাৎ বিগুলঝোরা পেরিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ে একটি দাঁতাল। তার সামনে পড়ে যান মোষ চরাতে যাওয়া বৃদ্ধ চিরু ওরাওঁ। দাঁতালটি তাঁকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারে। সেই সময় ওই পথ ধরে বাগানের ম্যানেজারের গাড়ি ফিরছিল। গাড়ির শব্দে দাঁতালটি চিরুকে ছেড়ে চা বাগানের ভিতর দিকে দৌড় দেয়। বাগানের রাস্তায় তখন ট্যাংকার থেকে কীটনাশক ভরছিলেন প্রদীপ। হঠাৎ দাঁতালটিকে ছুটে আসতে দেখে জ্ঞান হারান তিনি। তাঁকে বাঁচাতে অন্য শ্রমিকরা তাঁকে টেনে তুলে প্রথমে একটি স্কুটিতে ওঠানোর চেষ্টা করেন। ততক্ষণে দাঁতালটি একেবারে কাছে চলে আসায় তাঁরা প্রদীপকে কোনওমতে ট্যাংকারের নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেরা পালিয়ে যান। দাঁতালটি কীটনাশক ভর্তি ট্যাংকারটি উলটে দিলে গুরুতর আহত হন ওই চা শ্রমিক। পরবর্তীতে শ্রমিকরা চিৎকার শুরু করলে হাতিটি কিছুটা দূরে চা বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। পরবর্তীতে আহত দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে বাগানের হাসপাতালে এবং সেখান থেকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরবর্তীতে তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মোরাঘাট রেঞ্জ ও বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ দপ্তরের কর্মীরা। বনকর্মীদের চেষ্টায় হাতিটিকে মোরাঘাটের জঙ্গলে ফেরানো হয়।

বাগান শ্রিমক সুরেশ লাকড়া বলেন, 'চোখের সামনে হাতির আক্রমণ দেখলাম। মনে হল, যমদূতের হাত থেকে বরাতজোরে বাঁচলাম। বনকর্মীরা না এলে আরও ক্ষতি হতে পারত।' বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার বলেন, 'গয়েরকাটা চা বাগানে হাতির হামলায় দুজনের আহত হওয়ার খবর পেয়ে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দাঁতালটিকেও জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার খরচ বহন করবে দপ্তর।'

সাহিত্য উৎসব ঘিরে উৎসাহ

তিস্তা সাহিত্য উৎসবে কবি ও সাহিত্যিকরা। ছবি : মানসী দেব সরকার

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : 'সব কবিই বাজে কবিতা লেখে। দুর্বল কবিরা সেগুলো প্রকাশ করে, ভালো কবিরা সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে।' - সাহিত্য ও জীবন নিয়ে ইতালীয় সাহিত্যিক উমবের্তো একো এই মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠলে উঠতেই পারে। কিন্তু সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের অবদান তো আর অস্বীকার করা যায় না।

সেই সাহিত্যকেই সযত্নে সমাজের সকলের মধ্যে সরলভাবে পৌঁছে দিতে জলপাইগুড়ি তিস্তাগুড়ি পত্রিকার উদ্যোগে তিস্তা সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি অরবিন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুক্রবার সেই অনুষ্ঠানের প্রথম দিন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। উৎসব প্রাঙ্গণের তিনটি মঞ্চজুড়ে সাহিত্য, আবৃত্তি নিয়ে নানা অনুষ্ঠান চলল। আরও ছিল। স্কুলের এক বারান্দাজুড়ে উত্তরের চিত্রশিল্পীদের তৈরি নানা কৃষ্টি সবার মন ভরাল। মূল মঞ্চ অর্থাৎ দেবেশ রায় মঞ্চে মনীষিতা নন্দীর উদ্বোধনী স্তোত্র পাঠ এই সংস্কৃতিচর্চার সূচনায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করল। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা, গল্পকার অশোক গাঙ্গুলি, বিশিষ্ট কবি ও যুগশঙ্খ পত্রিকার দীর্ঘদিনের সম্পাদক বিকাশ সরকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 'প্রকৃতি এখন শুধুই সাহিত্যের ফুটনোট' - এই বিষয় নিয়ে বিতর্কসভারও আয়োজন করা হয়। জয়শীলা গুহবাগচীর কথা সমন্বয়ে অধ্যাপক রাজদীপ্ত রায়, অভ্রদীপ ঘটক, গৌতম গুহরায়, ক্ষৌণীশ গুহ, বিপুল সরকার, সুবীর সরকার, সুকল্যাণ ভট্টাচার্য ও রাজা রাউতরা সেখানে নিজেদের মত তুলে ধরেন। বক্তারা যেভাবে তাঁদের বক্তব্য সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন তা অনায়াসে সবার মন ভরায়। বাকি দুটি মঞ্চে কবিদের কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তপেশ দাশগুপ্ত, রানা সরকার, গৌতমেন্দু নন্দী, সুবীর সরকার, টিপলু বসু প্রমুখ মঞ্চের শোভা বাড়ান। অনুষ্ঠানে গান ও নৃত্যানুষ্ঠান ছিল সমান আকর্ষণীয়।

উৎসবে কতটা সাড়া পাওয়া যাবে তা নিয়ে উদ্যোক্তারা প্রথমদিকে কিছুটা সংশয়ে ছিলেন। কিন্তু এদিন সন্ধ্যার পর থেকে ছোট থেকে বয়স্ক যেভাবে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সাড়া দিলেন, তাতে উদ্যোক্তাদের উৎকণ্ঠা অনেকটাই মিটেছে। উৎসবের আরও দু'দিন বাকি। সেই দিনগুলিতেও এভাবেই সবাই উৎসবে সাড়া দেবেন বলে উদ্যোক্তারা সমান আশাবাদী।

মৃত্যু চার পরিযায়ীর

বহরমপুর, ১০ অক্টোবর : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু। বেঙ্গালুরুতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত্যু হল মোট চারজন পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতদের নাম জাহেদ আলি (৩২), মিনারুল শেখ (৩৫), তাজিবুল শেখ (৩২) ও জিয়াবুর শেখ (৩৪)। গ্রামজুড়ে এই খবরে শুক্রবার মনমরা ছিল মুর্শিদাবাদের খিদিরপুর সহ নাগরাজোল এলাকা। মৃতদের মধ্যে জাহেদের বাড়ি খিদিরপুর এলাকায়। বাকিরা বহরমপুরের নাগরাজোলের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাঁরা সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শুক্রবার চারজনই মারা গিয়েছেন। জখম আরও তিনজনের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে। তাঁদের নাম হাসান মণ্ডল, নুরজামাল শেখ ও শাফিজুল শেখ। মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনকয়েক আগেই বেঙ্গালুরুর বীরদি কারামানি এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে গ্যাস লিক করে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

ধ্বংসলীলার ক্ষতের সঙ্গে হিংসার ঘা দগদগে

প্রথম পাতার পর

নাহলে কী আর গাঠিয়ার মতো তত পরিচিতিহীন নদী এমন সর্বনাশ করে দিয়ে যেতে পারে! গাঠিয়ার দু'ধার শুধু ধ্বংসের ক্ষত নিয়ে পড়ে আছে এখন। মানুষ, জঙ্গল, বন্যপ্রাণের জীবন যেন স্তব্ধ। সংকটে মানুষের জীবিকা। অথচ নদীগুলির সঙ্গে শুধু জীবন-জীবিকা নয়, আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে থাকে সংস্কৃতি।

গত সপ্তাহে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার প্রবল বর্ষণে নদী ও প্রকৃতির পাহাড়প্রমাণ সর্বনাশের বিবরণ গত কয়েকদিনে লক্ষ লক্ষ অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। একই কথা বারবার না বলাই ভালো। তাতে কচলে কচলে লেবু তেতো হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। কিন্তু একটা কথা না বললেই নয়। উত্তরের প্রকৃতি, সংস্কৃতির শিক্ষা ভুলিয়ে এই বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে ভোটের সমীকরণে হিংসার জয়গান গাইতে শেখাচ্ছে।

বিজেপির দুজন জনপ্রতিনিধিকে (একজন সাংসদ, একজন বিধায়ক) খুনের চেষ্টায় সেই বার্তা স্পষ্ট। দুর্গত এলাকায় গিয়ে তাঁরা ভুল বা অন্যায় করেননি। কিন্তু ভোটের ক্ষীর কুড়োনোর অঙ্কে দলীয় সমর্থকদের উসকে মারমুখী করে তৃণমূল নেতারা জনরোষ বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করলেন। মাত্র দুজন বিজেপি নেতাকে বলির পাঁঠা বানিয়ে সমঝে দেওয়া হল, সাবধান, আর এগোলে বিপদ আরও ভয়ংকর! তিস্তা-তোর্ষার চেয়েও ভয়ংকরী হয়ে উঠতে পারে প্রতিহিংসার রূপ।

মুদ্রার অপর পিঠে আবার প্রতিশোধের বার্তা। হিংসায় টেক্কা দিতে কেউ কম যায় না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পালটা মারের নির্দেশের চেয়ে হিংসায় প্ররোচনা আর কিছু হয় কী! দুর্ভাগ্যজনক বললেও কম বলা হয়! বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর চোখের নীচের হাড় ভেঙেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বটে, কিন্তু খগেনের চোটকে আমল দিলেন না। সৌজন্যের বদলে সাক্ষাৎ হয়ে উঠল তাচ্ছিল্যের প্রতীক।

এখন পাহাড় কিংবা সমতলে ত্রাণের হিড়িক চলছে। প্রশাসন, তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কলকাতা থেকে এসএফআইয়ের টিম, জুনিয়ার ডাক্তারদের অভয়া মঞ্চ, আরও নানা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন- যে যেখানে পাড়ছে ত্রাণ ও চিকিৎসা সাহায্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঘরবাড়ি, আবাদ, জীবিকার উপকরণ ভেসে যাওয়া মানুষগুলির কাছে এই ত্রাণ নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু জীবনকে মূলস্রোতে ফেরাতে যে পুনর্গঠন, পুনর্বাসন দরকার, তা আদৌ হবে কি?

হিমালয় লাগোয়া উত্তরবঙ্গের এই বিপর্যয়ের মধ্যে মালদায় মহানন্দা, ফুলহর, গঙ্গার যৌথ ধ্বংসলীলা কার্যত আড়ালে থেকে গেল। গঙ্গা, ফুলহর, মহানন্দার পাড়ে ভূতনি, বৈষ্ণবনগর, রতুয়া প্রায় সারাবছর শঙ্কিত জীবনযাপন করে। ভাঙন, বন্যা লেগেই থাকে। সেই সর্বনাশের দিকে প্রচারের আলো কমই পড়ে। অনেক বেশি প্রচারিত হয় মালদার আনাচকানাচে নানা রাজনৈতিক খুন, দুষ্কৃতী তাণ্ডব। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে এলেন। মালদার খোঁজও নিলেন না।

সুকান্ত মজুমদার অনেকটা পথ ডিঙিয়ে বালুরঘাট থেকে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এলেন। ঘরের কাছে মালদার দুর্ভোগ দেখতে একদিন গেলেন না। শুভেন্দু অধিকারী বা রাজ্যপাল কারও মনে হয় না ভূতনিতে মানুষের লাগাতার চরম ভোগান্তি দেখতে যাওয়া দরকার। শাসক-বিরোধী, সকলেই দুর্যোগকেন্দ্রিক পর্যটনে গা ভাসালেন। প্রকৃতি-নদীর সহাবস্থানের এতদিনের পাঠকে ভুলিয়ে দিলেন। হিংসার বিপর্যয় ডেকে আনলেন উত্তরবঙ্গে। তিস্তা-তোর্ষা, ফুলহরের ক্ষত নিরাময় হবে, প্রতিশোধপরায়ণতার দগদগে ঘা থেকেই যাবে।

ছোট্ট তারা

আশালতা বসু বিদ্যালয়ের তরফে আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ‘গ্রুপ-সি’ বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী সৌরসেনী নাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

পাইপলাইন বসানোর কাজ বন্ধ

পানীয় জল থেকে বঞ্চিত অধিকাংশ নাগরিক

ময়নাগুড়ি, ১০ অক্টোবর : বাড়ি বাড়ি পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ আপাতত বন্ধ। ফলে ময়নাগুড়ি পুর এলাকার অধিকাংশ নাগরিকই এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পানীয় জল পরিষেবা সকলে পান না। তাই ২০২৫ সালের গোড়ায় আম্রুত জিরো পয়েন্ট-টু প্রকল্পের আওতায় ৩১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিল ময়নাগুড়ি পুরসভা। ২০২৬ সালের শুরুতেই নাগরিকদের ঘরে ঘরে পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পুরসভা। বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে ২০২৬ সালেও কাজ শেষ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় দানা বাঁধছে। যদিও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, ‘সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে ঠিকাদারি সংস্থাকে। ২০২৬ সালের শেষের দিকে যাতে প্রকল্পের কাজ শেষ করা যায় সেই চেষ্টা চলছে।’

১৭টি ওয়ার্ডের মূল জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ হয়েছে পঞ্চাশ শতাংশের কিছু বেশি। তিনটি জোনে পুরো এলাকাকে ভাগ করা হয়েছে। জোন একে ৪০, জোন দুইয়ে ৭০ এবং জোন তিনে লাইন বসানোর কাজ হয়েছে ৯০ শতাংশ। দুর্গাপুজোর আগে থেকেই লাইন বসানোর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রধান পাইপলাইন থেকে বাড়ি বাড়ি সংযোগের কাজের টেন্ডার হয়েছে। কিন্তু কাজ শুরু হয়নি।

১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটিতে মূল পানীয় জলের ট্যাংক বসবে। প্রকল্প প্রথমবার এমইডি (মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ডিপার্টমেন্ট)-তে বাতিল হওয়ার পর দ্বিতীয়বার অনুমোদন মিলেছে। টেন্ডার করা হয়নি, তবে হবে শীঘ্রই।

পেটকাটির বাসিন্দা দীপঙ্কর দত্তর কথায়, ‘ওয়ার্ডে জল মেলে না। সাইকেলে ব্যাগ ভর্তি করে পাত্র নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিসে এসেছি। খাবার জল এভাবেই প্রতিদিন বয়ে নিয়ে যাই।’ ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপক সেনেরও একই সমস্যা। জলে সমস্যার কথা মেনে নিলেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ঝুলন সান্যালও। তবে পুরসভার জলের ট্যাংকের গাড়ি নিয়ে গিয়ে জল দেওয়া হয় বলে তিনি জানান।

বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা একশো শতাংশ চালু হয়েছে একমাত্র ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফার্ম শহিদগড়পাড়ায়। এছাড়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগর সাহাপাড়ার একাংশে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। ঠিকাদারি সংস্থার তরফে আনিসুল হক বলেন, ‘প্রধান পাইপলাইন বসানোর ৫০ শতাংশের সামান্য কিছু বেশি কাজ হয়েছে। পাইপ আসবে কলকাতা থেকে। আপাতত কাজ বন্ধ রয়েছে।’

পিএইচই অফিসে এসে খাবার জল সংগ্রহ। ময়নাগুড়িতে।

বর্তমান অবস্থা

১৭টি ওয়ার্ডের মূল জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ হয়েছে পঞ্চাশ শতাংশের কিছু বেশি

বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা একশো শতাংশ চালু হয়েছে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফার্ম শহিদগড়পাড়ায়

৩ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগর সাহাপাড়ার একাংশে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে

হাঁটার জায়গা দখলে ভোগান্তি

ফুটপাথ দখল করে দোকান। মালবাজারে।

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১০ অক্টোবর : সামনেই কালীপুজো। ভিড় বাড়ছে বাজারে। যার জেরে যানবাহনের চাপ বেড়েছে জাতীয় সড়কে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন পথচারীরা। কারণ জাতীয় সড়কের পাশে নেই হাঁটার জায়গা। কোথাও অল্প জায়গা থাকলেও কোথাও আবার তৈরি হয়েছে দোকান। যদিও ফুটপাথ দখল করে দোকানঘর তৈরি নতুন কিছু নয়। এখন সবটাই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরসভার। তবে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানিয়েছেন, কালীপুজোর আগেই ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে নামবে মাল পুরসভা। পাশাপাশি চেষ্টা চলছে পার্কিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা করার।

সারাদিন ভিড় থাকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, থানা ও এসডিও অফিসের চত্বরে। সেই হাসপাতালের সামনেই ফুটপাথে গজিয়ে উঠেছে জামাকাপড়ের একাধিক দোকান। পাশাপাশি অসুবিধার কারণ হয়ে উঠছে বিভিন্ন দোকানের হোর্ডিং। অধিকাংশ দোকান তাদের স্ট্যান্ড হোর্ডিং রেখে দেয় জাতীয় সড়কের পাশে। থাকে চিকিৎসকদের প্রচার হোর্ডিংও। সেই হোর্ডিং দেখে রোগীদের চিকিৎসক খুঁজতে সুবিধা হলেও জায়গার অভাবে রোগীদের যাতায়াতের সমস্যা হয়। পার্কিংয়ের নির্দিষ্ট স্থান না থাকায় জাতীয় সড়কের পাশেই অনেকে গাড়ি, বাইক রেখে দেন। এ সমস্ত কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাল পুরসভা ও থানার ট্রাফিক বিভাগ। দোকান উচ্ছেদের আশঙ্কায় বেশ কিছু ব্যবসায়ী।

মাল পুরসভার বাটাইগোল বাজারের ব্যবসায়ী চন্দন দাস বলেন, ‘হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে দোকান করে রোজগার করছি। এটাই একমাত্র সম্বল। দোকান তুলে দিলে খাব কী?’ অপর এক ব্যবসায়ী বিট্টু দাস বলেন, ‘আমাদের এই দোকান থেকে উৎখাত করার আগে প্রশাসনকে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।’ এক ওষুধ ব্যবসায়ী রাজীব সরকার বলেন, ‘আমাদের সংগঠনের তরফেও সকল ব্যবসায়ীকে সড়ক থেকে হোর্ডিং জাতীয় জিনিস নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে বলা হবে।’ মালের ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বসু জানান, মাল পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৭
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

■ **মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক**

■ **পিআরবিসি**

এ পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৮
ও নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

■ **এফএফপি**

এ পজিটিভ	৭০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৭০
ও পজিটিভ	৭০
এবি পজিটিভ	১৫

■ **প্লেটলেট**

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০

দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে রাত জেগে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ

মণ্ডপসজ্জার সরঞ্জাম এসে পৌঁছেছে রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনে।

রায়কতপাড়ায় দিগন্তের সুর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই তেরো পার্বণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল দুর্গাপুজো। কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে এই উৎসব। তাই বলে উৎসবের আমেজ কাটেনি। দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো মিটিয়ে বাঙালি এখন মেতে উঠেছে শ্যামাপুজোর প্রস্তুতিতে। দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজোকে ঘিরেও দেখা যাবে সুসজ্জিত থিমের মণ্ডপ। দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে এখন রাত জেগে চলছে কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরির কাজ। জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা দুর্গাপুজোর মতো শ্যামাপুজোতেও রাত জেগে প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরোন। তাই দর্শনার্থীদের মন জয় করতে এবছরও নতুন নতুন থিমের মণ্ডপ উপহার দেবে শ্যামাপুজো কমিটিগুলি। ৫৫তম বর্ষে শহরবাসীকে নতুন কিছু উপহার দিতে চায় জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। এবছর তাদের শ্যামাপুজোর থিম ‘দিগন্তের সুর’।

এবছর এই মণ্ডপে ঢুকলে দেখা যাবে বাউলশিল্পীদের বাদ্যযন্ত্র ও তাঁদের জীবনযাত্রা। কেন এই থিম জিজ্ঞেস করতে রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিবাশিস পাল বলেন, ‘এই আধুনিক যুগে আমরা বাউলগান এবং বাউলশিল্পীদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কথা একপ্রকার ভুলতে বসেছি। নতুন প্রজন্ম এই বাউলশিল্পীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিশেষ একটা অবগত নয়। তাই এবছর এই থিমটি বাছাই করা হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আজ থেকে ৩৫-৪০ বছর আগেও গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাউলশিল্পীরা গান করতেন। গান শুনিয়ে যা রোজগার করতেন তা দিয়ে মাটির বাড়িতে উনুনের আঁচে মাটির হাঁড়িতে রান্না করতেন। এইসব ছবি মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে।’

এবছর তাঁদের পুজোর বাজেট প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। মণ্ডপসজ্জার জন্য বাঁশ, বেড়া, কাঠ ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। মণ্ডপের ভেতরে বেড়ার জানলা, দরজার পাশাপাশি বাউলশিল্পীরা যে একতারা, দোতারা, ঘুঙুর নিয়ে গান করেন সেগুলিও দেখা যাবে। এছাড়া মণ্ডপের ভেতরে সুন্দর আলপনা দেখা যাবে। পুজো কমিটির সদস্যদের আশা, এবছর দর্শনার্থীরা যখন এই মণ্ডপে প্রবেশ করবেন তখন বাউলগানের সুর তাঁদের মন জয় করবে। মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি মায়ের মূর্তিতেও দেখা যাবে বাউল রূপ। ইতিমধ্যে মণ্ডপসজ্জার সরঞ্জাম পুজো প্রাঙ্গণে চলে এসেছে। মণ্ডপ তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

এবারের চমক

৫৫তম বর্ষে রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের শ্যামাপুজোর থিম দিগন্তের সুর

বাঁশ, বেড়া, কাঠ ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে

মণ্ডপের ভেতরে বেড়ার জানলা, দরজার পাশাপাশি একতারা, দোতারা, ঘুঙুর দেখা যাবে

বাউলশিল্পীদের জীবনযাত্রাকে ফুটিয়ে তোলা হবে

মাল কলোনির কালীপুজোয় প্রাচীনের মহিমা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১০ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর পর মাল শহরের কলোনি ময়দান কালীপুজোর জন্য তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাল কলোনি যুবকবৃন্দের খুঁটিপুজো হয়। তারপর থেকে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এবছর তাদের পুজো ১২তম বর্ষে পা দিল। তবে এবার কোনও সাধারণ মণ্ডপ নয়। মণ্ডপে থিমের ছোঁয়া থাকছে। ‘আধুনিকতার আড়ালে প্রাচীনের মহিমা’ এই থিমে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মাল যুবকবৃন্দের শ্যামাপুজো কমিটির সভাপতির পদে মাল পুরসভার কাউন্সিলার অজয় লোহার রয়েছেন। সহ সভাপতি প্রাক্তন কাউন্সিলার সমর দাস। অজয় বলেন, ‘এই পুজোর দায়িত্ব পাওয়া আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। সবরকমভাবে পুজো সফল করার চেষ্টা করা হবে।’

প্রাচীন ভারতের গণিতের বিভিন্ন দিক মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে। হোগলা পাতা, চাটাই ও শীতলপাটি ইত্যাদি ব্যবহার করে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মালবাজার শহরের স্থানীয় শিল্পীরা মণ্ডপ নির্মাণ করবেন। ইতিমধ্যে বাঁশের প্রাথমিক কাঠামো তৈরির কাজ চলছে। প্রাচীন ভারতে গণিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংখ্যা ও চিহ্নের প্রচুর চিত্র মণ্ডপে ফুটে উঠবে। ১২তম বর্ষের এবারের পুজোয় বাজেট প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। সুদৃশ্য মণ্ডপে শ্যামাকালীর প্রতিমা থাকবে। মাল শহরের শিল্পী স্বপন ভাদুড়ি প্রতিমা তৈরি করছেন। শহরের আলোকশিল্পী মান্টি বণিক আলোকসজ্জার দায়িত্বে থাকবেন। পুজো কমিটির সম্পাদক রাজীব সরকারের কথায়, ‘এটি মাল শহরের মধ্যে অন্যতম বড় পুজো। এবারেও আমরা দর্শনার্থীদের ভিড় আশা করছি।’

পুজো কমিটি সূত্রে খবর, কালীপুজোর সন্ধ্যায় পুজোর উদ্বোধন হবে। তবে কে বা কারা উদ্বোধন করবেন সেবিষয়ে এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। পুজোর তিনদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। দু’দিন স্থানীয় শিল্পীদের ও একদিন কলকাতার শিল্পীদের নিয়ে কলোনি যুবকবৃন্দ অনুষ্ঠানের চিন্তাভাবনা করছে। যুবকবৃন্দের সদস্য প্রভাকর সরকার জানান, মণ্ডপে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও ট্রাফিক সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক পোস্টার থাকবে।

আকর্ষণ

প্রাচীন ভারতের গণিতের বিভিন্ন দিক মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে

হোগলা পাতা, চাটাই ও শীতলপাটি ইত্যাদি ব্যবহার করে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে

মালবাজার শহরের স্থানীয় শিল্পীরা মণ্ডপ নির্মাণ করবেন

ইতিমধ্যে বাঁশের প্রাথমিক কাঠামো তৈরির কাজ চলছে

প্যান্ডেল শুরু মাল কলোনি যুবকবৃন্দের।

মালে দুই পুজোয় নিরাপত্তায় নজর

মালবাজার, ১০ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর পর মালবাজারের সবচেয়ে বড় দুই উৎসব শ্যামাপুজো ও ছটপুজো। ইতিমধ্যে শহরজুড়ে শুরু হয়েছে সেই উৎসব-প্রস্তুতি।

বিশেষত ছটপুজো পালিত হয় মাল শহরের বিভিন্ন ঘাটে, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২ নম্বর ওয়ার্ডের মাল নদীঘাট, লোকনাথ মন্দিরঘাট, ক্ষুদিরামপল্লিঘাট।

এছাড়াও, সুখানিঝোরার পানোয়ার বস্তি ছটপুজো কমিটির উদ্যোগে ছটপুজো উদযাপিত হয়। ২ নম্বর ওয়ার্ডের ঘাটটি দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী শহরের মধ্যে বৃহত্তম। সেই কারণে গত কয়েক বছর ধরে এখানে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরিতে সহায়তা করে আসছে। ইতিমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এসজেডিএ’র চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার অর্চনা পন্ধরিনাথ ওয়াংখেড়ে বলেন, ‘গতবছর যেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল সেই ধারা বজায় রেখে এ বছরও সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে।’

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে হড়পার কারণে দুর্গাপুজোর বিসর্জনে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। একই ধরনের বিধিনিষেধ ছটপুজোর সময়েও প্রযোজ্য হবে কি না, তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা চলছে। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, ‘পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো যাবে।’ তিনি আরও জানান, শহরের অন্যান্য ছটপুজো কমিটিগুলিও যাতে সরকারি সহায়তা পায়, তার জন্য এসজেডিএ’র সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

মালবাজার শহরের ছটপুজোকে কেন্দ্র করে শ্যামাপুজোর মতো রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের সমাগম হয়। অনেক সৃজনশীল মানুষ এসে উপস্থিত হন, যাঁরা ছটপুজোর মাহাত্ম্যকে ফ্রেমবন্দি করেন- কেউ ক্যানভাসে, কেউ লেন্সে। ফলে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়েও নজর দিতে বদ্ধপরিকর শহরের পুর ও পুলিশ-প্রশাসন।

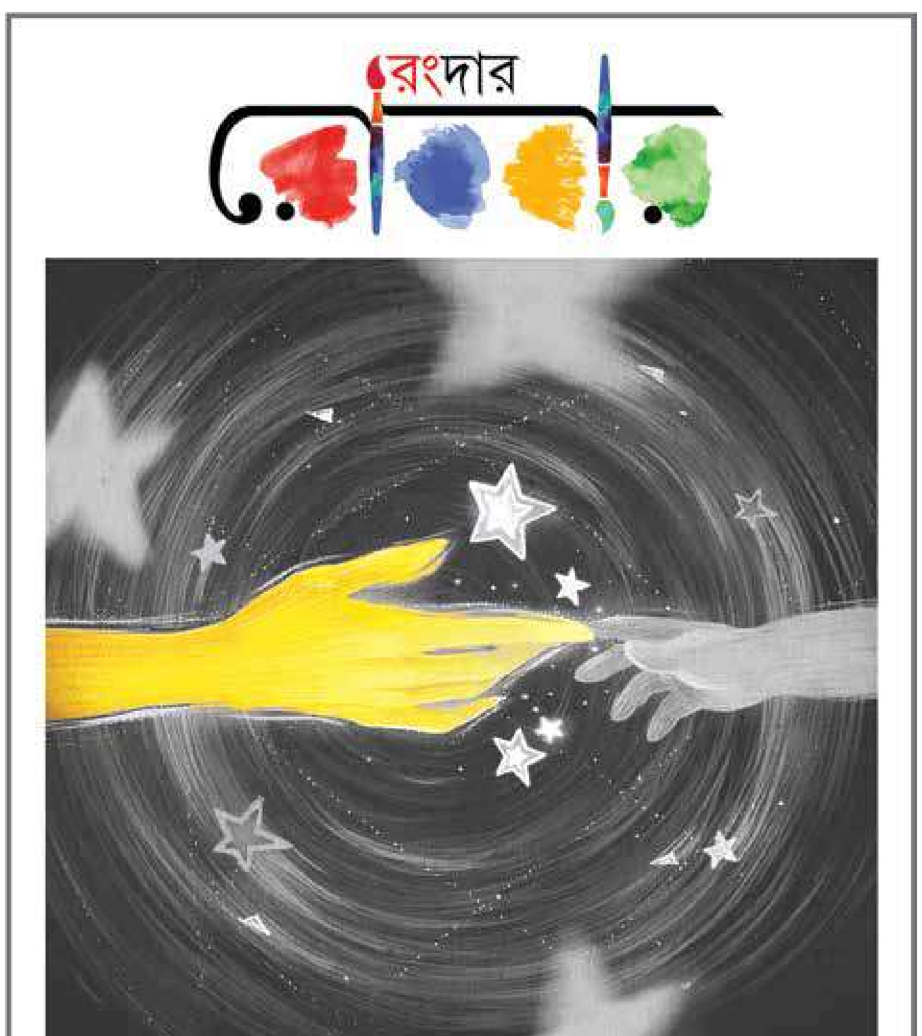

স্বপ্ন

ঘুমচোখে আমরা যা দেখি তাই স্বপ্ন। জীবনের বাকি যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সবই বাস্তব। তবুও আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। সে সবের অনেক কিছু পূরণ হবে না জেনেও। এমনকি স্বপ্নভঙ্গ হলেও মন বাধা মানতে নারাজ। সব বাধা কেটে যাবে বলেই বিশ্বাসে ভর রাখি।

প্রচ্ছদ কাহিনী জয়দীপ সরকার, সুমন গোস্বামী ও অপরাজিতা কুণ্ডু

ছোটগল্প গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রাভেল ব্লগ অশোক ভট্টাচার্য

কবিতা সমীর চট্টোপাধ্যায়, আশিস চক্রবর্তী, পার্থসারথি মহাপাত্র, আভা সরকার মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ রায়, প্রদীপ কুমার দাস ও বিশ্বজিৎ মজুমদার

টুকরো খবর

টিআইএন নেননি ১৩১ জন

ময়নাগুড়ি, ১০ অক্টোবর : ময়নাগুড়ি পুরসভা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মোট ১৩১ জন টোটোচালক টিআই নম্বর সংগ্রহ করেননি। পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডের মোট নথিভুক্ত টোটোর সংখ্যা ৬৬৮টি। এরমধ্যে ৪০ জন টোটোচালক এখনও পর্যন্ত টিআই নম্বর সংগ্রহ করেননি। শহর পার্শ্ববর্তী এলাকার ৩৮৩টি টোটোকে পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারমধ্যে এখনও পর্যন্ত টিআই নম্বর সংগ্রহ করেছেন মোট ২৮২ জন। বাকি ৯১ জন টোটোচালক এখনও টিআই নম্বর নেননি।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, ‘এখন পুরসভার অফিস থেকে টিআই নম্বর দেওয়ার কাজ চলছে। আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যে বাকি সকলেই টিআই নম্বর সংগ্রহ করবেন। পরবর্তী সময়ে শুধু এই টিআই নম্বর থাকলেই শহরে টোটো চালানো সম্ভব হবে।’

ডিপোতে চেয়ারম্যান

মালবাজার, ১০ অক্টোবর : ধসকবলিত কালিম্পংয়ের বিভিন্ন রুট পরিদর্শনের পর শুক্রবার মালবাজারে এনবিএসটিসির ডিপো পরিদর্শন করলেন চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। সেইসঙ্গে ডিপোর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। ডিপোর পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তিনি। পরিদর্শনের সময়ে বেশ কিছু বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে।

এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান বলেন, ‘পাহাড়ে ধসের কারণে বেশ কিছু রুটে বাস চলাচলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার রুট হচ্ছে শিলিগুড়ি-সেবক-রম্ভী-মংপু-ঘুম হয়ে দার্জিলিং। ফেরার পথে বাস চলছে ঘুম-কার্সিয়াং-তিনধারিয়া-শিলিগুড়ি রুটে। আবার, ২৯ মাইল এলাকায় ধস নামায় কালিম্পং ও গ্যাংটকের গাড়িগুলি এখন লাভা-লোলেগাঁও-গরুবাথান হয়ে শিলিগুড়ি রুটে চালানো হচ্ছে।’

ছিনতাই, গ্রেপ্তার ১

ময়নাগুড়ি, ১০ অক্টোবর : ময়নাগুড়ি শহরের দেবীনগরপাড়ায় বৃহস্পতিবার এক বধূর সোনার চেন ছিনতাই হয়। তবে তদন্তে নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ধৃত সৌরভ রায় শিলিগুড়ির শক্তিগড় এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের কাছে ছিনতাই হওয়া সোনার চেনের অংশ ও ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত স্কুটারটি আটক করেছে পুলিশ। তবে ছিনতাইয়ে অভিযুক্ত আরেকজন এখনও অধরা। এদিন সৌরভকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে, বিচারক তাঁকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, ধৃতকে জেরা করে অপরজনের খোঁজ করছে পুলিশ।

কোরকে বিজয়া সম্মিলনি

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার কোরক হোমের তরফে ৭৮ জন আবাসিককে নিয়ে হোমেই অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মিলনি। এই অনুষ্ঠানে নেপাল, বাংলাদেশ সহ ভারতের আবাসিকদের সংস্কৃতির মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। এদিন হোমে আবাসিকরা নাচ, গান পরিবেশন করার পাশাপাশি সুকুমার রায়ের নাটক ‘অবাক জলপান’ পরিবেশন করে।

টেস্টের প্রথমদিনে ভারতের স্কোর (২০২৪ সাল থেকে)

স্কোর	প্রতিপক্ষ	স্থান
৩৩৯/৬	বাংলাদেশ	চেন্নাই
৩৩৬/৬	ইংল্যান্ড	ভাইজ্যাগ
৩২৬/৫	ইংল্যান্ড	রাজকোট
৩১৮/২	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নয়াদিল্লি
৪৬ (অল আউট)	নিউজিল্যান্ড	বেঙ্গালুরু

বিরাটের মঞ্চে জয় হো যশস্বীর

জাজবল

৭ টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালের শতরানের সংখ্যা। ২৪ বছর হওয়ার আগে মাত্র তিনজন- ডন ব্র্যাডম্যান (১২), শচীন তেন্ডুলকার (১১), গারফিল্ড সোবার্স (৯) টেস্টে যশস্বীর থেকে বেশি শতরান করেছেন।

১ ২০২৩ সালে অভিষেকের পর থেকে টেস্টে শতরানের নিরিখে ভারতীয় ওপেনারদের মধ্যে সবার আগে যশস্বী। এই সময়কালে বিশ্বে ওপেনারদের মধ্যে টেস্ট শতরানের বিচারে দ্বিতীয় ইংল্যান্ডের বেন ডাকেট (৪টি)।

২ দেশের মাটিতে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে টেস্টে একের বেশি ১৫০ প্লাস রান করলেন যশস্বী। এর আগে এই কৃতিত্ব ছিল বিরাট কোহলির (১৫১ বনাম ইংল্যান্ড, ভাইজ্যাগে ২০১৬ সালে) ও (১৫৬ বনাম শ্রীলঙ্কা, নয়াদিল্লিতে ২০১৭ সালে)।

১ প্রথম ওপেনার হিসেবে টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম সাতটি শতরানের মধ্যে পাঁচটিতে ১৫০ প্লাস রান করলেন যশস্বী। প্রথম সাত শতরানের মধ্যে পাঁচটি ১৫০ প্লাস রানের কৃতিত্ব রয়েছে ব্রায়ান লারারও। তবে সেটা মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসেবে।

দুই বছরের টেস্ট কেরিয়ারেই একাধিক নজির গড়ে ফেলেছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

ভারত-৩১৮/২ (প্রথম দিনের শেষে)

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : গত জানুয়ারি মাস।

বাতাসে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া। নয়াদিল্লিতে শীতের রেশ একটু বেশিই। যদিও রাজধানীর ক্রিকেটমহলে তখন উত্তাপের আঁচ। এক যুগ পর বিরাট কোহলির রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন বলে কথা। বিরাট-স্পর্শে দিল্লি বনাম রেলওয়ে রনজি ম্যাচ ঘিরে উৎসবের মেজাজ।

৯ মাসের ব্যবধানে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টেস্টের আসর, অথচ বিরাট নেই! হতাশার প্রতিফলন মিলছিল সমর্থকদের একঝাঁক 'মিস ইউ বিরাট' ফেস্টুনে। এক খুদে সমর্থকের হাতে আবার 'উই মিস ইউ রোকো' লেখা। প্রায় ফাঁকা মাঠে হাজির কয়েক হাজার দর্শক অবশ্য আক্ষেপ নয়, ফিরলেন আগামীর বিরাট-প্রত্যাশা নিয়ে।

সৌজন্যে যশস্বী জয়সওয়াল। জাজবলের দাপটে ম্যাচের প্রথম দিনেই রং ছড়ালেন বিরাটের ঘরের মাঠে। খানিকটা হলেও প্রলেপ বিরাট-ভক্তদের আক্ষেপে। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অভিষেক টেস্টেই সেঞ্চুরি করেছিলেন যশস্বী। এদিন হোম সিরিজে ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডকে সামনে পেয়ে ফের জ্বলে উঠলেন।

দৃষ্টিনন্দন স্কোয়ার কাট, দুরন্ত সব অফড্রাইভের সঙ্গে ধৈর্য, পরিণত ক্রিকেটের মিশেল। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিতর্ক সরিয়ে দর্শকদের নির্ভেজাল 'জয় হো'-য় ডুব দেওয়া। ঝুঁকির হাওয়ায় শট সরিয়ে গ্রাউন্ড শটেই বাজিমাত। সেঞ্চুরির পর দুই হাত আকাশের দিকে। তারপর চেনা ভঙ্গিতে 'লাভ সাইন'।

যশস্বীর ভালোবাসার যে অত্যাচার সারাদিন কাঁটা হয়ে বিঁধল ক্যারিবিয়ান বোলারদের। শুরুর ঘণ্টা দেখেশুনে ক্রিজে সেট হলেন। তারপর যশস্বীর রাজপাট, অপরাজিত ১৭৩-এর চোখধাঁধানো ইনিংসে জাজবলের আস্ফালন।

বিসাই সুদর্শনের (৮৭) সঙ্গে ১৯৩ রানের যুগলবন্দি। লোকেশ রাহুল (৩৮), শুভমান গিলের (অপরাজিত ২০) সঙ্গে জোড়া হাফ সেঞ্চুরির জুটি। নিটফল, প্রথম দিনেই ভারত ৩১৮/২। প্রস্তুত হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের আসন্ন বার্থডে-র (ম্যাচের পঞ্চম দিনে) উপহার সাজিয়ে রাখার মঞ্চ।

শুরুটা হয় শুভমানের টস দুর্ভাগ্যে ব্রেক লাগিয়ে। সপ্তম টেস্টে অবশেষে টস জয়। যার মজা তারিয়ে তারিয়ে নিলেন জসপ্রীত বুমরাহরা। ব্যাটিং নিতে দুইবার ভাবেননি শুভমান। জানিয়েও দিলেন, বড় স্কোর টার্গেট। হিসেব মেলানোর কাজের শুরুটা লোকেশ-যশস্বীর।

অ্যান্ডারসন ফিলিপ, জেডন সিলস নতুন বলকে অবশ্য দারুণভাবে ব্যবহার করছিলেন। সুইংও মিলছিল। একাধিক বলে পরাস্ত হলেন, ভাগ্যের সাহায্যও মিলল ওপেনারদ্বয়ের। চাপ আলগা করতে প্রথমে হাত খোলেন লোকেশই। ছক্কাও মারলেন। কিন্তু জোমেল ওয়ারিকানের (৬০/২) ফ্লাইটে ঠকে যান। ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বাড়তি স্পিন লোকেশের ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে সোজা উইকেটকিপারের হাতে। বাকি কাজটা সারতে ভুলচুক করেননি টেভিন ইমলাচ।

৫৮/১ থেকে সাই-যশস্বীর যুগলবন্দি, 'জয় হো' সুর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। তিন নম্বরে ধ্রুব জুরেলকে খেলানোর দাবি উঠছিল। যদিও আইপিএল টিমমেটেই আস্থা রাখেন শুভমান। হতাশ করেননি সুদর্শন। প্রথম বলেই বাউন্ডারি। যশস্বীর সঙ্গে সংগতে যে টেম্পো বজায় রাখেন যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন।

লাঞ্চে ৯৪/১। মাঝের সেশনে একবল্গা দাপট দুইজনের। বেচারা রোস্টন চেজ। বারবার বোলিং পরিবর্তন করেও যে দাপটে ব্রেক লাগাতে ব্যর্থ, যা হতাশা বাড়াবে স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস, ব্রায়ান লারাদের। সকালে ঘণ্টা বাজিয়ে ম্যাচ শুরুর পর কমেন্ট্রি বক্সে উপস্থিতি অনিল কুম্বলে বলছিলেন, 'মানছি ব্যাটিং সহায়ক উইকেট। প্রথম ঘণ্টা ছাড়া সুইং মিলছে না। কিন্তু তারপরও প্রথম দুই সেশনে বোলাররা বাউন্সার দিল না! এ কোন ক্যারিবিয়ান পেস ব্রিগেড!'

যশস্বীদের কৃতিত্ব যদিও কমছে না। কোটলা বরাবর পয়মন্ত মাঠ সুদর্শনের। আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি, রনজি ট্রফির দ্বিশতরান এখানেই। কেরিয়ার বাঁচানের চ্যালেঞ্জে এদিন ফিরলেন অক্সিজেন নিয়ে। দুর্ভাগ্য সুদর্শনের। প্রথম সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ১৩ রান আগে থেমে যান।

আক্ষেপ থাকলেও আউট হয়ে ফিরেই ভুল শোধরাতে সোজা ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের ক্লাসে! আরও সাফল্যের খিদে, যা এই তরুণ ভারতের যেন প্রতীকী ছবি। যশস্বী যেমন ফিরলেন ২৫৩ বলে অপরাজিত ১৭৩-র খুশি নিয়ে। সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি, যার পাঁচটিই দেড়শো প্লাস! ২৪ বছরে পা রাখার আগে যে কীর্তি ডন ব্র্যাডম্যান ছাড়া আর কারও নেই!

মাঝের সেশনে ১২৬ রান যোগ করে ভারত। চা পানের পর আরও ৯৮। দ্বিতীয় নতুন বল নিয়েও ছবিটা বদলাতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত দিনের শেষে ৩১৮/২। যশস্বীর একারই ১৭৩! আগামীকাল নামবেন দ্বিতীয় দ্বিশতরানের স্বাদ নিতে। ভারতের সামনে হাতছানি প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে ম্যাচে আরও জাঁকিয়ে বসার।

দুই বাঁহাতির সর্বাধিক পার্টনারশিপ (ভারতের)

রান	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৩০০	সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-যুবরাজ সিং	পাকিস্তান	বেঙ্গালুরু	২০০৭
২২২	ঋষভ পন্থ-রবীন্দ্র জাদেজা	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	২০২২
২০৪	ঋষভ পন্থ-রবীন্দ্র জাদেজা	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি	২০১৯
২০৩*	রবীন্দ্র জাদেজা-ওয়াশিংটন সুন্দর	ইংল্যান্ড	ম্যাঞ্চেস্টার	২০২৫
১৯৩	যশস্বী জয়সওয়াল-বি সাই সুদর্শন	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নয়াদিল্লি	২০২৫

টেস্টের প্রথম দিনে ভারতীয় ওপেনারদের সর্বাধিক রান

রান	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৯২	ওয়াসিম জাফর	পাকিস্তান	কলকাতা	২০০৭
১৯০	শিখর ধাওয়ান	শ্রীলঙ্কা	গল	২০১৭
১৭৯	যশস্বী জয়সওয়াল	ইংল্যান্ড	ভাইজ্যাগ	২০২৪
১৭৩	যশস্বী জয়সওয়াল	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নয়াদিল্লি	২০২৫
১৬৭	গৌতম গম্ভীর	শ্রীলঙ্কা	কানপুর	২০০৯

সপ্তম টেস্ট শতরানের পর যশস্বী জয়সওয়াল। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শুক্রবার।

ডিসেম্বরে নিলাম, ১৫ নভেম্বর রিটেনশনের শেষ দিন

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। দরজায় কড়া নাড়ছে মিশন অস্ট্রেলিয়াও।

তার মধ্যে আজ আচমকা সামনে এসেছে ২০২৬ সালের আইপিএল নিয়ে নানা তথ্য। জানা গিয়েছে, আগামী ডিসেম্বরে হতে চলেছে আইপিএলের নিলাম। দেশের মাটিতেই নিলাম হবে, নিশ্চিত। কিন্তু কোন শহরে, কবে হবে নিলামের আসর, এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, ১৩-১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে নিলাম হবে। আইপিএলের শেষ দুই নিলামের আসর বসেছিল দুবাই ও জেড্ডায়। ডিসেম্বরের নিলাম দেশের বাইরে হচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন এক বোর্ড কর্তা। সঙ্গে জানা গিয়েছে, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে আইপিএলের সব ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে তাদের রিটেনশনের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর চেন্নাই সুপার কিংসের হাতে এখন সবচেয়ে বেশি অর্থ রয়েছে। সেই অর্থ ব্যবহার করে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই কীভাবে নিলামের আসরের নীল নকশা তৈরি করে, তা নিয়ে এখন থেকেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে ২০২৬ সালের আইপিএলের আসরে কলকাতা নাইট রাইডার্স কেমন পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়, সেটা নিয়েও চলছে আলোচনা। ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে কেকেআর ছেড়ে দিতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথাও শোনা গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

সেমিফাইনালে বাংলার মেয়েরা

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : মহিলাদের জাতীয় ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠল বাংলা। বৃহস্পতিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে ছত্তিশগড়কে। জোড়া গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল। অপর গোল সংগীতা বাসফোরের। আগামী সোমবার সেমিফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ উত্তরপ্রদেশ।

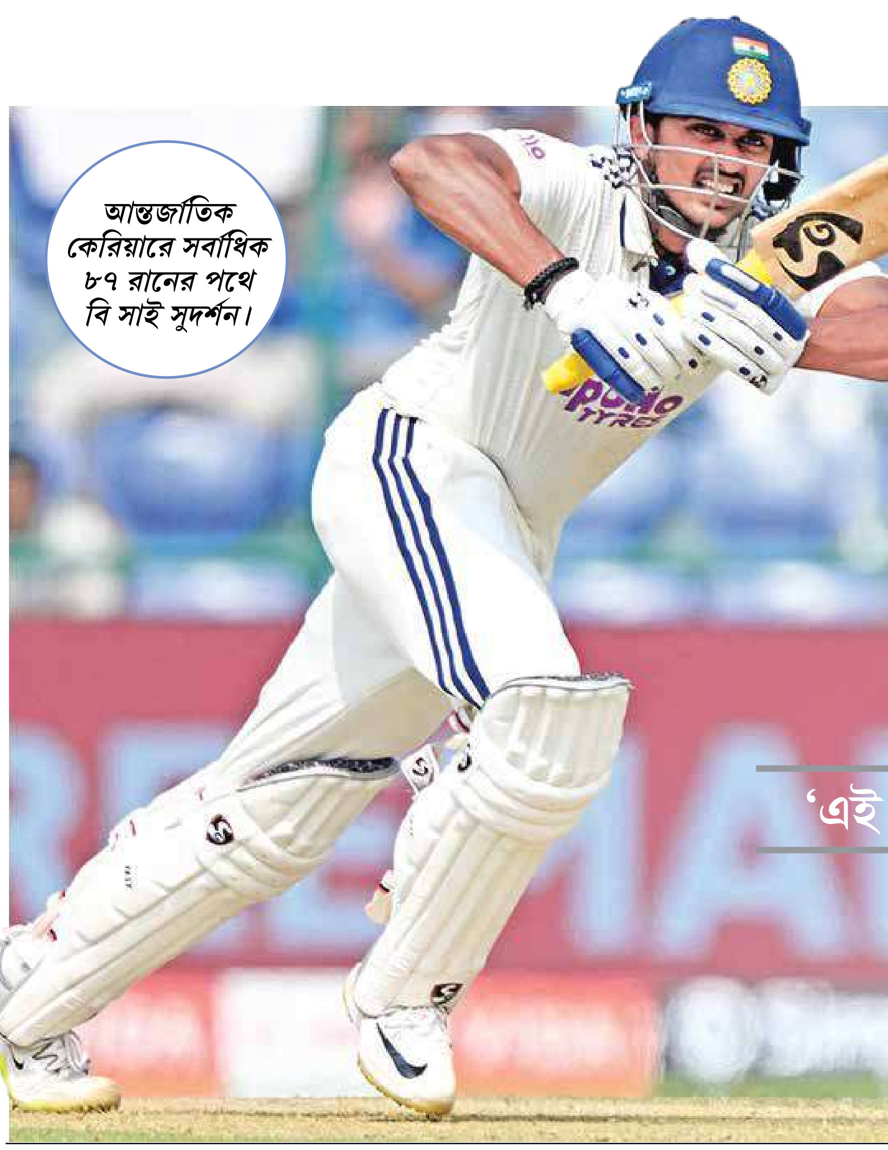

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে সর্বাধিক ৮৭ রানের পথে বি সাই সুদর্শন।

শট নির্বাচনে সাহায্য করে যশস্বী : সুদর্শন

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : চেতেশ্বর পূজারার শূন্যস্থান পূরণের অস্ত্র অবশেষে কি গৌতম গম্ভীরদের হাতে? উত্তরের জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে সেই সম্ভাবনা এদিন অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইশ গজে উসকে দিলেন বি সাই সুদর্শন।

কেরিয়ারের পঞ্চম টেস্ট। প্রথম চার ম্যাচে প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। চলতি সিরিজে প্রথম টেস্টেও ব্যর্থ। চাপ বাড়িয়ে আবার ধ্রুব জুরেলের দাপুটে শতরান। এদিন ৮৭ রানের ইনিংসে মাথার ওপর জাঁকিয়ে বসা চাপ ঝেড়ে ফেলে ভরসা জোগালেন দলকেও।

'এই ইনিংস খেলতে পেরে আমি খুশি'

যশস্বী জয়সওয়ালের 'জাজবল' মাদকতার পাশে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরলেন সুদর্শন। তাল ঠুকলেন ১৯৩ রানের ম্যারাথন জুটিতে। সেই খুশি বলেছেন, 'রান নিয়ে একদম ভাবিনি। যথাসম্ভব চাপমুক্ত হয়ে খেলার চেষ্টা করেছি। সময় নিয়েছি। তাড়াহুড়ো নয়। অপেক্ষা করেছি। দলের জন্য এরকম ইনিংস এবং যশস্বীর সঙ্গে পার্টনারশিপ করতে পেরে ভালো লাগছে।'

খুশিটা দ্বিগুণ হতে পারত। কিন্তু তেরোর গেরোয় আটকে যায় প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। ৮৭-তে ফেরা নিয়ে সুদর্শনের ডিপ্লোমেটিক উত্তর, 'আজ আমি যা করেছি, যে ইনিংস খেলেছি, তাতেই খুশি। তবে মনের মধ্যে সবসময় একটা জিনিস ঘুরতেই থাকে, আরও পেলে ভালো হত। আমারও সেটাই লক্ষ্য ছিল।'

ব্যক্তিগত সাফল্যের সঙ্গে উলটো প্রান্ত থেকে যশস্বীর দাপট দেখাও প্রাপ্তি সুদর্শনের কাছে। বলেও দিয়েছেন, 'দারুণ উপভোগ করেছি ওর ইনিংস। অসাধারণ সব শট খেলছিল। ভালো বলকেও বাউন্ডারিতে পরিণত করছিল যশস্বী। যা দেখাটা বিশেষ অনুভূতিও। শট নির্বাচন নিয়ে আমাকেও সারাক্ষণ গাইড করেছে ও।'

প্রথম দিনে ৯০ ওভার ঘাম ঝরিয়ে ক্যারিবিয়ান বোলারদের প্রাপ্তি মাত্র ২ উইকেট। স্বভাবতই চর্চায় কোটলার বাইশ গজ। সুদর্শনের মতে, পিচে বাউন্স কম। কিছু বল টার্ন করেছে। আগামীকাল দ্বিতীয় দিনে যা বাড়বে। কিছু কিছু জায়গায় পিচে ক্ষত তৈরি হয়েছে। বিশ্বাস, বোলিংয়ের সময় যা কাজে লাগাবেন ভারতীয় বোলাররা।

> এই ইনিংসের চোখে পড়ার মতো দিক হল ওর সংকল্প। একটাও খারাপ শট খেলেনি যশস্বী। ৬০-৬৫ ওভার পর বল ব্যাটে আসছিল না। কিন্তু ধৈর্য দেখিয়েছে। চায়ের সময় ঠিক সেটাই বলেছিল আমাকে।
>
> -সীতাংশু কোটাক
> ব্যাটিং কোচ

'ছাত্র' সুদর্শনের সাফল্যে খুশি ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। দিনের খেলা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে তরুণ মিডল অর্ডারের টেম্পারামেন্ট, টেকনিককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। বলেছেন, 'ও কতটা প্রতিভাবান, তা আমরা সবাই জানি। আর সবসময় স্কোর, পরিসংখ্যান সবকিছু নয়। ব্যাটারের দক্ষতা, কীভাবে ব্যাটিং করছে, ইনিংসকে টানছে, কোন ধরনের শট খেলছে, অনেক কিছু দেখার প্রয়োজন হয়। এদিন দারুণ খেলল। মানসিকভাবে অসম্ভব শক্তপোক্ত সুদর্শন। মস্তিষ্ককে কাজে লাগায়। আজ সেটাই করল।'

দিনের নায়ক একান্তভাবেই যশস্বী। ব্যাটিং কোচ বলেছেন, 'এই ইনিংসের চোখে পড়ার মতো দিক হল ওর সংকল্প। একটাও খারাপ শট খেলেনি যশস্বী। ৬০-৬৫ ওভার পর বল ব্যাটে আসছিল না। কিন্তু ধৈর্য দেখিয়েছে। চায়ের সময় ঠিক সেটাই বলেছিল আমাকে। প্রথম টেস্টে ভালো শুরুর পর বড় স্কোর হাতছাড়া করেছিল। আজ সেই ভুল করতে রাজি ছিল না যশস্বী। সুফল সবার সামনে।'

ক্যারিবিয়ান পেসারদের বাউন্সার অনীহায় অবাক সানি

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : দিনভর চিন মিউজিক।

একঝাঁক পেসার নিয়ে ব্যাটারদের শিরদাঁড়া দিয়ে হিমশীতল স্রোত বইয়ে দেওয়া। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের পেস ব্রিগেডের সোনালি দিন আপাতত অতীত। কিন্তু এতটা করুণ দশা মানতে পারছেন না সুনীল গাভাসকার। অ্যান্ডারসন ফিলিপ, জেডন সিলসদের আপাত-নিরীহ পেস বোলিং দেখে সেই প্রতিক্রিয়া কিংবদন্তির মুখে।

প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন কমেন্ট্রি বক্সে পাশে বসে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন পেসার ইয়ান বিশপকে। অ্যান্ডি রবার্টস, ম্যালকম মার্শাল, জোয়েল গার্নারদের চিন মিউজিক বিনা হেলমেটে সামলানো গাভাসকার বলেছেন, 'নতুন বল। বেশ কয়েক ওভার হয়ে গেল। অথচ একটা বাউন্সার বেরোল না ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসারদের হাত থেকে! এটা কী হচ্ছে ইয়ান? ক্যারিবিয়ান পেস অ্যাটাকের কী হল?'

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথমদিনেও দাগ কাটতে পারলেন না জেডন সিলসরা।।

অপ্রস্তুত ইয়ান বিশপ কিছু বলার আগে টিপ্পনী সহ ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলের। মজার সুরে বলেছেন, 'ও (বিশপ) কমেন্ট্রি বক্সে রয়েছে। এখান থেকে বাউন্সার করা একটু কঠিনই।' এরপর অপ্রস্তুত বিশপের সাফাই, 'আশা করছি শীঘ্রই সিলসের হাত থেকে বাউন্সার বেরোবে।' যদিও ঘটনা হল, বিশপদের বাউন্সারের অপেক্ষা বেশ দীর্ঘ।

গাভাসকারের মতো অনিল কুম্বলেও অবাক ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং স্ট্র্যাটেজিতে। শর্ট পিচ ডেলিভারির জন্য ফিল্ডিং সেট করেও সেই পথে সিলস-ফিলিপদের হাঁটতে না দেখে বিস্ময় চেপে রাখতে পারেননি কিংবদন্তি স্পিনার। গাভাসকার যা বলেননি, সেটাই বলে দেন, 'এ কোন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখেছি? বাউন্সার পেসারদের বড় অস্ত্র। অথচ, সেই অস্ত্র ব্যবহারই করল না! জোমেল ওয়ারিকান ছাড়া আর কোনও স্পিনারকে দেখলাম না বলের গতির হেরফের ঘটাতে।'

সেরা বাঁহাতি ওপেনার, যশস্বী-বন্দনায় প্রাক্তনরা

ম্যাচের প্রথম দিন সবকিছু ছাপিয়ে যশস্বী জয়সওয়াল-শো। ২৫৩ বলে ২২টি বাউন্ডারিতে সাজানো অপরাজিত ১৭৩ রানের ইনিংস নিয়ে প্রশংসার সুর প্রাক্তনদের গলায়। প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার ওয়াসিম জাফর বলেছেন, 'ও ক্রিজে সেট হয়ে গেলে রানের বন্যা বইতে থাকে। আরও একটা দুর্দান্ত সেঞ্চুরি। দারুণ খেলেছ যশস্বী। চালিয়ে যাও।'

সামাজিক মাধ্যমে মহম্মদ কাইফ লিখেছেন, 'টেস্টে যশস্বীর শতরানের অভ্যাস বজায়। টেস্টের প্রতি ওর দায়বদ্ধতা উঠতি সমস্ত ক্রিকেটারের জন্য শিক্ষণীয়।' প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান বলেছেন, 'আরও একটা বড় স্কোর। এই মুহূর্তে সেরা বাঁহাতি টেস্ট ওপেনার। পরিসংখ্যান অন্তত তাই বলছে।'

রনজিতে মুম্বইয়ের অধিনায়ক শার্দূল

মুম্বই, ১০ অক্টোবর : আসন্ন রনজি ট্রফি মরশুমে মুম্বইয়ের অধিনায়ক হলেন অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। আজিঙ্কা রাহানের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। শেষ মরশুমে মুম্বইয়ের অধিনায়ক ছিলেন রাহানে। দিন কয়েক আগে রাহানে জানিয়ে দেন, তিনি মুম্বইয়ের নেতৃত্বে খুব একটা আগ্রহী নন। তারপরই আজ রাহানের উত্তরসূরি হিসেবে শার্দূলের নাম ঘোষণা করে দিল মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। রাহানেও রয়েছেন মুম্বইয়ের দলে। শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদবরা নেই মুম্বই দলে। সরফরাজ খান, শিবম দুবে, তুষার দেশপাণ্ডেরা প্রত্যাশিতভাবেই জায়গা পেয়েছেন দলে। ৪২ বারের রনজি জয়ী মুম্বই ১৫ অক্টোবর থেকে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করছে। এদিকে, দিল্লির রনজি স্কোয়াড ঘোষণাও হয়ে গেল আজ। স্কোয়াডে নাম রয়েছে ঋষভ পন্থেরও। সূত্রের খবর, ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দিল্লির দ্বিতীয় রনজি ম্যাচে দেখা যাবে ঋষভকে। দিল্লির অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন আয়ুষ বাদোনি।

শুরু ভালো না হওয়াই চাপে ফেলেছে : সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : টুর্নামেন্ট যেভাবে শুরু করার কথা ছিল, সেভাবে করা যায়নি। স্বীকার করে নিলেন সুনীল ছেত্রী।

সিঙ্গাপুর থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে না, এতে ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্যই খুশি স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে যে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার লড়াই করা অসম্ভব কঠিন সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কারও। তবে এই সবের কারণ যে বাছাই পর্বের শুরুটা ভালো না হওয়া এই কথাই সিঙ্গাপুর ম্যাচের পর সরাসরি বলে দিতে দ্বিধা করলেন না সুনীল। তাঁর মন্তব্য,

> সিঙ্গাপুর খুবই চনমনে এবং ভালো দল। নিজেদের ঘরের মাঠে ২ পয়েন্ট নষ্ট করে বাড়তি উদ্যম নিয়ে নামবে। তাই আমাদের ৩ পয়েন্টের জন্য আরও ভালোভাবে তৈরি হতে হবে।
>
> **খালিদ জামিল**

‘আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে শুরুটা করা যায়নি। বাংলাদেশের বিপক্ষে ড্র এবং হংকংয়ের কাছে শেষমুহূর্তের গোলে হারে সব পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যায়। তবু ভালো যে আমরা সিঙ্গাপুর থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরছি। তবে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে যাওয়ার লড়াই করাটা খুবই কঠিন। আমরা ম্যাচের শেষপর্যন্ত লড়াই করেছি, এটা সন্তোষজনক।’ তাঁরই পরিবর্ত হিসাবে ৭৯ মিনিটে মাঠে নামেন রহিম আলি। শেষ বাঁশি বাজার আগের মুহূর্তে তাঁর গোল ১০ জনের ভারতীয় দলকে ১ পয়েন্ট এনে দেয়। ২০১৬ সালে মহম্মদ রফিকের করা গোলের ৯ বছর পর কোনও বঙ্গসন্তানের গোল জাতীয় দলের জার্সি গায়ে। দেশের হয়ে এটাই তাঁর প্রথম গোল।

আগের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা যে দলটার মনোবল নানাভাবে ভেঙে দিয়ে যান, সেই ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করেছেন খালিদ জামিল। এই ভারতীয় হেড কোচ অবশ্য যাবতীয় কৃতিত্ব দিচ্ছেন ফুটবলারদের, ‘ম্যাচের কথা যদি বলেন তাহলে সব কৃতিত্ব ছেলেদের। ওরা প্রচুর পরিশ্রম করেছে। শুধুমাত্র ওদের জন্যই আমরা পয়েন্ট নিয়ে ফিরছি। ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পরও পয়েন্ট পাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আত্মবিশ্বাসটা নিয়েই এখন এগোতে হবে।’ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ১০ জন হয়ে যাওয়ার পর যেভাবে রাহুল ভেকে এবং আনোয়ার আলির নেতৃত্বে ডিফেন্স অটুট থেকেছে তার প্রশংসা খালিদের মুখে, ‘১০ জন হয়ে যাওয়ার পর আমরা বেশি ভালো খেলেছি।’ বাংলাদেশকে হারিয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছে গেছে হংকং। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে এখন শেষ তিন ম্যাচ জিততেই হবে। অন্য দলগুলির দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। মঙ্গলবার গোয়ায় ফের একবার সিঙ্গাপুরের সঙ্গে খেলতে চলেছে ভারত। খালিদের মন্তব্য, ‘সিঙ্গাপুর খুবই চনমনে এবং ভালো দল। নিজেদের ঘরের মাঠে ২ পয়েন্ট নষ্ট করে বাড়তি উদ্যম নিয়ে নামবে। তাই আমাদের ৩ পয়েন্টের জন্য আরও ভালোভাবে তৈরি হতে হবে।’ ভারতের সমস্যা হল, এই ম্যাচে সন্দেশ ঝিংগানকে কার্ডের জন্য পাওয়া যাবে না। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হোম ম্যাচের জন্য খালিদ ডেকেছেন আপুইয়া ও শুভাশিস বসুকে।

দশজনে খেলা ভারতীয় দলকে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ভরসা দিলেন আনোয়ার আলি।

অনূর্ধ্ব-১৯ দলে পুলওয়ামা শহিদের পুত্র

চণ্ডীগড়, ১০ অক্টোবর : হরিয়ানার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে ডাক পেয়েছে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ বিজয় সোরেংয়ের পুত্র রাহুল সোরেং।

২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ হন বিজয় সোরেং সহ ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান। এই ঘটনার পরেই প্রাক্তন ভারতীয় তারকা বীরেন্দ্র শেহবাগ ঘোষণা করেছিলেন, পুলওয়ামা শহিদদের সন্তানরা তাঁর স্কুলে নিখরচায় পড়াশোনা করতে পারবে। তারপর থেকে রাহুল শেহবাগ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনা করছে।

রাহুল হরিয়ানার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত স্বয়ং শেহবাগ। তিনি বলেছেন, ‘হরিয়ানার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পাওয়ায় রাহুল সোরেংকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই। ওর বাবা বিজয় সোরেং ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ হয়েছিলেন। আমি খুব ভাগ্যবান রাহুলের পাশে দাঁড়াতে পেরে। ওর জন্য আমি গর্বিত।’

গত ডিসেম্বরে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির জন্য হরিয়ানার অনূর্ধ্ব-১৬ দলে সুযোগ পেয়েছিল রাহুল। তখন সমাজমাধ্যমে রাহুলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন শেহবাগ।

ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস টুর্নামেন্টে গ্যারি কাসপারভের মুখোমুখি বিশ্বনাথন আনন্দ।

আনন্দকে হারিয়ে দুঃখপ্রকাশ গ্যারির

সেন্ট লুইস, ১০ অক্টোবর : ভাগ্যের জোরেই জয়। বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে একবাক্যে তা স্বীকার করে নিলেন গ্যারি কাসপারভ।

দীর্ঘ ৩০ বছর পর চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছেন দাবা বিশ্বের দুই কিংবদন্তি। সেন্ট লুইসে অনুষ্ঠিত ‘ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস টুর্নামেন্ট’-এ খেলছেন আনন্দ ও কাসপারভ। লড়াইয়ে প্রথম দিনের শেষে এগিয়ে ছিলেন ৬২ বছরের রুশ তারকা। র‍্যাপিডের দুইটি গেমই ড্র হয়। এরপর ব্লিৎজের প্রথম গেমে সাফল্য পান কাসপারভ। দ্বিতীয় গেম ড্র হওয়ায় দিনের শেষে ২.৫-১.৫ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন রাশিয়ান কিংবদন্তি।

দ্বিতীয় দিনে আরও দুই গেম হাতছাড়া করেন আনন্দ। ফলে পাঁচ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। সময় শেষ হয়ে যাওয়ার জেরেই ম্যাচ খোয়াতে হয় আনন্দকে। যে কারণে কাসপারভ জানিয়েছেন, ভাগ্য সঙ্গ দিয়েছে বলেই তিনি জিততে পেরেছেন। এমনকি ম্যাচ শেষে আনন্দের কাছে দুঃখপ্রকাশও করেন রুশ দাবাড়ু। কাসপারভ বলেছেন, ‘প্রথম গেমের পর সত্যিই আমি অপরাধবোধে ভুগছিলাম। আমি আনন্দের কাছে দুঃখপ্রকাশও করি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই জয়ে ভাগ্যেরও ভূমিকা রয়েছে।’

কোরিয়াকে ৫ গোল ব্রাজিলের

সিওল, ১০ অক্টোবর : শেষ কবে ব্রাজিলকে এতটা দাপট নিয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে বলা মুশকিল।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে মোটেও কাঙ্ক্ষিত ছন্দে পাওয়া যায়নি ব্রাজিলকে। কিন্তু শুক্রবার ফ্রেন্ডলি ম্যাচে একাধিপত্য নিয়ে খেলে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-০ ফলে বিধ্বস্ত করলেন আন্সেলোত্তির ছেলেরা। জোড়া গোল করলেন এস্তেভাও ও রডরিগো। অপর গোলটি ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

এদিন দক্ষিণ কোরিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (১৩৭টি) খেলার নজির গড়লেন সন হিউং-মিন। তবে রেকর্ড গড়ার দিনে বেশ নিষ্প্রভ কোরিয়ান তারকা। ১৩ মিনিটেই এস্তেভাওয়ের গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। ব্রুনো গুইমারেসের পাস থেকে ফিনিশ করেন এই চেলসি তারকা। ৪১ মিনিটে কাসেমিরোর পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান রডরিগো।

৪৭ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান এস্তেভাও। দুই মিনিটের মধ্যে চতুর্থ গোলটি করেন রডরিগো। ৭৭ মিনিটে গোল করে দক্ষিণ কোরিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ভিনিসিয়াস। ১৪ অক্টোবর ব্রাজিল তাদের দ্বিতীয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচটি খেলবে জাপানের বিরুদ্ধে।

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস রডরিগোর।

ইয়ামালকে একা থাকতে দিন : এমবাপে

প্যারিস, ১০ অক্টোবর : মাঠে ও মাঠের বাইরে বেশ অস্বস্তিতে বার্সেলোনার তারকা লামিনে ইয়ামাল।

চোটের জন্য বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে স্প্যানিশ ‘বিস্ময় বালক’। এমনকি চলতি মাসের শেষে তাঁকে এল ক্লাসিকোতে পাওয়া যাবে কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়। এদিকে মাঠের বাইরে ইয়ামালের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও শুরু হয়েছে বিতর্ক।

সম্প্রতি ইয়ামাল তাঁর ১৮তম জন্মদিন বেশ জাঁকজমকপূর্ণ করেই পালন করেছেন। যে কারণে বেশ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তবে এই বিতর্কে ইয়ামালের পাশে দাঁড়ালেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তিনি বলেছেন, ‘ইয়ামালের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবাই কথা বলছে। আমার মনে হয়, ওকে একা থাকতে দেওয়া উচিত। লামিনে এই মুহূর্তে সেরা ফুটবলারদের একজন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ওর বয়স মাত্র ১৮ বছর। এই বয়সে কমবেশি সবাই ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এইভাবেও ইয়ামাল জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। তখন ও নিজেই ঠিকভুল বিচার করতে পারবে।’

> ইয়ামালের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবাই কথা বলছে। আমার মনে হয়, ওকে একা থাকতে দেওয়া উচিত। মাথায় রাখতে হবে, ওর বয়স মাত্র ১৮ বছর।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

এমবাপে নিজেই ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে থেকে প্রচারের আলোয় চলে এসেছিলেন। তবে সেই চাপ সামলে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন তিনি।

২০২৬ বিশ্বকাপের ম্যাচ বল ট্রাইওন্ডা নিয়ে স্পেনের লামিনে ইয়ামাল।

ইংল্যান্ডের জয়ে নজির পিকফোর্ডের

গ্লাসগো ও লন্ডন, ১০ অক্টোবর : পিছিয়ে পড়েও জয়। গ্রিসকে হারিয়ে সরাসরি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে খেলার আশা জিইয়ে রাখল স্কটল্যান্ড। বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে মাল্টাকে ৪-০ গোলে হারাল অক্ষত রাখার নজির গড়লেন গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ড। ম্যাচ শেষে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল। এর আগে ইংল্যান্ডের হয়ে টানা ৭ ম্যাচ ক্লিনশিট রাখার রেকর্ড ছিল কিংবদন্তি গর্ডন ব্যাঙ্কসের দখলে।

আরও একবার ইংল্যান্ডের দুর্গ অক্ষত রাখার পর লাফ গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ডের।

বিশ্বকাপের আশা জিইয়ে রাখল স্কটল্যান্ড

নেদারল্যান্ডস। অন্যদিকে, প্রীতি ম্যাচে ওয়েলসকে ৩-০ গোলে হারাল ইংল্যান্ড।

বৃহস্পতিবার রাতে ঘরের মাঠে গ্রিসকে ৩-১ গোলে হারাল স্কটল্যান্ড। এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রইল স্কটিশ ব্রিগেড। সমান পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে ডেনমার্ক। অন্যদিকে, মাল্টার বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসের হয়ে জোড়া গোল করলেন কোডি গাকপো। দুটি গোলই তিনি করেন পেনাল্টি থেকে। অপর দুটি গোল করেন তিজ্জানি রেইনডার্স ও মেম্ফিস ডিপে।

এদিকে, প্রীতি ম্যাচে ওয়েলসকে ৩-০ গোলে হারাল ইংল্যান্ড। ম্যাচের প্রথমার্ধে পরপর তিনটি গোল করেন মরগ্যান রজার্স (৩), ওলি ওয়াটকিন্স (১১) ও বুকায়ো সাকা (২০)। এই নিয়ে ইংল্যান্ডের জার্সিতে টানা ৮ ম্যাচ দুর্গ

বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে
মাল্টা ০-৪ নেদারল্যান্ডস
স্কটল্যান্ড ৩-১ গ্রিস
চেক প্রজাতন্ত্র ০-০ ক্রোয়েশিয়া
প্রীতি ম্যাচে
ইংল্যান্ড ৩-০ ওয়েলস

আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন তাজমিন

টপ অর্ডার খেলতেই পারেনি : হরমনপ্রীত

ভাইজ্যাগ, ১০ অক্টোবর : ৯৪ রানের আগ্রাসী ইনিংসে মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। কিন্তু দলের বোলাররা রিচার প্রচেষ্টায় জল ঢালেন। নিটফল, মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে হেরে গিয়েছে ভারত। এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম হারের জন্য যদিও বোলারদের নয়, দলের টপ অর্ডারকে দুষছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর।

> টপ অর্ডার দায়িত্ব নিতে পারেনি। এই ভুল আমাদের আগামী ম্যাচগুলিতে শোধরাতে হবে। বিশ্বকাপ লম্বা টুর্নামেন্ট। গতকালের ম্যাচ কঠিন ছিল। তবে বেশকিছু জিনিস শিখেছি আমরা। পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। আমরা ২৫০ রান করেছিলাম ঠিকই। কিন্তু ক্লোয়ে ট্রাইওন ও নাদিনে ডি ক্লার্ক দেখাল, এই পিচ ব্যাটিংয়ের উপযোগী ছিল। ওরা যোগ্য হিসেবে জিতেছে।
> -হরমনপ্রীত কাউর

প্রতীকা রাওয়াল ও স্মৃতি মান্ধানা ওপেনিং জুটিতে শুরুটা ভালো করেছিলেন। কিন্তু হার্লিন দেওল, হরমনপ্রীত, জেমিমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা সমৃদ্ধ ভারতীয় মিডল অর্ডার চূড়ান্ত ফ্লপ করে। যার ফলে হরমনরা ১০২/৬ হয়ে গিয়েছিল। যা নিয়ে ম্যাচ হারের পর হরমনপ্রীত বলেছেন, 'টপ অর্ডার দায়িত্ব নিতে পারেনি। এই ভুল আমাদের আগামী ম্যাচগুলিতে শোধরাতে হবে। বিশ্বকাপ লম্বা টুর্নামেন্ট। গতকালের ম্যাচ কঠিন ছিল। তবে বেশকিছু জিনিস শিখেছি আমরা। পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। আমরা ২৫০ রান করেছিলাম ঠিকই। কিন্তু ক্লোয়ে ট্রাইওন ও নাদিনে ডি ক্লার্ক দেখাল, এই পিচ ব্যাটিংয়ের উপযোগী ছিল। ওরা যোগ্য হিসেবে জিতেছে।'

২০০৭ সালে যুব অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা জিতেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা দলের বর্তমান ব্যাটিংয়ের অন্যতম প্রধান ভরসা তাজমিন ব্রিৎজ। ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকেও নামার জন্যও তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু ২০০৮ সালে এক গাড়ি দুর্ঘটনা তাজমিনের জীবন বদলে দেয়। হতাশা কাটিয়ে উঠতে অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ছেড়ে ক্রিকেটকে বেছে নেন তিনি। ২০১৮ সালে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় ৩৪ বছরের তাজমিনের। বৃহস্পতিবার ভারতের বিরুদ্ধে খাতা খুলতে না পারলেও গত সাতটি ইনিংসে পাঁচটি শতরান রয়েছে তাঁর। দলের জয়ের পর তাজমিন বলেছেন, 'দুর্ঘটনার পর জীবন সহজ ছিল না। অবসাদে আমি অনেকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম। ভাগ্য ভালো কঠিন সময় পরিবার পাশে ছিল। নাহলে হয়তো জীবন অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত।'

দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে মাত্র ৯ রানে আউট হন হরমনপ্রীত কাউর।

সুপার কাপে মাঠে থাকবেন চার বিদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : সুপার কাপে কমছে বিদেশির সংখ্যা। জাতীয় দলে ভারতীয় স্ট্রাইকারের অভাব স্পষ্ট। তাই দেশি ফুটবলারদের বেশি করে খেলানো হোক, এমন দাবি উঠে আসছিল বিভিন্ন মহল থেকে। সেই দাবিকেই সমর্থন জানিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সহ একাধিক আইএসএলের ক্লাব চিঠি দেয়, সুপার কাপের প্লেয়িং একাদশে যেন চার বিদেশির বেশি খেলানোর অনুমতি না দেওয়া হয়।

আগে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছিল, ৬ জন বিদেশিকেই সবসময় মাঠে রাখা যাবে। কিন্তু ক্লাবগুলির দাবি মেনে শেষপর্যন্ত নিজেদের নিয়মে বদল নিয়ে এল এআইএফএফ। ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৬ বিদেশিকে নথিভুক্ত করালেও চারজনের বেশি মাঠে থাকতে পারবেন না। এই চিঠি ইতিমধ্যেই ক্লাবগুলির কাছে চলে এসেছে বলে সূত্রের খবর। ২৫ অক্টোবর থেকে গোয়ায় শুরু হতে চলেছে সুপার কাপ।

অনুশীলনের ফাঁকে অভিষেক নায়ারের সঙ্গে আড্ডার মেজাজে রোহিত শর্মা। ব্যাটিংয়ের সময় রোহিতের মারা পুলে তাঁর গাড়িতেই বল লাগে।

বর্ষাসুরে বিদ্ধ বাংলার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : অপেক্ষার আর পাঁচদিন। বুধবার থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে রনজি ট্রফি। ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে বাংলা।

তার আগে দলের অনুশীলন ও শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি আপাতত ঘেঁটে ঘ। সৌজন্যে কলকাতায় হয়ে চলা টানা, অবিরাম বৃষ্টি। এই বৃষ্টির কারণে ইডেনের আউটফিল্ড এখনও পুরো তৈরি নয়। ফলে দিনের বেশিরভাগ সময় মাঠ থাকছে পুরো ঢাকা। আজ সকালের দিকে রোদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। ইডেনের মাঠকর্মীরা কভারও সরিয়ে দিয়েছিলেন। দুপুর হতেই ছবিটা বদলে গেল। আকাশের মুখ ভার। সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও বেশ বিরক্ত। শেষ কয়েকদিন সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে চলছিল বাংলার অনুশীলন। বৃষ্টি সেখানেও বারবার বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। আজ থেকে ইডেনে চূড়ান্ত অনুশীলন শুরুর কথা ছিল। কিন্তু সেটাও হয়নি। মাঠের বদলে সিএবি-র ইন্ডোরে ব্যাটিং-বোলিং চর্চা করতে হয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অনুষ্টুপ মজুমদারদের। বর্ষাসুরের কবলে পড়ে বারবার এভাবে অনুশীলনে বিঘ্ন ঘটায় বিরক্ত বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'বৃষ্টিকে আমরা কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। কিন্তু এবার যেভাবে টানা বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর ঘরের মাঠে রনজি ম্যাচে কতটা ফায়দা নিতে পারব আমরা, এখনও জানি না।'

জিতেও স্বস্তিতে নেই মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : বড় ব্যবধানে জয়। তারপরও অস্বস্তির কাঁটা থেকেই গিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে।

ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে সদস্য সমর্থকদের ক্ষোভ চরমে। এমনকি গোকুলামের বিরুদ্ধে প্রিয় দলকে পাঁচ গোল দিতে দেখে তারা কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ তো করেননি, উলটে পুরো ম্যাচ জুড়ে 'গো ব্যাক' ধ্বনি দিয়ে গিয়েছেন। ফলে আইএফএ শিল্ডের প্রথম ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিতে চাপ একটুও কমেনি সবুজ-মেরুন শিবিরে। এই পরিস্থিতিতে টিম ম্যানেজমেন্ট আগেই ফুটবলারদের মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছেন। ম্যাচের পরেও দেখা গিয়েছে একই দৃশ্য। কোচ-ফুটবলাররা এড়িয়ে গেলেন সাংবাদিকদের।

৫-১ গোলে জিতলেও দলের ফিটনেস নিয়ে এখনও সংশয় রয়েই গিয়েছে। রবসন রোবিনহো নজর কাড়লেও এখনও পুরো ফিট হননি। তবে প্রথম ম্যাচে তার পারফরমেন্স আশার আলো জাগিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরে। অধিনায়ক শুভাশিস বসু গত মরশুমের ছায়া মাত্র। আশিস রাইকে নিয়ে মরশুমের প্রথম থেকেই প্রশ্নচিহ্ন থেকে গিয়েছে। তবে সবুজ-মেরুন জার্সিতে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা মেহতাব সিং বেশ ভালোই খেললেন।

আপাতত গোকুলাম কেরালা এফসি ম্যাচ ভুলে ইউনাইটেড স্পোর্টস ম্যাচের দিকেই মনঃসংযোগ করছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। খাতায়-কলমে 'বেগুনি ব্রিগেড'-এর থেকে অনেক এগিয়ে থাকলেও ম্যাচটা মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না বাগান কোচ। তাই শুক্রবার বৃষ্টির মধ্যেও ফুটবলারদের অনুশীলন করালেন তিনি। এদিন গোকুলাম ম্যাচে খেলা ফুটবলাররা অবশ্য বেশিক্ষণ অনুশীলন করেননি। শনিবার ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছেন কোচ মোলিনা।

পাকিস্তান টেস্ট দলে ফিরলেন শাহিন

লাহোর, ১০ অক্টোবর : সাদা বলের ক্রিকেটের পর এবার লাল বলের টেস্ট ম্যাচ। পাকিস্তানের টেস্ট দলে ফিরলেন জোরে বোলার শাহিন শা আফ্রিদি। ১২ অক্টোবর থেকে লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে নামছে পাকিস্তান। আজ ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। ১৭ মাস পর পাকিস্তানের টেস্ট দলে ফিরলেন শাহিন। ১৬ সদস্যের পাকিস্তান স্কোয়াডে স্পিন, পেসের ভারসাম্য রাখা হয়েছে। স্কোয়াডে মোট চারজন স্পিনারও রয়েছেন। এদিকে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে হারিয়ে টিম ইন্ডিয়া এশিয়া কাপ জিতে নেওয়ার পরও এখনও সেই ট্রফি পায়নি। এশীয় ক্রিকেট সংস্থার প্রধান মহসিন নকভি জানিয়েছেন, দুবাইয়ে এসিসি-র দপ্তরে রয়েছে ট্রফি। জানা গিয়েছে, নকভির নির্দেশ রয়েছে তাঁর অনুমতি ছাড়া ট্রফি এশীয় ক্রিকেট সংস্থার দপ্তরের বাইরে যাবে না। ফলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অনেকগুলি দিন কেটে যাওয়ার পরও এখনও ট্রফিহীন টিম ইন্ডিয়া।

জয়ী দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : কাটিহারে ইসরায়েল আলম মেমোরিয়াল ক্রিকেটে শুক্রবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মেয়েদের দল ৪৪ রানে হারিয়েছে পাটনা এক্সএল-কে। টসে জিতে দাদাভাই ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪১ রান করে। মর্জিনা খাতুন ৪৯ বলে ৬৩ রান রেখে এসেছেন। ৫০ রানে অপরাজিত থাকেন হ্যাপি সরকার। জবাবে পাটনা ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৭ রানে আটকে যায়। শ্রেয়া সরকার ১৬ ও হ্যাপি ২১ রানে নেন ২ উইকেট। ৩ ওভারে ৭ রান দিয়ে মর্জিনা ১ উইকেট নেন। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত করা হয় তাঁকে। রবিবার সেমিফাইনালে দাদাভাইয়ের সামনে মালদা।

সুহেলের দাপটে জয় ভারতের

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ২-১ গোলে জয় পেল ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ৫ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেন সুহেল আহমেদ বাট। ২৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি। ৪১ মিনিটে ইন্দোনেশিয়ার হয়ে একটি গোল শোধ করেন ডনি ট্রি পামুংকাস। ভারত দ্বিতীয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে ১৩ অক্টোবর।

এদিকে, চিনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রেন্ডলিতে ১-০ গোলে জিতেছে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ দল। গোল করেন ওয়াংখেইরাকপাম গুনলেইবা।

ফাইনালে ভাঐরথানা

শীতলকুচি, ১০ অক্টোবর : স্টুডেন্টস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির এসডিএস কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল ভাঐরথানা জিপি। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে বারোমাসিয়া নজরুল সংঘকে হারিয়েছে। ছোট শালবাড়ি জমিরউদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আকাশ বর্মন ও ম্যাচের সেরা রাহুল রায় গোল করেন। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে চামটা নিউ সব্যসাচী সংঘ ও বড়মরিচা একাদশ।

জয়ী দলসিংপাড়া

মেটেলি, ১০ অক্টোবর : দীর্ঘ বিরতির পর শুক্রবার থেকে মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে ফের শুরু হল বীর বিরসা মুন্ডা চ্যাম্পিয়ন ও ভানুভক্ত আচার্য রানার্স ট্রফি ফুটবল। মেটেলির ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত প্রতিযোগিতায় দলসিংপাড়া ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-০ গোলে ঝাড়খণ্ডের ডিএমএফএস-কে হারিয়েছে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হেমরাজ ভুজেল। অন্য গোলটি রাজ ছেত্রীর। রবিবার রাঙ্গামাটি এসটি ব্রাদার্স ও কাঠমাণ্ডু একাদশ খেলবে।

ম্যাচের সেরার হেমরাজ ভুজেল। ছবি : রহিদুল ইসলাম

শিল্ডকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গের পাশে আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : বন্যায় বিপন্ন উত্তরবঙ্গের পাশে রাজ্য ফুটবল সংস্থা আইএফএ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ ঘরছাড়া। টান পড়ছে রুটিরুজিতেও। ইতিমধ্যেই তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। এগিয়ে এসেছে বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। পিছিয়ে নেই আইএফএ-ও। শিল্ডকে সামনে রেখে বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার।

১৮ অক্টোবর ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ডের ফাইনাল। ওই ম্যাচের টিকিট বিক্রি থেকে উপার্জিত অর্থের একটা বড় অংশ উত্তরবঙ্গের বন্যা ত্রাণে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। বড় অঘটন না ঘটলে শিল্ড ফাইনালে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল। সেক্ষেত্রে ম্যাচটি হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। প্রশাসনের অনুমতি পেলে স্টেডিয়াম চত্বরে বেশ কয়েকটি কাউন্টার তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে আইএফএ-র। যার মাধ্যমে ম্যাচ দেখতে আসা দর্শকরাও ত্রাণসামগ্রী উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন।

এদিকে, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আইএফএ শিল্ডে গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি শুরুর সময় রাখা হয়েছে দুপুর ৩টা। তবে দিন ছোট হয়ে আসায় ম্যাচের শেষ দিকে আলো কমে যাচ্ছে। যে কারণে শনিবার থেকে গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি দুপুর ২.৩০ মিনিটে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ। একইসঙ্গে শনিবারের নামধারী এফসি বনাম শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র ম্যাচ কল্যাণী থেকে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পোড়াঝাড়ের বাসিন্দাদের ইস্টবেঙ্গল ও শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাব শুক্রবার বাসন ও বিছানাপত্র তুলে দিয়েছে। ক্লাবের সদস্যদের তরফে অনুপ বসু জানিয়েছেন, পোড়াঝাড়ের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য করা হয়। আগামীদিনেও তাঁদের কোনও প্রয়োজন হলে ইস্টবেঙ্গলের সদস্য-সমর্থকরা পাশে থাকবেন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে পূর্ণে থাপা। ছবি : দীপেন রায়

সেমিফাইনালে এবিএস, চামুর্চি

মেখলিগঞ্জ, ১০ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জের হেলাপাকরি মোড় সুপার কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল চামুর্চি বয়েজ। শুক্রবার রাতে তারা ৫-৩ গোলে জলপাইগুড়ির টিওয়াইএস-কে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা চামুর্চির পূর্ণে থাপা। তাদের বাকি গোল দুইটি লিসান লোহারের (বাবু)। টিওয়াইএসের কবির লামা জোড়া গোল করেন। অন্যটি সুজল লামার। বৃহস্পতিবার রাতে সেমিফাইনালে উঠেছিল এবিএস কোচবিহার। তারা ৪-০ গোলে তেলিপাড়ার রমজান ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা দেবাদিত্য বসাক। এবিএসের বাকি গোল দুইটি প্রাঙ্কো ও বাপি রায়ের।

নিতাই ট্রফি দাবা শুরু

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি চেস অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায়, জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় এবং চেস প্লেয়ার্স প্যারেন্টস ফোরামের সহযোগিতায় বাবুপাড়ায় নিতাই ঘোষ ট্রফি পাঁচদিনের আন্তর্জাতিক দাবা শুক্রবার শুরু হল। আয়োজকদের তরফে সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ৪১৫ জন দাবাড়ু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। প্রথম রাউন্ডের পর ১০০ জন পরবর্তী পর্যায়ের ছাড়পত্র পাবে।

বিদায় বাংলার

বেলাকোবা, ১০ অক্টোবর : নয়ডার ফিজিকাল এডুকেশন ক্যাম্পাসে সিনিয়ার ন্যাশনাল টেন্নিকোয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিল বাংলার পুরুষ দল। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২১-৮, ২১-১২ পয়েন্টে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে।

নীরজের নজির ভাঙলেন হিমাংশু

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : নীরজ চোপড়ার এগারো বছরের পুরোনো নজির ভেঙে ইতিহাস গড়লেন হিমাংশু জাখর।

২০১৪ সালে অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে ৭৬.৫০ মিটার জ্যাভলিন ছুড়েছিলেন নীরজ। শুক্রবার ৪০তম জাতীয় যুব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তাঁকে টপকে গেলেন হরিয়ানার হিমাংশু। ৭৯.৯৬ মিটার ছুড়েছেন তিনি।

এই বছরের শুরুতেই সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে ৬৭.৫৭ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে সোনা জিতেছিলেন হিমাংশু। হরিয়ানার ঝাজ্জরের কৃষক পরিবারের ছেলে হিমাংশু। আদর্শ নীরজ। মাত্র ৫ বছর বয়সে জ্যাভলিন থ্রোয়ে হাতেখড়ি। গত কয়েক বছর হিসারের সাই সেন্টারে নিজেকে তৈরি করছেন। এই বছরের শুরুর দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে খোদ নীরজের সঙ্গে কোচ জ্যান জেলেজনির কাছে প্রস্তুতি সেরেছেন। সেটাই আরও ক্ষুরধার করে তুলেছে ১৭ বছরের হিমাংশুকে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা জয়দেব বাদ্যকর - কে

15.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55C 83933 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে এমনভাবে আশীর্বাদ করবে তা আমি কখনও কল্পনা করিনি। আমি এক কোটি টাকার এই আশীর্বাদকে আমার বর্তমান জীবনযাত্রার মান উন্নত করার এবং আমার পরিবারকে সর্বোত্তমভাবে সহায়তা করার সুযোগ হিসাবে মনে করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।